সদালাপ

সদালাপ

দ্বিতীয় খণ্ড

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ॥

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড কার্য্যালয়ে
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

[কলিকাতা ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত]

১৩২৩ সাল।

[মূল্য ৷৵০ আনা।

নির্ঘণ্ট।

সংখ্যা। বিষয়

১। সদ্বায়ের শক্তি সঞ্চয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

২। অচৌর্য্য, ইব্রাহিম আধম

৩। অধ্যবসায়, বোপদেব

৪। অনুশীলন, সত্যরক্ষার

৫। অন্নদোষ, রাজার গুরুর

৬। অবিশ্বাসে ক্ষোভ, মুরের

৭। অশুচি, ক্রোধে

৮। অসম সাহস, দয়ার্দ্রের

৯। অসুবিধা, মার মুখোর

১০। অহংভাবের নিঃশেষ, ইব্রাহিম আধম

১১। আত্মপরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত, লয়েছ

১২। আত্মোৎসর্গ, যোগেন্দ্রনাথ

[আদর্শ উকিল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] ১২০

১৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা, আংশিক

১৪। ইংরাজের মাহাত্ম্য, মিঃ ফক্স্ ও নেপোলিয়ান

১৫। ইংরাজের সৌভ্রাত্র, মিঃ গ্যারেট

১৬। উচ্চ ফকীরী মত, অদ্বৈতবাদ

১৭। উৎকর্ষের কারণ, তন্ময়তা

১৮। উদ্যম, নেপোলিয়ান

১৯। উদ্যম, সোয়ারো

২০। একমনে চেষ্টা, প্রোফেসার হেনরী

সংখ্যা। বিষয়

২১। একাই একশত, লাটুর অভ্যর্ণ
২২। একাগ্র লোকনায়ক, ডরন্ ফোর্ড
২৩। কর্ত্তব্যজ্ঞান, ভাগলপুরের চম্বকার
২৪। কর্ত্তব্য পরায়ণতা, ইংরাজ কাপ্তেন
২৫। কর্ত্তব্য পালন, নিষ্কাম
২৬। কর্ত্তব্যে নিমগ্নতা, রুসীয় অফিসার
২৭। কথার ঠিক, সার উইলিয়াম নেপিয়ার
২৮। কপটীর উদ্ধার, গদাধর ভট্ট
২৯। কর্ম্মের ক্ষয়, ভোগে
৩০। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা, দেওয়ান জয় প্রকাশ লাল
৩১। কৃতজ্ঞের সমাদর, লোকমানের মনিব
৩২। কাজীর বিচার, আরব দেশে
৩৩। কাল প্রভাব, সেই আর এই
৩৪। ক্রোধের দমন, মহাত্মা হোসেন
৩৫। গুরুভক্তি, অর্জ্জুন
৩৬। চারি রত্ন, আফ্লাতুনের উপদেশ
৩৭। চোরের প্রতি দয়া, গদাধর ভট্ট
৩৮। জন্তের দয়া, গুডিভ
৩৯। জাতীয় ত্যাগ ও নির্ভরতা, মস্কোধ্বংসে
৪০। জুয়াচুরীর প্রচারে ক্ষতি, নাবের ও চোর
৪১। জ্ঞান ও অজ্ঞান, পরমহংসদেবের কথা
৪২। জ্ঞাতির ক্ষমা, মহাত্মা মহম্মদ
৪৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ, ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়
৪৪। জ্যেষ্ঠের নিকট বশ্যতা, অর্জ্জুন

সংখ্যা।	বিষয়
৪৫।	ঠাণ্ডা মেজাজ, চক্ষের ব্যবহারে
৪৬।	ঠোঁটে তেল, মিষ্ট বাক্যের জন্য
৪৭।	ডাকার মতন ডাকা, ভিক্ষুকের
৪৮।	তর্কে ধীরতা, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী
৪৯।	তীব্র জনহিতেচ্ছা, কলম্বস
৫০।	তৃষ্ণার জল, সার ফিলিপ সিড্নি
৫১।	ত্যাগী কে? সন্ন্যাসীর উক্তি
৫২।	ত্রুটিস্বীকারে মহত্ত্ব, ওয়াশিংটন
৫৩।	দান, আসফ-উদ্দৌলার
৫৪।	দুর্ব্বলের রক্ষা, বার্কেন হেডে
৫৫।	দূরগামিত্ব, কার্য্যকারণের বিন্দু
৫৬।	দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, রাজা ও মেষপালক
৫৭।	দৃঢ় কর্ত্তব্য বুদ্ধি, নেলসন
৫৮।	ধনে সুখ নাই, অ্যাষ্টর
৫৯।	ধর্ম্মজ্ঞান ও বিনয়, কাজী আবু ইয়ুসুফ
৬০।	ধর্ম্মব্যাখ্যা, পুনরুক্তির প্রয়োজন
৬১।	নিখুঁত কার্য্য, প্রধান মন্ত্রীর
৬২।	নিখুঁত হিন্দু বিচারক, রামশাস্ত্রী
৬৩।	নির্ভয়, জুলিয়স সীজর
৬৪।	নিরহঙ্কার, খলিফা ওমরের
৬৫।	নিরহঙ্কার, সোলেমান ফার্শী
৬৬।	নীরব দান, বিশপটেলরের কথা
৬৭।	ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, গ্যাসকইন
৬৮।	নির্লোভ, কুটীরবাসীর

সংখ্যা। বিষয়

৬৯। পণ্ডশ্রম, খুঁৎ দেখায়
৭০। পণ্ডিতের সম্মান, হিন্দু মুসলমানের
৭১। পদগর্ব্ব, মার্কিণ করপোরালের
৭২। পদগর্ব্ব, রুসীয় মেজরের
৭৩। পরচর্চ্চার কারণ, কাজের অভাব
৭৪। পরনিন্দা, বাহ্য উপাসনাকারীর
৭৫। পরার্থ জীবন, আস্তর
৭৬। পরার্থ জীবন, হাতেমতাই
৭৭। পরীক্ষার দিন, জিরেন
৭৮। পরোপকারের সুখ, রামদুলাল সরকার
৭৯। পবিত্রতার উপায়, ঈশ্বর স্মরণ
৮০। পিতার যশ, ভদ্রতায় ··
৮১। পিতার সেবা, আস্কালনের বণিক
৮২। পুরুষকারে বিশ্বাস, নেলসন
৮৩। প্রকৃত অভাবের অনুপলব্ধি, ধর্ম্মের ষাঁড়
৮৪। প্রজার সুপালন, গবর্ণর চ্যাং
৮৫। প্রধানতম অভাব, সৎসঙ্গের
৮৬। প্রফুল্লচিত্ত, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি
৮৭। বদরীকাশ্রমের রাস্তা, সূর্য্যমল
৮৮। বশ্যতা এবং মহত্ব, গ্রাণ্ড ডিউক আলেকৃসিস
৮৯। বালকের বীরত্ব, হ্যাভেলক
৯০। বিদ্যার গৌরব, বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস
৯১। বিনয়, বৈষ্ণবের
৯২। বিপদে রাম নাম, রাজবৈদ্যের

সংখ্যা। বিষয়

৯৩। বিবেক বুদ্ধি, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের

৯৪। বিশ্বাস, ইংরাজ বালকের

৯৫। বিশ্বাসের আকর্ষণ, মিঃ ফক্স

৯৬। বৈরাগ্যের সাধনা, সর্ব্বদয়াল স্বামীজী

৯৭। ব্রাহ্মণ বিধবা, শূলপানির কন্যা

৯৮। ভক্তিমানের নম্রতা, ৺গণদেব

৯৯। ভগবৎ আরাধনা সহ চেষ্টা, দুইটী ছাত্র

১০০। ভগবানের চাকরী, ৺ চন্দ্রনাথ বসুর

১০১। ভ্রম নিরসন, ৺বঙ্কিম বাবুর

১০২। ভারতবাসীর প্রীতি, অপক্ষপাতে

১০৩। ভালবাসার সম্মান, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১০৪। ভালবাসায় সত্যনির্ণয়, কাজীর বিচার

১০৫। মদ্য অপেয়, ডাইওজিনিসের কথা

১০৬। মনিবের ভালবাসা, তারাকান্ত

১০৭। মনঃ সংযোগ, নিউটনের

১০৮। মনুষ্যের জ্ঞানের অল্পতা, নিউটন

১০৯। মহত্ত্ব, প্রিন্স বাসরুদ্দিন

১১০। মাতৃভক্তি, মিঃ ওল্ডহ্যাম

১১১। মানবহিতকর জীবন, শেখ সাদি

১১২। মায়ার খেলা, শ্রীকৃষ্ণ নারদ সংবাদ

১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা, পরাসিগ্নি

১১৪। রাজভক্তি, জাপানী খুনীর

১১৫। রাজভক্তি, পঙ্ককোটে

১১৬। রাজার নিন্দা, পাগলামী

সংখ্যা। বিষয়
১১৭। রাঁকা এবং বাঁকা, নিষ্কাম ভক্তি
১১৮। লক্ষ্মীশ্রীর কারণ, মধুসূদন পাল
১১৯। লোভের প্রাবল্য, ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি
১২০। আদর্শ উকিল, ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২১। শক্তির বৃদ্ধি, উৎসাহে
১২২। শক্তিহানি, মহারাষ্ট্রীয়ের
১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ, সাকসন বিশপ
১২৪। শিক্ষায় একাগ্রতা, অর্জ্জুন
১২৫। শ্রুতিধর, ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
১২৬। সৎপথেই শান্তি, ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়ান
১২৭। সতীর ধন, সর্ব্বত্রই এক
১২৮। সত্যবাদী, বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থী
১২৯। সত্যরক্ষা, রাজকিশোর চৌধুরি
১৩০। সত্যাচরণ, ব্রাহ্মণ কুমার
১৩১। সদভ্যাস, ৺শিবশঙ্কর সিংহের
[সদ্বয়ের শক্তি সঞ্চয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়] ১
১৩২। সন্তানের শিক্ষা, ইংলণ্ডের রাজ সংসারে
১৩৩। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, কপোত এবং উদাসীন
১৩৪। সরল বিশ্বাস, বালকের পত্র
১৩৫। সহধর্ম্মিণী, স্কুলের পণ্ডিতের
১৩৬। সময়ের মূল্য, ওয়েলিংটনের উক্তি
১৩৭। সময়ের মূল্য, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
১৩৮। সাহস ও বিশ্বাস, ভক্তের
১৩৯। সংযম এবং স্বাবলম্বন, মার্কিন যুবকের

সংখ্যা।	বিষয়
১৪০।	সংযমে সাহায্য, নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা
১৪১।	সহানুভূতি, আব্রাহাম লিনকনের
১৪২।	সহানুভূতি, কেরাণী পদ্মলোচন
১৪৩।	সহানুভূতি, মহাত্মা মহম্মদের
১৪৪।	সহানুভূতির নির্ভীকতা, বালকের
১৪৫।	সহানুভূতির সুখ, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা
১৪৬।	সাধারণের কার্য্য ও বন্ধুত্ব, ওয়াশিংটন
১৪৭।	সাধুর কার্য্য, ধর্ম্মোপদেশ দান
১৪৮।	সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী, মেরী
১৪৯।	সেবকের দাবী, মোগল সৈনিক
১৫০।	সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, রাজ পুত্রের
১৫১।	সৌভ্রাত্র, রঘুমণি বিদ্যারত্ন
১৫২।	স্ত্রীশিক্ষা, প্রকৃত
১৫৩।	স্বজাতি পালনেচ্ছা, ইংরাজের
১৫৪।	স্বজাতি প্রেম, শ্রীরামপুরে দিনেমার
১৫৫।	স্বদেশভক্তি, বৃদ্ধ ইংরাজের
১৫৬।	স্বধর্ম্মী প্রেম, পারেল বিদ্যালয়
১৫৭।	স্বাবলম্বনের উপদেশ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৫৮।	হিন্দুর রাজভক্তি, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে
১৫৯।	ক্ষমা, সার ওয়াণ্টার র‍্যালে
১৬০।	ক্ষিপ্রকারিতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

সদালাপ।

১। সদ্ব্যয়ের শক্তিসঞ্চয় ৺ ভূদেব বাবুর।

১৮৭১ অব্দে যখন পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন "তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে!" এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের দুর্গোৎসব হয় না কেন?" ভূদেব বাবু বলেন "ঠাকুরঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণ ভোজন, এ সবই হয়; তবে প্রতিমা আনা বা ঢাক ঢোল বাজান বা যাত্রা গান হয় না; ও গুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়।"

তেইশ বৎসর পরে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যে দেড় লক্ষাধিক টাকা দান পূর্ব্বক বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত করিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"ব্যয় সঙ্কোচ দ্বারা এমন কি তোমাদের দুর্গোৎসবের সময়ে ঢাক ঢোলের যাত্রা গানের টাকাও বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্যভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল একথা যেন পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে শক্তির অপব্যয়

করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা বাকী থাকে না।"

২। অচৌর্য্য ইব্রাহিম আধম।

সাধু ইব্রাহিম আধম দেশ ভ্রমণ কালীন কোন এক ধনীর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে সাধু বলিয়া চিনিতে না পারায় বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ধনী তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। সাধু মালীগিরি করিতে স্বীকৃত হইয়া একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন উদ্যানস্বামী দুইচারি জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইয়া ইব্রাহিমকে কতকগুলি মিষ্ট দেখিয়া আম্র পাড়িয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সাধু আদেশ মত কতকগুলি আম্র পাড়িয়া আনিলেন, কিন্তু সকলগুলিই টক হইল। উদ্যানস্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এতদিন বাগানে আছ, মিষ্ট আর টক চিনিলে না?" সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি বাগান রক্ষা করিবার জন্য আমায় এখানে স্থান দিয়াছেন; ইহার ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ত অধিকার দেন নাই। আপনার বিনা অনুমতিতে কিরূপে ইহার ফল ভক্ষণ করিব, এবং ভক্ষণ না করিলে কিরূপে টক বা মিষ্ট বুঝিতে পারিব?" উদ্যানস্বামী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এত কালের মধ্যে ইহার একটী ফলও খাও নাই?" সাধু নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "না।"

৩। অধ্যবসায় বোপদেব।

বোপদেব দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির যাদববংশীয় মহারাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। (১২৬৯ খৃঃ)।

কথিত আছে যে ব্যাকরণ পাঠকালে তাঁহার ঐ শাস্ত্র বড়ই অপ্রিয় ও কঠিন বোধ হইত এবং পাঠ প্রস্তুত হইত না বলিয়া তিনি শিক্ষক

কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। একদিন অতিরিক্তরূপে তিরস্কৃত হইলে হতাশ হইয়া তিনি পাঠত্যাগের সঙ্কল্প পূর্ব্বক একটী নদীর ঘাটে বিষণ্ণ মনে গিয়া বসিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকেরা যেস্থলে প্রত্যহ তাঁহাদের কলসী রাখিয়া স্নানার্থ নদীতে নামেন সেই সেই স্থলে বাঁধা ঘাটের পাথরের টালিতে একটা করিয়া গর্ত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল "যখন মাটির কলসীর পুনঃ পুনঃ সংস্পর্শে পাথর ক্ষয় হইয়া যায়, তখন ক্রমাগত চেষ্টায় তিনিই বা কেন ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিবেন না।" তিনি এবারে এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ নামক ব্যাকরণ পরোপকার জন্য লিখিয়া তবে ছাড়িলেন। তাঁহার রচিত কামধেনু, হরিলীলা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও আছে।

৪। অনুশীলন সত্যরক্ষা।

মেকলে সাহেব বাঙ্গালীদের মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া লিখিয়াছেন, "ইহারা লম্বা লম্বা কথা বলিয়া আশা দেয় এবং তাহার পর মোলায়েম ভাবে তাহা না করার কারণ দর্শায়"—[লার্জ প্রমিসেস্ অ্যাণ্ড স্মুথ এক্সকিউজেস্]। সাধারণতঃ এই কথা সত্য নহে, কিন্তু একথা যখন কেহ বলিয়াছে তখন প্রত্যেক ভারতবাসীরই নিজের নিজের জীবনে এই নিন্দাকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা করিয়া দেওয়া উচিত। সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।

(১) কোন একটা ভাল ফল বা দ্রব্য ৺জগন্নাথকে বা ৺বিশ্বেশ্বরকে সমর্পণ করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার না করার ব্রত দৃঢ়ভাবে পালনে সত্যের অভ্যাস হয়। প্রাচীনেরা ইহা করিতেন।

(২) সৌখিন বিদেশী জিনিস এবং বিদেশী বস্ত্র ঐরূপ ত্যাগ করার ব্রত অনেকে পালন করিতেছেন। যাহারা দেবমন্দিরে গিয়া বিদেশী

বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করিতেছে না তাহাদের মত লোককে দেখিয়াই মেকলে সমগ্র জাতিটাকেই গালি দিয়াছিলেন।

(৩) কাহার জন্য কোন কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তাহা করিতেই হয়। না পারিলে তখনই বলিয়া রেহাই লইতে হয়। কেহ কেহ বলেন "ভদ্রতার খাতিরে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলাম।" কিন্তু অসত্যের সহিত ভদ্রতার কোন সম্পর্ক নাই।

(৪) চাঁদার খাতায় সহি করিবার পূর্ব্বেই ঠিক সময় মত টাকা দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে এবং তাহা পালন করিতে হয়। অসুবিধা বোধ হইলে বাকী মিটাইয়া দিয়া নাম কাটাইতে হয়। ঠিক সময়ে দেনা শোধ করা প্রয়োজন; সাধারণতঃ দেনা করিতেই নাই।

৫। অন্নদোষ রাজার গুরুর।

কোন সময়ে এক রাজার গুরু রাজার নিকটে আসিলে তাঁহাকে একখানি মাণিমাণিক্য খচিত আসনে বসান হয়। গুরু যে ঘরে রাত্রে শুইয়াছিলেন সেই ঘরে আসনখানি পাতা ছিল। হঠাৎ গুরুর মনে হইল, এই আসনখানি চুরি করিয়া পলাইয়া যাই। গুরু ইচ্ছাটা দমন করিলেন, কিন্তু অমন কথা মনে কেন উঠিল তাঁহার এই ভাবনা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা যখন আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন তখন গুরু বলিলেন "মহারাজ! কল্য রাত্রে আমি আপনার এই আসনখানি চুরি করিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু কখন ত আমার এ রকম মনে হইত না! তোমার এখানে অন্নদোষ কিছু হয় নাই ত?" রাজা অনুসন্ধানে ভাণ্ডারীর নিকট জানিলেন, যে, একজন চোর খুব ভাল চাউল চুরি করিয়াছিল। চোরের সাজা হওয়ার পর, বাদী বহুকাল পর্য্যন্ত চাউল লইয়া না যাওয়ায়, তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। এবং

রাজভাণ্ডারের জন্য ক্রয় করা হয়। উৎকৃষ্ট ও পুরাতন সেই চাউলের অন্ন রাজার গুরুকে দেওয়া হইয়াছিল।

দুষ্ট লোকের সংসর্গে শারীরিক রোগের বীজাণুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম-ভাবে মানসিক ব্যাধিও দ্রব্যে ও মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা এখনও বুঝেন নাই। কিন্তু আমাদের মহাযোগী সূক্ষ্মদৃষ্টি শাস্ত্রকারেরা অন্নদোষ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

৬। অবিশ্বাসে ক্ষোভ মূরের।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪) আলজিরীয় মূর সিপাহী বা "টর্কো" সৈন্য অসম সাহস প্রকাশ করিয়াছিল। আরগোনের একটা যুদ্ধে শত্রুর গুলিবৃষ্টিতে উহাদের শতকরা ৯০ জন মারা যায় তথাপি উহারা অগ্রসর হইতে নিবৃত্ত না হইয়া অবশেষে জর্ম্মণ লাইন সঙ্গীনের আঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল। এই কথার উল্লেখে আলজিরিয়ার ফরাসী গভর্ণর রাজ-ভক্ত, ফরাসী ভাষায় সুশিক্ষিত এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র কোন সম্ভ্রান্ত মূরকে জিজ্ঞাসা করেন "যদিই জর্ম্মণেরা কোনরূপে আলজিরিয়ায় প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনারা কি করিবেন?" গভর্ণর সাহেবের আশা ছিল যে মূর বলিবেন যে উহাঁরা আবালবৃদ্ধবনিতা ফ্রান্সের প্রাধান্য রক্ষা জন্য মূর সিপাহীদের ন্যায়ই লড়িবেন। মূর নিরুত্তর রহিলেন। গভর্ণরের মনে হইল, তবে বুঝি ফ্রান্সের বিরোধী কোন দলের কথা ইনি জানেন! তখন তিনি বলিলেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে মনের কথা বলুন "যাহা বলিবেন তাহা প্রকাশিত হইবে না।"

মূর বলিলেন "জর্ম্মণেরা আসিয়া পড়িলে আমরা 'স্বগত' (ওয়েল্‌কম্) বলিয়া উহাদিগের নিকট টাউন হলে অভিনন্দন পাঠ করিব।" গভর্ণর সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া মূরের মুখের দিকে চাহিলে

তিনি বলিলেন "বিশ্বাস করিয়া কি সাধারণ মূরকে অস্ত্র রাখিতে দিয়াছেন? ভলন্টিয়ার দলে লইয়াছেন? অথচ আপনারা দেখিতেছেন যে বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র এবং উৎসাহ দিলে এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলে, এই সাধারণ মূরই আপনাদের "টর্কো সৈন্য"রূপে কত বড় সহায়! অভিনন্দন পাঠ করান ছাড়া আর কিছুই কি এত বৎসরে আমাদের শিখাইয়াছেন?"

৭। অশুচি ক্রোধে।

একজন যোগী কোন নদী তীরে একটী ঝোপের ভিতরে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন চণ্ডাল তথায় আসিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল। জলের ছিটা ঝোপের ভিতর যোগীকে লাগায় তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাপড় কাচা থামাইতে বলিলেন; চণ্ডাল কার্য্যে একাগ্র ছিল, ঐকথা শুনিতে পাইল না। যোগী ক্রোধান্ধ হইয়া চণ্ডালকে প্রহার করিলেন। চণ্ডাল অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

যোগী ইহার পর শুচি হইবার জন্য স্নান করিলে, চণ্ডালও স্নান করিল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্নান করিলে কেন, তুমিত আর আমার স্পর্শে অশুচি হও নাই?" চণ্ডাল বলিল, "আপনার ভিতরে হঠাৎ ঢুকিয়া আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি করাইয়া যে উগ্রচণ্ড ক্রোধ আপনারই হাত দিয়া আমাকে এই মাত্র ছুঁইয়াছিল সে যে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণ অশুচি!"

৮। অসম সাহস দয়ার্দ্রের।

কোন সময়ে ইটালী দেশের আডিজ নামক নদীতে অভূতপূর্ব্বরূপ প্রবল বন্যা আসায় ভেরোনা নগরস্থ পুলের দুই দিক ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়। ঐ পুলের মধ্যস্থলে একটি ছোট ঘরে টোল আদায়কারী সপরি-

বারে বাস করিত। প্রতি মুহূর্ত্তেই মধ্যের কয়টি খিলান পড়িয়া যাইবে এবং ঐ ব্যক্তি সপরিবারে নদীর গর্ভে বিনষ্ট হইবে এইরূপ বোধ হইতেছিল। তীরস্থ জনসমূহের মধ্যে একজন দয়ালু ব্যক্তি বলিলেন "যদি কেহ ইহাদের উদ্ধার করিয়া আনে তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই অগ্রসর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দরিদ্র ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সেই বিপদসঙ্কুল স্থলে গেলে, টোল আদায়কারী সপরিবারে রজ্জু অবলম্বনে নৌকায় নামিল এবং ঈশ্বরের কৃপায় উদ্ধার পাইল। অল্প পরেই পুলের সেই স্থানটাও ভাঙ্গিয়া পড়িল! দয়ালু ধনী ব্যক্তি অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিতে গেলে, সেই দরিদ্র শ্রমজীবী পুরস্কার লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল "আপনিত দেখিয়াছেন যে টাকার লোভে কেহই ঐ সঙ্কট স্থলে যাইতে চাহে নাই। আমি যে গিয়াছিলাম, তাহা টাকার লোভে নয়—মনের আবেগে।"

৯। অসুবিধা   মার মুখোর।

কোন স্কুলের শিক্ষক সর্ব্বদাই ছাত্রদের তর্জ্জন গর্জ্জন মারপিট করিতেন—ছেলেরা তাঁহাকে বড়ই ভয় করিত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভয়েই সব কাজ হয় এবং ভয় দেখাইয়াই তিনি ছেলেদের শিখাইয়া লইবেন।

এক দিন তিনি কোন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কে করিয়াছেন?" ছেলেটী কথটা ভাল শুনিতে না পাইয়া অর্থ বা উহার অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া মনে করিল, মাষ্টার মহাশয় কাহার কৃত কোন অপরাধের সম্বন্ধে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং এখনই দুচোক-ব্রত মারিতে আরম্ভ করিবেন। সে দেখিয়াছিল যে দোষ স্বীকারে কম মার হয়; সুতরাং একান্ত কাতরভাবে বলিল "আজ্ঞা আমিই করিয়াছি; আর কখন করিব না।"

১০। অহংভাবের নিঃশেষ ইব্রাহিম আধম।

বালখের রাজা ইব্রাহিম আধম যে পীরের বা গুরুর সেবক হইয়াছিলেন তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অনেক অতিথির সমাগম হইত। মন্ত্রগ্রহণাভিলাষী সেবকদিগকে গুরু ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার দিতেন। রাজার উপর নিরহংকারের উপদেশসহ তিনি কাঠ কুড়াইবার ভার দিলেন। বহু বৎসর অতীত হইলেও গুরু ইব্রাহিমকে মন্ত্রদান করিলেন না। একদিন শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর রাজা কাঠের বোঝা নামাইবামাত্র গুরুর উপদেশ মত রন্ধনশালার অধ্যক্ষ রাজার আনীত কাঠের দোষ ধরিয়া তাঁহার গালে সজোরে চপেটাঘাত করিলে ইব্রাহিম হেঁটমুণ্ড হইয়া বলিলেন, "আমি আজ বাল্‌খে থাকিলে কখনই এরূপ করিতে না।"

গুরু সময়ান্তরে সকল কথাই শুনিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে ইব্রাহিম একদিন পীরকে বলিলেন, "প্রভো! অনেকদিন অতীত হইল কিন্তু আপনি অদ্যাপি আমাকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন না।" পীর কহিলেন, "বেটা, তোমারে বদনমে আব্‌ভি বাল্‌খকা বু হ্যায়।" অর্থাৎ "বৎস! তোমার শরীরে এখনও বাল্‌খের গন্ধ আছে—পূর্ব্বেকার রাজত্বের অভিমান নিঃশেষ হয় নাই। তখন ইব্রাহিমের সেই চপেটাঘাত-রূপ কঠোর পরীক্ষার কথা মনে পড়িল; তিনি অধোবদন হইয়া রহিলেন।

ইব্রাহিম ছত্রিশ বৎসর পীরের সন্নিধানে বাস করিয়া তাহার পর ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ঝাড়ুদারের কার্য্যও করিয়াছিলেন, এবং শেষে মেথরের পদাঘাতেও বিচলিত হন নাই। গুরু যখন দেখিলেন জমি সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে তখন তিনি বীজ দিলেন।

এখন সকলেই নিজেকে রাজর্ষি জনকের ন্যায় উচ্চাধিকারী মনে করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার গল্প করিয়া থাকেন। গুরু সেবার, সংযমের, রিপু-দমনের প্রয়োজনই দেখেন না।

১১। আত্মপরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত লয়েছ।

সাধু লয়েছ রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রদীপের শিষের উপর বারংবার আপনার অঙ্গুলি রাখিতেন আর বলিতেন, "পাপিষ্ঠ! অমুক দ্রব্য আজ কেন স্পর্শ করিয়াছ? ঈশ্বরের নিষিদ্ধ অমুক কর্ম্ম আজ কেন করিয়াছ? তাহার শাস্তি-গ্রহণ কর।" আর্য্যশাস্ত্রের বিধান মতে ব্রাহ্মণকে ত্রিসন্ধ্যায় আত্ম পরীক্ষা করিতে, সকল দোষের (যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি) স্মরণ করিতে এবং তাহা ছাড়িবার জন্য তীব্র ইচ্ছা (সত্যজ্যোতি পরমাত্মার স্মরণে) করিতে হয়।

১২। আত্মোৎসর্গ যোগেন্দ্রনাথ।

কলিকাতার জেলেটোলা নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নবীন এটর্ণি। একদিন অনেকগুলি সমবয়স্ক যুবকসহ কোন্নগরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন গঙ্গায় একটানা স্রোত বহিতেছিল। সকলেই জলে নামিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। একজন বেশী জলে গিয়া জলে পড়িয়া "গেলাম গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিলেন। জল-মগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক; ভীতব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় জড়াইয়া ধরিলে দুজনকেই ডুবিতে হয়; এই ভয়ে অপরে সেদিকে গেল না। একা যোগেন্দ্রনাথই সন্তরণ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ভাসাইয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে তীর হইতে নৌকা পাঠান হইয়াছিল; সে ব্যক্তি ভয়ে তাড়াতাড়ি করিয়া যোগেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পা দিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়ে। যোগেন্দ্রনাথ তলাইয়া গেলেন! (১৯১০)।

১৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা আংশিক।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পূর্ণতা এবং চিরকুমার সন্ন্যাসী খৃষ্টে "গৃহস্থের" সম্বন্ধে আদর্শের অপূর্ণতা এবং ইউরোপীয়ের সেই আদর্শেরও প্রতি ভক্তির হ্রাস দেখাইয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা আংশিক এবং পতনপ্রবণ।

আধুনিক জর্ম্মণ লেখকেরা বলিতেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিজীত ইহুদীর মধ্যে উদ্ভূত দাসের ধর্ম্ম! প্রীতি ও সাম্য এবং দয়া উহাঁদের চক্ষে মানসিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন। সমাজের ঐহিক সুবিধাই সারাৎসার; দুর্ব্বলের মরণেই মঙ্গল;—ইউরোপে এই সকল অধর্ম্ম্য ভাবের প্রাবল্য হইতেছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব সার হার-কোর্ট বটলার সাহেব মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছেন (১৯১৬)—'যখন আমি ভাবি যে ইউরোপীয় সভ্যতা কিসে শেষ হইতেছে (হোয়াই ইট্ ইজ্ এণ্ডিং ইন্) তখন অবশেষে মহান্ হিন্দু আদর্শের উপরই ফিরিয়া আসা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না (ওয়ান ক্যান্ নট্ হেল্প ফলিং ব্যাক অ্যাটলাষ্ট অপন্ দি গ্রেট হিন্দু আইডীয়্যাল্স্)।'

ন দেবো সৃষ্টি নাশকঃ। রক্ত পরিপ্লুত ইউরোপখণ্ডেও হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ উচ্চাদর্শ স্থাপনের এবং অধিকতর শান্তির ব্যবস্থা শ্রীভগবান অবশ্যই করিবেন—ইহাতে কোন আস্তিক ব্যক্তির সন্দেহ নাই।

১৪। ইংরাজের মাহাত্ম্য মিঃ ফক্স্ ও নেপোলিয়ন।

যখন প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপ জয় করিয়া বার্লিনের ঘোষণা পত্র দ্বারা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ইয়ুরোপের সকল বন্দরই ইংরাজের বাণিজ্য পোতের পক্ষে রুদ্ধ করিলেন, তখন পৃথিবীতে তিনিই ইংরাজের

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। তখন একজন ইয়ুরোপীয় গুণ্ডা ইংরাজ মন্ত্রী মিঃ ফক্সের নিকট প্রস্তাব করে যে সে পুরস্কার পাইলে নেপোলিয়ানকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবে। মিঃ ফক্স ঐ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া উহাকে বিদায় দেন এবং ঐ ষড়যন্ত্রের কথা ফরাসী মন্ত্রীকে জানাইয়া দেন। ইংরাজের উন্নতি তাঁহার নেতাদিগের চরিত্রবলেই ঘটিয়াছে।

১৫। ইংরাজের সৌভ্রাত্র — মিঃ গ্যারেট।

মিঃ এ ডবলিউ গ্যারেট সাহেব বাঙ্গালায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকাকালে তাঁহার আফিসের হেডক্লার্ক একদিন তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আজও বিবাহ করেন নাই কেন?" সাহেব উত্তর দেন "আমরা দুই ভাই। আমার জ্যেষ্ঠের ছেলে মেয়েতে পাঁচটী। বংশের মর্য্যাদা রক্ষার অনুরূপ লেখাপড়া শিখাইবার মত আয় তাঁহার নাই। আমিই উহাদের শিক্ষার সাহায্যে টাকা পাঠাই। আমি বিবাহ করিয়া ঐ সাহায্য বন্ধ বা কম করিলে উহাদের ভাল শিক্ষা হইবে না। বংশগৌরব নষ্ট হইবে।"

১৬। উচ্চ ফকীরী মত — অদ্বৈতবাদ।

সন্ন্যাসী এবং ফকীরদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনায় উচ্চতা লাভ করেন নাই, যাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাণ বা অতি অল্প মাত্রায় বৈরাগ্য আছে—তাঁহারা সাধারণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থদিগের সমাজ সম্বন্ধীয় গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা গৃহে যাহা ছিলেন, গেরুয়া বা আলখাল্লা বা কৌপীন পরিধান করিলেও বাহিরে তাহাই আছেন।

কিন্তু সাধনমার্গে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসী বা মুসলমান ফকীরে ভিন্ন ভাব নাই। উহাঁদের ছেলে মেয়ের বিবাহ নাই,

সামাজিক ভোজ নাই এবং ভিক্ষালব্ধ সামান্য নিরামিষ ভোজ্য মাত্র আহার। মতবাদ এবং সাধনের পথও অবিকল এক। মুসলমান সমাজে সুফিমতের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা আলি। উহাঁর বংশীয় ইমামেরাই ফকীরী মতের গূঢ় মন্ত্রদাতা ছিলেন।

মনঃসংযোগ জন্য মুসলমান ফকীরও নাসাগ্রে বা ভ্রূ মধ্যভাগে দৃষ্টি রাখিয়া আল্লা নাম জপ করেন; কেহ কেহ বা নিবদ্ধ দৃষ্টি হইবার জন্য সম্মুখে কোন দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে ঐশ্বরিক আলোক দেখেন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটা উহাঁদের মৌলবিরা বুৎপরস্তি (পৌত্তলিকতা) বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধকেরা, যাঁহারা ঐ উপায়ে মনঃসংযোগ মাত্র শিখিয়া উন্নত হন তাঁহারা, উহাতে দোষ দেখেন না। উচ্চ মুসলমান সাধকেরা বলেন হিন্দুর ইষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবানের চিন্তা পূর্ব্বক মনঃসংযোগ করার অভ্যাসের যথেষ্ট উপকারিতা আছে! হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেরই প্রথম হইতেই নিরাকারে বদ্ধলক্ষ্য হওয়া কঠিন হয়। ফলতঃ যাঁহার মনে উজ্জ্বল অপার্থিব ইষ্টমূর্ত্তি স্থির ভাবে থাকে তাঁহার ঐ মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দে বিলীন করিয়া দিলেই খুব সহজে কার্য্যসিদ্ধি—সমাধির সুখলাভ—হইয়া যায়। তখন হইতে উহাঁরা সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা সুস্পষ্টই দর্শন করিতে থাকেন; তখন অগ্রাহ্যের জিনিষ কিছুই থাকে না। বিশ্বাত্মা বিশ্বের সকল স্থলে ও দ্রব্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকেন।

সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের ফকীরগণ হৃদয়ে, বা ভ্রূ মধ্যে অনন্ত বিস্তারের, অনন্ত জ্ঞানের এবং অনন্ত আনন্দের ভাব সংযুক্ত আলোকের (নুর) বা আভাষের স্থাপনা করেন। অনন্ত বিস্তার ভাবিয়া আনন্দে বলেন "আহা!" এবং উহার ভাব হৃদয় মধ্যে রাখেন। ঐরূপে অনন্ত জ্ঞানের এবং অসীম আনন্দের উপলব্ধি পূর্ব্বক ঐ ঐ ভাব হৃদয়ে রাখেন। [বিরাটকে সভক্তিক

পূজার জন্য, ক্ষুদ্র মনুষ্যের উপযোগী করিবার জন্য, যেমন মূর্ত্তিতে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বব্যাপকের স্থাপনা করা হয় ইহা হৃদয় মধ্যে সেই ভাবেরই কার্য্য।] ইহাঁরা জীবাত্মাকে বলেন "রুহ্"; ব্রহ্মনির্ব্বাণকে বলেন "ফনা ফিল্লা"; অনন্তকে বলেন "লা ইন্তিহা"; একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা কেবল্ অর্থে বলেন "ওয়াহেদ" আনন্দ ইহাঁদের লক্ষ্য। ইহাঁরা নিজেদের হিন্দু মুসলমান হইতে পৃথক ধরেন এবং বলেন,—

কাফের কো কুফুর (পৌত্তলিকতা) ভালা; শেখ কো ইসলাম ভালা; হামকো দিল-আরাম (পরমানন্দ) ভালা।"

উপনিষদের উপদেশ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ"—সমস্ত জগতের উপর ঈশ্বরের আবরণ দিয়া দেখ; ফকীরগণও জাগতিক সকল দ্রব্যে এবং ব্যাপারে "সর্ব্বব্যাপকের" ভাব উপলব্ধি করিতে উপদিষ্ট। তিনিই সব, তিনিই সর্ব্বত্র, সকলই আনন্দময়—এই ভাব আনিয়া সর্ব্ব ভূতাত্মার এবং সর্ব্ব ব্যাপকের উপলব্ধি সন্ন্যাসী এবং ফকীর উভয়েই করিয়া থাকেন।

[কল্লার্ণব ইবাত্যন্ত পরিপূর্ণৈক বস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদাকুতঃ ॥]

উহাঁরা বলেন যে "আনায়েল্ হক" (=সোঽহং) শব্দ মুখে বলিবার কথা নয়। উহা সমাধিতে উপলব্ধ হইতে পারে। সে সময়টাত মৌনাবস্থা। সুতরাং উহা "উপলব্ধিরই" জিনিস। যখন জাগ্রত এবং দ্বৈতভাব সুপরিস্ফুট যখন উহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছ না তখন উহা "বলিবার" কোন অধিকার নাই। পূর্ণ প্রেমোন্মাদের, ভাব সমাধির, সম্পূর্ণ একত্র হওয়ার বা যোগের কথা। অপরোক্ষ (পরোক্ষ বা পরের দেখা যাহা নয়) ও নিজের অনুভূতির জিনিস। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সহজ কথায় বলিয়াছেন অবাঙ মনসো গোচর ব্রহ্মকে কেহ এঁটো করে নাই। মুখের

কথায় ঠিক বলিতে পারে নাই। কেহ কেহ প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত ঐ আনায়েল হক্ মন্ত্রের ধ্যান (হংস বা সোহং জপের ন্যায়) করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন "হাঁ আল্লার নাম জপ চেষ্টা করি।" অদ্বৈত ভাব প্রকাশক ফকীরী মতের একটী হিন্দী পদ আছে ;—

আপ্হি ভঠঠি, আপ্হি মহুয়া, আপহি চুলায়ন হারা।

আপহি পিয়ে মাতোয়ারা ॥

তিনিই ভাটি তিনিই মহুয়া তিনিই মদ্যের চোলাই কারক এবং তিনিই (সেই প্রেমসুধা) পানে মত্ত ॥

হাজী মহম্মদ উমর একজন ফকীর ; ইঁহার জব্বলপুরের নিকট বাড়ী ছিল ; ভগবানে নির্ভর করিয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। সাধনার কথায় সংস্কৃত এবং আরবী শব্দ দুইই ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে বুঝাইয়া দেন। "যাহা কিছু দেখ তাহাতেই তাঁহাকে আনন্দময়কে উপলব্ধি কর ; কিছুতেই মনে কষ্ট করিও না ; মন ঠাণ্ডা রাখ"—ইহাই সার উপদেশ।

উপাসনায় যদি পরাভক্তির বা পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ করিয়া না দেয় তাহা মৌখিক এবং বৃথা ইহা বুঝাইবার জন্য ফকীর সাহেব বলিয়াছিলেন, —"ওজু" (নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদ প্রক্ষালন) করিয়া মস্জিদে গিয়া তথায় মাথা নোয়াইয়া কি হয় ! জীবনে ত আত্মবোধ পাইলে না ; শুধু মরিলেই কি তাঁহাকে কোন একটা অজানা উপায়ে পাইয়া ফেলিবে।

ক্যা হোতা হ্যায় ওজুকিয়ে সে
ক্যা মস্জিদ্মে জানে সে ?
ক্যা হোতা হ্যায় নমাজ পঢ় কর
সির্ কো উহাঁ ঝুঁকানে সে ?
জীতে জীতো মিলা নহি
ক্যা মিলেগা উহমর জানেসে ?

জীবন্মুক্তিই মুক্তি। চিত্তশুদ্ধির পর কামনা নাশের পর আত্মজ্ঞান লাভেই জীবন্মুক্তি। যাহার সাক্ষী ভাবে নির্লিপ্ত ভাবে স্থিতি সে ব্যক্তি জীবনে মরণে মুক্ত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ন স্নানে ন দানেন প্রাণায়াম শতেন বা।" অর্থাৎ উহাতেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় না চিত্তশুদ্ধি মাত্র হয়। যোগযুক্ত হওয়ার জন্য সাধু ফকীরের উপদেশ একই। মৃত্যু-সংসার-সাগরে স্থিত মনুষ্যদিগের মধ্যে জীবন্মুক্তের সম্বন্ধে ফকীরী মত—

ইস দুনিয়া মে আকর ওহি এক জীতা হ্যায়।
যো জীতে জী মরযাওয়ে ওহি এক জীতা হ্যায়॥

ফকীর সাহেব মক্কা মদিনা দেখিয়া আসিয়া ছিলেন কিন্তু সেজন্য যেন একটু লজ্জিত। বলিলেন যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান সঙ্গে সঙ্গে আছেন তাঁহাকে খুঁজিতে বালকভাবে দূরদেশে গিয়াছিলাম। ব্যাসদেবেরও অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া ঐ ভাব :—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপ্তিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং যৎকৃতং॥

অর্থাৎ—হে ভগবন্! আপনি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা আমি আপনার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়াছি। হে অখিলগুরো! আপনি অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু স্তুতি দ্বারা আমি আপনার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিতে গিয়াছি। আপনি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তীর্থযাত্রাদির মাহাত্ম্য কথনে আমি আপনার ব্যাপ্তিত্বের সঙ্কোচ করিতে গিয়াছি। হে জগদীশ! এইরূপ বিপর্য্যয় দ্বারা আমি তিনটি দোষ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন।

১৭। উৎকর্ষের কারণ তন্ময়তা।

একদিন আকবর বাদসাহ গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেনের ভজনগীতে পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "তুমি এরূপ গান করিতে কোথায় শিখিলে?" তানসেন বলেন, "আমি অনেক ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে বহুবর্ষ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া শেষে স্বামী হরিদাসের পদপ্রান্তে অনেককাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝিয়াছিলাম যে, ভাবসঙ্গত গীত কাহাকে বলে।" আকবর সাহ তানসেনকে বলেন, "তোমার গুরুর গান শুনাইতে হইবে,—তিনি আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হন না? আমিই যাইব।" তানসেন বাদসাহকে স্বামিজীর আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং গুরুর চরণ বন্দনাপূর্ব্বক, বাদসাহকে লইয়া নিকটে বসিলেন পরে যথাসাধ্য উৎকৃষ্টরূপে একটী ভজনগীত গাহিলে, স্বামী হরিদাস গুন গুন করিতে করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ গানটী ধরিলেন। গান শুনিয়া বাদশাহ একান্তই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাদসাহের সেই গানটী আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল. তানসেন পুনর্ব্বার ঐ গানটী করিলে বাদসাহ বলিলেন, "তোমার গুরুর মত হইল না কেন বল দেখি?" তানসেন উত্তর দিলেন, "আমার স্মরণে ছিল যে আমি দিল্লীশ্বরকে গান শুনাইতেছি। কিন্তু স্বামিজীর যে ত্রিভুবনেশ্বরকে ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে ছিল না।"

১৮। উদ্যম নেপোলিয়ান।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিতেন যে "অসম্ভব" শব্দ তাঁহার অভিধানে নাই। যখন তাঁহার অফিসরেরা বলিলেন যে কামান লইয়া আল্পস্ পর্ব্বত পার হওয়া যাইবে না, তখন তিনি উত্তর দেন "আল্পস্ পর্ব্বত থাকিবে না।" তিনি সৈন্যদিগের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিমপ্লন

গিরিবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং কামান সকলও বহু আয়াসে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল। মনের ও শরীরের সমস্ত বল তিনি উপস্থিত কার্য্যের উপর ফেলিতেন। এমন দিনও গিয়াছে যখন একে একে তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার চারিজন সহকারী (সেক্রেটারী) ক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন, তিনি এক ক্ষণের জন্যও কার্য্য ছাড়েন নাই।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সর্ব্বদাই বলিতেন "দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেই প্রকৃত জ্ঞান নিহিত।" আমাদেরও শাস্ত্রোক্তি—"সাধনায় সিদ্ধি।"

১৯। উদ্যম সোয়ারো।

রুসীয় সেনাপতি সোয়ারো তাঁহার অদম্য উদ্যমে অনুচর সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি করিয়া দিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থেরা যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলিত। "জানিনা" শব্দ শুনিলেই তিনি "জানিয়া ফেল" কথা দুইটী এরূপ স্বরে এবং এরূপ ভাবে বলিয়া উঠিতেন যে অফিসরেরা এবং সৈনিকেরা প্রকৃতই সে বিষয় জানিয়া ফেলার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিত। "পারি নাই" শব্দ শুনিলেই তিনি সেই ধরণে বলিয়া উঠিতেন "চেষ্টা কর"। এবং তাহার পর বলিতেন সম্পূর্ণভাবে মন দাও নাই, তাই পার নাই; এবারে খুব মন দাও—অবশ্যই পারিবে।" তিনি সৈন্যদের বলিতেন "ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চল; কিন্তু বারুদ ভিজাইয়া ফেলিও না।" তাঁহার মতে নিরুদ্যমে বা অসাবধানতায় ভক্তিহীনতাই সূচিত করে, সুতরাং ভগবৎ কৃপা উহাতে পাওয়া অসম্ভব। ইংরাজী প্রবাদ বাক্যেও আছে—উদ্যমশীলকেই ভগবান সাহায্য করেন।"

২০। একমনে চেষ্টা প্রোফেসার হেনরী।

প্রিন্সটন কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষা বিধানের ঘরে প্রোফেসার হেনরী কয়েক মাস ধরিয়া একই বিষয়ের পরীক্ষা বিধান করিতেছিলেন। একজন সহকারী প্রোফেসার একদিন হাসিয়া বলিলেন "তুমি পাগল হইয়া যাইবে; ঐ পরীক্ষা বিধানের কথা ছাড়া আর কিছুই এখন তোমার মনে আসে না; তুমি অন্য বিষয়ে দুটা কথা কহিতেও পার না।" প্রোফেসার হেনরী উত্তর করেন "আমার খুড়া পেনিনসুলার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে যখন যে কাজ ধরিবে, তখন তাহার উপরই লক্ষ্যস্থির রাখিবে। যদি কোন শত্রুর কেল্লার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পথ করিতে হয় তবে দিবা রাত্র সকল তোপের গোলাবৃষ্টি যেন 'একই' স্থানে পড়িতে থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক; ছড়াইয়া গোলাবৃষ্টি করিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না।"

২১। একাই একশত লাটুর অভার্ণ।

লাটুর অভার্ণ ফরাশী গ্রেনেডিয়ার সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে অনেকবার পদোন্নতি দিতে চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি গ্রেনেডিয়ারের কাপ্তেনের অপেক্ষা উচ্চপদ কখন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। একদা ছুটী লইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতে গিয়া একাকী ফিরিবার সময় সংবাদ পাইলেন যে একদল অষ্ট্রীয়সৈন্য দ্রুতগতিতে একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আসিতেছে। ঐ পাহাড়ী পথের একস্থানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তাহার পাস দিয়া পথ। অভার্ণ ছুটাছুটী সন্ধ্যার সময় ঐ দুর্গে গেলেন যে দুর্গরক্ষীদের সাবধান করিয়া দিবেন এবং ফরাশী সৈন্যদলে সংবাদ দিবার জন্য উহাদের একজনকে পাঠাইবেন। গিয়া দেখিলেন যে দুর্গরক্ষী সকলেই পলায়ন করিয়াছে।

দুঃখে এবং ঘৃণায় অভার্ণ একাকীই দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রিশ জন সৈনিক ঐ ক্ষুদ্রদুর্গে সাধারণতঃ থাকিত। উহারা পলায়নের সময় বন্দুকগুলি বহনের কষ্টও স্বীকার করে নাই। অভার্ণ কিছু ভোজন করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া ৩০টী বন্দুক ভরিয়া ছাদের আলিসার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে অন্ধকারে যোদ্ধাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অষ্ট্রীয়দল অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ জন্য এতক্ষণ পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারের অপেক্ষায় ছিল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে লোক দেখা গেলে অভার্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত একে একে পাঁচ ছয়টি বন্দুক তুলিয়া ছুঁড়িলেন। ৪।৫ জন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইয়া পড়িল। দুর্গরক্ষীরা সজাগ আছে দেখিয়া অষ্ট্রীয় সেনাপতি রাত্রের আক্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রাতে একটী তোপ টানিয়া আনা হইল, কিন্তু পার্ব্বত্যপথটার এরূপ বক্র গতি যে তোপটাকে সুবিধামত বসাইতে গেলে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। অভার্ণ শীঘ্র শীঘ্র ভরা বন্দুকগুলি তুলিয়া অব্যর্থ সন্ধানে ছুড়িতে লাগিলেন। তখন ব্রিচলোডার বন্দুক বা টোটার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং অষ্ট্রীয়েরা মনে করিল বহুসংখ্যক লোক দুর্গরক্ষা করিতেছে। তোপটার মুখ ফিরাইয়া ভাল করিয়া বসাইয়া একবারও ছুঁড়িবার অবকাশ অভার্ণ দিলেন না। অনর্থক অনেকগুলি অষ্ট্রীয় গোলন্দাজ মারা পড়িল। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পাদাতসৈন্যদিগকে মই লইয়া দুর্গের উপর চড়াই করিতে হুকুম দিলেন। তিনবার চেষ্টা হইল কিন্তু তিন জনের অধিক পাশা পাশি থাকিয়া দৌড়িবার উপযুক্ত প্রশস্ত পথ না থাকায় দুর্গ অধিকার হইল না। বহুসংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইল। অভার্ণের বারুদের কমি পড়িল। তিনি সময়ের এবং দূরত্বের হিসাব করিয়া দেখিলেন যে পলায়িত দুর্গরক্ষকদিগের নিকট এতক্ষণে

ফরাশী সৈন্যদল সম্বাদ পাইয়া অষ্ট্রীয়দিগের দিকে যাত্রা করিয়া থাকিবে, সুতরাং পার্ব্বত্য পথ এখন অষ্ট্রীয়েরা দখল পাইলেও ফরাশী পক্ষের কোন ক্ষতি হইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি দুর্গ সমর্পণ করিতে পুনরায় ডাক দিলেন তখন অভার্ণ স্বীকার করিলেন যে ফরাশী ধ্বজা সহ দুর্গরক্ষীদের সশস্ত্র ফরাশীদলে গিয়া মিশিতে দেওয়ার স্বীকৃতি পাইলে পরদিন প্রাতে দুর্গ সমর্পিত হইবে। তখনই দুর্গ আক্রান্ত হইলে বারুদ প্রায় ফুরাইয়া যাওয়ায় আধ ঘণ্টায় উহা অধিকৃত হইত! পরদিন প্রাতে পার্ব্বত্য পথে দুর্গের সম্মুখে অষ্ট্রীয়ানসৈন্য দুই লাইনে দাঁড়াইল। মধ্যে একজনের যাওয়ার মত রাস্তা রহিল। তূর্য্যধ্বনির শব্দে ক্ষুদ্র দুর্গ-দ্বার খুলিবার পর দেখা গেল যে একটী মাত্র ফরাশী যোদ্ধা অনেকগুলি বন্দুকের আঁটি বাঁধিয়া তাহা ঘাড়ে করিয়া গুরুভারে অবনত কলেবরে ধ্বজাহস্তে আসিতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাপতি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর সকলে আসিতেছে না কেন?" অভার্ণ যখন বলিলেন "আমিই দুর্গাধ্যক্ষ এবং একাই সমস্ত দুর্গরক্ষী সেনা" তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একজন মাত্র লোকে একটা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দুইরাত্রি ও একদিন দুর্গটা রক্ষা করিয়া বহু সংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধাকে হতাহত করিয়াছে জানিয়া উদারহৃদয় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অভার্ণকে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং নিজের সৈন্যদের বলিলেন "ধন্য সেই দেশ যেখানে দেশ গৌরবের জন্য এরূপ অভূতপূর্ব্ব কার্য্যেও লোকে বুক বাঁধিতে পারে। —তোমরাও এমনি হও।" অষ্ট্রীয় সেনাপতি সমুদয় বন্দুকগুলিই বাহকদ্বারা অভার্ণের সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টি এই ঘটনা শুনিয়া পদোন্নতি লইতে অনিচ্ছুক অভার্ণকে "ফ্রান্সের সর্ব্ব প্রধান গ্রেনেডিয়ার" এই উপাধি দিয়াছিলেন এবং ১৮০০ অব্দে অভার্ণের রণক্ষেত্রে দেহান্ত হইলে হুকুম

দিয়াছিলেন যে গ্রেনেডিয়ার রেজিমেণ্টের খাতা হইতে উহাঁর নাম কাটা না হয়। প্রত্যহ প্রথমরাত্রে ঐ রেজিমেণ্টের সৈন্যদিগের হাজরি লইবার সময় (রোল কল) প্রথমেই অভার্ণের নাম ডাকা হইত এবং একজন গ্রেনেডিয়ার নিয়মিতরূপে বলিত "রণক্ষেত্রে অনন্ত যশের শয্যায় শায়িত।" এইরূপে অভার্ণের অসম সাহসের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার গ্রেনেডিয়ার গার্ড দলকে অতুলনীয় বিক্রমশালী করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

২২। একাগ্র লোকনায়ক ডরন্ ফোর্ড।

স্কটলণ্ডের উপকূলে এক দিন ঝড় বহিতেছিল। ঝড়ের জোরে একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ সমুদ্র তটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিতেছিল। তটে অনেক ধীবর দাঁড়াইয়াছিল, এবং জাহাজটীর আরোহী ও মাল্লাগণ অল্প সময়ের মধ্যেই ডুবিয়া মারা যাইবে উহাদের সকলেরই মনে এই কথা উদিত হইতেছিল; কিন্তু ঐ উত্তাল তরঙ্গে নৌকা লইয়া যাত্রীদিগকে রক্ষা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না।

কর্ণেল ডরন্‌ফোর্ড সাহেব তখন হাওয়া বদলাইবার জন্য ছুটী লইয়া ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঐ স্থানে আসিয়া ব্যাপার দেখিবামাত্র নিজের জুতা কোট এবং টুপি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া এক-খানি নৌকা ঠেলিয়া জলে ভাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং নৌকা চালাইতে ভাল না জানিলেও চীৎকার করিয়া বলিলেন কেহ আসিবে ত এস, নচেৎ আমি একলাই নৌকা লইয়া গিয়া লোকগুলাকে উদ্ধার চেষ্টা করিব!" উহাঁর সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিষ্ঠ ও নৌকাচালনে নিপুণ ধীবরেরা তখনই ছুটিয়া গিয়া উহাঁর অনুগামী হইল

এবং ঐ ইংরাজ অফিসরের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও একাগ্রতা প্রসূত লোকনায়কতার ক্ষমতায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইল।

২৩। কর্ত্তব্য জ্ঞান ভাগলপুরের চর্ম্মকার।

একদিন (১৯০০) ভাগলপুরের রাস্তার ধারে একজন চর্ম্মকার জুতা মেরামত করিতে বসিয়াছিল। কোন বিহারী কায়স্থ ভদ্রলোক উহাকে জুতা মেরামত করিতে দিলেন। চর্ম্মকার জুতার ছিন্ন অংশ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল "সাত পয়সা লাগিবে।" বাবুটী বলিলেন "এই প্রথম জুতা মেরামত করাইতেছি না; তিন পয়সাতেই এরূপ মেরামত হইয়া থাকে।" চর্ম্মকার বলিল "বাবু সাহেব! খুব ভাল ও মজবুত সেলাই হইবে এবং সাত পয়সাই তাহার উচিত দর।" বাবু বলিলেন "তিন পয়সাই দিব—সেলাই করিতে হয় কর।" চর্ম্মকার গম্ভীর ভাবে বলিল "হাতের কাজ ফিরাইয়া দিব না এবং খারাপ করিয়াও কাজ করিব না; কাজ দেখিয়া সাত পয়সা দিতে ইচ্ছা হয় দিবেন; না হয় তিন পয়সাই দিবেন, এই কথাই ঠিক রহিল; চারটা পয়সা না হয় বাকীই থাকিবে।"

এ জন্মে বাকী থাকিবে এবং পর জন্মে চামারকে তাহার ন্যায্য বাকী চার পয়সা দিবার জন্য উহাঁকে আবার আসিতে হইবে; কর্ত্তব্যপরায়ণ চামার কাজ খারাপ করিবে না—এই ইঙ্গিতে বাবুটী স্তম্ভিত এবং শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। সকল বর্ণের ও শ্রেণীর মধ্যেই খুব উচ্চমনা লোক আছেন।

২৪। কর্ত্তব্য পরায়ণতা ইংরাজ কাপ্তেন।

ইংলণ্ডের উপকূলে একটী জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়া জাহাজ মগ্ন হওয়ার উপক্রমে ইংরাজ নাবিকবৃন্দের সুভদ্র নিয়মানুসারে পোতাধ্যক্ষ প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে ও পরে সবলকায় পুরুষযাত্রী-

দিগকে কতকগুলি নাবিকের সহিত নৌকাযোগে তীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট নাবিকদিগের প্রত্যেককে "কর্ক ভরা জামা" পরিয়া সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষার আদেশ প্রদান করিলেন। পোতাধ্যক্ষ স্বয়ং ঐরূপ একটি জামা পরিয়া জাহাজ হইতে জলে পড়িতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটি বালককে দেখিতে পাইলেন এবং বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? এতক্ষণ নৌকা করিয়া তীরে যাও নাই কেন?" সে বলিল "আমার ভাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না, আমি গোপনে জাহাজে উঠিয়াছিলাম এবং ধরা পড়িবার ভয়ে এতক্ষণ লুকাইয়াছিলাম।" পোতাধ্যক্ষ তখন ভাবিলেন "ইহাকে রক্ষা করিতে গেলে আমার প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হয়; আমার সন্তানগুলি অল্পবয়স্ক; আমার অভাবে তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, তথাপি স্ত্রীপুত্রের ভার জগদীশ্বরের হাতে দিয়া নিজের কর্ত্তব্য ত করি!" কাপ্তেন জামাটি খুলিয়া সেই বালকটিকে পরাইয়া তাহাকে জলে নামাইয়া দিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেনসহ জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ন হইল।

২৫। কর্ত্তব্য পালন নিষ্কাম।

মারষ্টনমূরের যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ সিড্‌নি আহত ও ভূপতিত হইলে একজন অশ্বারোহী সৈনিক তাঁহার প্রতি আক্রমণকারী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে ঘোড়ায় তুলিয়া দলের পশ্চাদ্ভাগে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল। সিড্‌নি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" ঐ সাহসী সৈনিক বিনীত ভাবে উত্তর দিল "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি ইহা পুরস্কারের জন্য করি নাই!" নাম না বলিয়াই সে যুদ্ধে ফিরিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও সিড্‌নি তাঁহার উপকারকের ঠিকানা কখনই করিতে পারেন নাই।

২৬। কর্ত্তব্যে নিমগ্নতা রুসীয় অফিসার।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সময়ে যখন রুসীয়া একাকী তুর্কী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তখন অবরুদ্ধ সিবাষ্টিপোল দুর্গ হইতে রুসীয় সম্রাট নিকোলাসের নিকট একটী বিশেষ সম্বাদ পাঠানর প্রয়োজন হয়। রুসীয় সেনাপতি একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রুসীয় কাপ্তেনের হাতে মোহর করা চিঠিখানি দিয়া বলিলেন "ইহা সম্রাটের নিজের হাতে দিও। দিবা রাত্রির মধ্যে পথে একটুও বিশ্রাম করিও না।"

তখন ঐ পথে প্রতি দশ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা ছিল। যত দ্রুতভাবে ঘোড়া দৌড়িতে পারে সেইরূপেই ঘোড়া দৌড় করাইয়া অফিসারটী শ্লেজ গাড়িতে দিবারাত্রি উত্তরমুখে চলিলেন। প্রত্যেক আড্ডায় দু এক মিনিটের মধ্যেই তথাকার সহিসেরা বলে "মহাশয় গাড়ি তৈয়ারি" আর অফিসার বলেন "দ্রুত চালাও।" কয়েক-দিন এইরূপে গিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া অফিসারটী সম্রাটের হস্তে পত্র দিলেন। তাহার পর আর মাথার ঠিক থাকিল না; তিনি সম্রাটের সমক্ষেই একখানা চেয়ারে বসিয়া মূর্চ্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পত্র পড়া শেষ হইলে সম্রাট দেখিলেন যে অফিসারটী চেয়ারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছে। উহাকে ডাকাডাকি করিয়া তুলিতে পারিলেন না—প্রহরিগণও টানাটানি করিয়া তুলিতে পারিল না। সকলে স্থির করিল "মরিয়া গিয়াছে" "মরিয়া গিয়াছে।" সম্রাট নাড়ী দেখিয়া এবং বুকের উপর কান দিয়া দেখিয়া বলিলেন "মরে নাই, নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" তাহার পর অফিসরটীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "মহাশয়! গাড়ী তৈয়ারি।" অফিসরটী তখনই বুক পকেটে যেখানে চিঠিখানি রাখিতেন সেই খানটা খুব চাপিয়া ধরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন "খুব জোরে হাঁকাও।"

কিন্তু চক্ষু চাহিয়া যখন দেখিলেন যে সামনে ঘোড়া বা কোচম্যান নাই, রাজপ্রাসাদে স্মিতমুখে দণ্ডায়মান সম্রাটের সামনে তিনি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, তখন লজ্জায় হেটমুণ্ড হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট ঐ কাপ্তেনের হাত ধরিয়া সমাদর করিয়া বলিলেন "জন্মভূমির এবং সম্রাটের কার্য্যে আগ্রহ এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা যতদিন রুসীয় অফিসর-দিগের শরীরে এইরূপ মজ্জাগত হইয়া থাকিবে ততদিন রুসীয়ার গৌরব কেহই ম্লান করিতে পারিবে না।"

২৭। কথার ঠিক সার উইলিয়াম নেপিয়ার।

একদিন ইতিহাস লেখক সার উইলিয়াম নেপিয়ার তাঁহার বাসা হইতে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে একটী বালিকা পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসায় বালিকা বলিল "হাত হইতে পড়িয়া মাটির জলপাত্রটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা বড় দরিদ্র, মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া মারপিট করিবেন। আপনি কি ইহা জুড়িতে জানেন?" সার উইলিয়াম বলিলেন "জুড়িতে জানিনা কিন্তু নূতন একটী কিনিবার জন্য অর্থ দিতে পারি।" কিন্তু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই নাই! তখন বলিলেন "কাল ঠিক এই সময়ে এইস্থানে আসিও আমি তোমাকে কিছু দিব। তোমার মাকে এই কথা বলিলে তিনি তোমাকে মারিবেন না।" পরদিন বহুকালের পরিচিত পরমাত্মীয় এক বন্ধুর পত্র আসিল যে তিনি দীর্ঘ প্রবাসে যাইতেছেন; নিকটবর্ত্তী সহরে সার উইলিয়ম তাঁহার সহিত যেন অবশ্য দেখা করেন। তখন দুইদিক রাখার সময় নাই। সার উইলিয়াম নিজেই সেই বালিকাকে কিছু টাকা দিতে গেলেন; বন্ধুর নিকট পত্রসহ লোক গেল।

অনেকে এস্থলে ঐ বালিকার জন্যই লোক পাঠাইতেন; কিন্তু

তাহাতে সম্ভবতঃ ঠিক স্থানের এবং ঐ বালিকাটীর সন্ধান না হইয়া উঁহার কথার ঠিক থাকিত না।

২৮। কপটীর উদ্ধার গদাধর ভট্ট।

পরম ভক্ত গদাধর ভট্টের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ করিবার জন্য অনেকে আসিত। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলকেই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত। এক ভক্তিহীন মোহন্ত তথায় গেলে ভট্টজী তাঁহাকে খুব আদর ও যত্ন করিয়া বসাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মন এরূপ কঠিন ছিল যে, ভট্টজীর কথকতায় অপর সকল শ্রোতাগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেও উহার চক্ষে জল আসিল না। তখন সে চাদরের এক কোণে বাঁধা লঙ্কার গুঁড়া চক্ষে রগড়াইয়া জল বাহির করিল!

ঐ কথা পরে কেহ ভট্টজীকে বলায় তিনি ঐ মোহন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তাহার মঠে গিয়া উহার সহিত দেখা করিয়া কোল দিলেন। বলিলেন, "আপনি ধন্য, ভগবানে প্রীতি আপনার আছে তাই আপনি কথাশ্রবণে গিয়াছিলেন; প্রেমাশ্রু বহা উচিত তাহাও জানেন। পূর্ব্বজন্মের কোনরূপ কর্ম্মফলে প্রেমাশ্রু বহিতে বিলম্ব হওয়ায় আপনি নিজের চক্ষুর উপর ক্রোধ পূর্ব্বক তাহাকে সাজাদিয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন!"

সরলমনা ভক্ত গদাধর ভট্টের কাহারও উপর—কিছুরই উপর—বিরাগ ছিল না। মোহন্তের কাপট্যের ভিতরেও যে "একটু" ভালর দিকে সূক্ষ্মভাবে টান ছিল সেইটুকু মাত্র ধরিয়া, দোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উহার উপকার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন।—শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্তও যে অতি অল্পেই তুষ্ট!

সে যাহা হউক, মহাত্মার স্পর্শে মুগ্ধ এবং তাহার মহা অপরাধটাও

ভাল ভাবে দেখায় একান্ত লজ্জিত মোহন্তের হৃদয় গলিয়া গেল এবং তিনি উচ্চস্বরে রোদন করিয়া মহাত্মার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

২৯। কর্ম্মের ক্ষয় ভোগে।

মাধবদাস নামক একজন ভক্ত ও জ্ঞানী সাধু ৺ পুরীক্ষেত্রে থাকিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব তাঁহাকে কৃপা করিয়া তাঁহার কুটীর মধ্যে কখন কখন দর্শন দিতেন। একদিন রাত্রে প্রভু দর্শন দিয়া বলিলেন—"মাধব! এস, জগন্নাথবল্লভ মঠের বাগান হইতে কাঁঠাল পাড়িয়া আনি।" বিস্মিত মাধব প্রভুর সঙ্গে বাগানে ঢুকিলে মালীরা শব্দ পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া মাধবকে গাছ তলায় ধরিল এবং অন্ধকারে না চিনিয়া বিস্তর প্রহার করিল। শেষে চিনিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল "সাধুজি! তোমার এই কীর্ত্তি।"

মাধব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই অপূর্ব্ব লীলার সম্বন্ধে ভাবিয়া কিছু ঠিক পাইল না। মালীদের আগমনকালেই তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন! মারের চোটে মাধবের ঘন ঘন আমরক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। মাধব কয়েক খণ্ড কৌপীনসহ সমুদ্রতীরে গিয়া পড়িয়া রহিল। মাঝে মাঝে কৌপীন ময়লা হইলে উহা কাচিয়া শুখাইতে দিত যখন দৌর্ব্বল্য এবং বেদনা জন্য আর উঠিতে পারে না, তখন দেখিল যে একখণ্ড কৌপীন ত্যাগ করিলেই তাহা কাচিয়া আনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু নিজেই উহার নিকটে রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিতেছেন। মাধবদাস বলিল "প্রভু আমার যাতনা কমাইয়া দিলেই ত হয়।" শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলিলেন "মাধব! তোমার মত ভক্তও 'ভোগেই কর্ম্মক্ষয়' ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতেছে না!" মাধবদাস বলিলেন, "প্রভু! আপনার এ কাজে আমার অপরাধ হয়।"

সদালাপ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সহাস্যবদনে বলিলেন "তোমার মত জ্ঞানীরও এত ভ্রম। আমার কাছে কোন কাজের কি ছোট বড় আছে? না আমার শ্রম বোধ হয়।"

৩০। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা দেওয়ান জয়প্রকাশ লাল।

জয়প্রকাশ লাল একান্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। গয়ার কাছারির একজন দয়ালু মুহুরির বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার পড়াশুনায় একাগ্রতা দেখিয়া ঐ মুহুরি দুবেলার আহার ভিন্ন এক পয়সা করিয়া প্রত্যহ খাবার খাইতে দিতেন। ঐ সময়ে গয়া স্কুলে গডফ্রে নামক একজন শিক্ষকও উহাঁর পড়াশুনায় আগ্রহ জন্য আদর ও যত্ন করিয়াছিলেন।

জয়প্রকাশ সাংসারিক অভাব জন্য ডুমরাওনে গিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইলে রাজকুমারকে হিন্দীশিক্ষা দেওয়ার জন্য ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। কয়েক মাস পরে জয়প্রকাশ মহারাজকে বলিলেন "কুমার কিছুমাত্র পড়াশুনা করেন না, সুতরাং আমার বেতন লওয়া অসঙ্গত; এদিকে আবার আমার আহারের সংস্থান নাই। সুতরাং অন্যকার্য্য দেওয়া হউক।" মহারাজা এই কথায় তুষ্ট হইয়া এবং বিশ্বাসী ভাল লোক বুঝিয়া উহাঁকে ৫০ টাকা বেতনে বিল সহি করিবার ভার দেন। যত খরচের টাকা মঞ্জুরি হইয়া বিল পাস হইয়া যাইত, তাহার সকলেরই উপর জয়প্রকাশের পরিদর্শনের এবং সহির ব্যবস্থা হইল। এক সময়ে সাত হাজার টাকার একটা বিল দুই বার পাস হইয়া যায়। সহি করিবার সময় জয়প্রকাশ উহা ধরিয়া ফেলেন। রাজসরকারের যে উচ্চকর্ম্মচারীর ঐ ভুল হইয়াছিল, তিনি বলেন যে তিনি ঐ সাত হাজার টাকাই জয়প্রকাশকে দিবেন; মহারাজ যেন ঐরূপ বিলপাসের খবর না শুনেন। জয়প্রকাশ লোভে বিচলিত না হইয়া এবং ঐরূপ ঘটনা অন্নদাতা মনিবের নিকট

গোপন রাখিতে অস্বীকার করিয়া এবং কাহারও নিন্দা না করিয়া মহারাজাকে হঠাৎ "ভুলে" দুবার বিলপাসের কথা বলেন। মহারাজা উহাঁর কার্য্যে ও ধরণে তুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ এবং মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন দেন। ইহাতে জয়প্রকাশলাল বলেন যে বেতন ৫০০ টাকা মাত্র দেওয়া হউক, কিন্তু সাবেক দেওয়ানেরা যেরূপ গ্রামের ইজারা পাইতেন উহাঁকেও সেইরূপ দেওয়া হউক।

একান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়া রাজকুমার রাজ্যভার পাওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়াই খ্যাত ছিলেন; কিন্তু দেওয়ান জয়প্রকাশের বুদ্ধি বলে সে বিষয়ে কোন গোলযোগ হয় নাই। সেজন্য দেওয়ানকে কয়েকখানি গ্রাম মোকররি দেওয়া হইয়াছিল। দেওয়ান রাজ্যের আয় হইতে এক কপর্দ্দকও অবৈধ উপায়ে লয়েন নাই; বা কাহাকেও পারগপক্ষে লইতে দেন নাই। তিনি মোকররির এবং ইজারার গ্রামগুলির কৃষির সর্ব্ববিধ উন্নতি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ আয় হইতে ধন-সঞ্চয় করিয়া অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫০ পঞ্চাশ হাজার বিঘা জঙ্গল ও পতিত জমি ব্রহ্মদেশে বন্দোবস্ত লয়েন এবং তথায় পরিশ্রমী বিহারী কৃষকদিগকে বাস করান। এই সকল উপায়ে তাঁহার বার্ষিক তহশীল প্রায় ২৷৷০ লক্ষ টাকা হয়।

তিনি বাল্যকালের উপকারী পূর্ব্বোক্ত মুহুরিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক টাকা দিয়া সাহায্য করেন এবং উহাঁর তীর্থ যাত্রার সমস্ত ব্যয় বহন করেন এবং উহাঁর সহিত দেখা হইলেই তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিতেন। এমন কি মহারাজার সভামধ্যেও তাহা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি গডফ্রে সাহেবের মেমকে মাসে মাসে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

৩১। কৃতজ্ঞের সমাদর লোকমানের মনিব।

সুপ্রসিদ্ধ লোকমান হাকিম প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন। একদিন তাঁহার মনিব একটী কাঁকুড় খাইতে গিয়া দেখিলেন যে উহা বিষম তিক্ত। তখন উহা লোকমানকে দিয়া বলিলেন "দেখ যদি একটু খাইতে পার।" মনিব মনে করিয়াছিলেন যে লোকমান একটু কামড়াইয়া আর খাইবে না। অম্লানবদনে লোকমান কাঁকুড়টীর সমস্তই খাইয়া ফেলিলে, মনিব জিজ্ঞাসা করিলেন "অত তিক্ত খাইলে কিরূপে?" লোকমান উত্তর দিলেন "আপনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাতে নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া মনেই হয় না; আপনার হাত হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি; আপনার দেওয়া একটা তিক্ত জিনিস সানন্দে গ্রহণ করিতে পারিব না!"

মনিব ভাল লোক ছিলেন এবং লোকমানের গুণে পূর্ব্ব হইতেই প্রীত ছিলেন। এই উত্তরে তিনি দেখিলেন যে দাস তাঁহাকে আভাষে অত্যুচ্চ ধর্ম্মোপদেশ দিল। ভগবানের অপার করুণার কথা এবং তাঁহার হস্ত হইতে সময়ে সময়ে দুঃখ পাইলেও তাহা অবিচলিতভাবে সহ্য করার প্রয়োজনীয়তা, লোকমানের ঐ উক্তিতে উপলব্ধি হইল। তিনি সুস্পষ্টই দেখিলেন যে লোকমান ক্রীতদাস থাকিবার উপযুক্ত নহেন; পরন্তু এই ব্যবহারে এবং উত্তরে তাঁহার মনে পবিত্র ভাব আনয়ন করিয়া দিয়া তাঁহার গুরু স্থানীয়! তিনি লোকমানকে তখনই দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন।

৩২। কাজীর বিচার আরব দেশে।

আরব দেশে এক রাজা ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রাজ্যের এক কাজীর বিচারের প্রশংসা শুনিতে

যাইতেছিলেন ; কিন্তু কাজীর সহিত কখন দেখা হয় নাই। ঐ কাজীর এলাকায় ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে রাজার পথে এক খোঁড়াকে দেখিয়া দয়া হইল। রাজা বলিলেন "তুমি ঘোড়ায় চড়। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সম্মুখবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছাইয়া দিই।" খোঁড়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘোড়ায় উঠিল। কিন্তু ঐ গ্রামে পৌঁছিয়া ঘোড়া হইতে নামিতে চাহিল না। বলিল "ঘোড়াত আমার। তোমার হইলে তুমি হাঁটিয়া আসিবে কেন? এ আবার কি পাগলের হাতে পড়িলাম!" উভয়ে তকরার করিতে করিতে কাজীর কাছে গেলেন। কাজী বলিলেন "আদালতের আস্তাবলে ঘোড়া রাখিয়া তোমরা যাও কল্য বিচার করিব।"

একজন চামার ও একজন কলু বিবাদ করিতে করিতে একটা পয়সার থলি লইয়া কাজীর নিকট আসিল। চামার বলিল "আমি তৈল কিনিতে আসিয়াছিলাম ; তেলের দর লইয়া বিবাদ হওয়ায় কলু আমার পয়সার থলিটী কাড়িয়া লয় ; আমার আরও জিনিস কিনিতে বাকী। আমি উহাকে ধরিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। ও থলি ছাড়ে না।" কলু বলিল "এই চামারটা একটা সিকি ভাঙ্গাইয়া তৈলের দাম দিবে বলায়, আমি পয়সার থলি বাহিরে আনিয়াছিলাম ; দুষ্ট চামার উহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। তৎপূর্ব্বে তৈলের দর লইয়াও একটু বচসা হইয়াছিল। কাহারও সাক্ষী নাই শুনিয়া কাজী উহাদেরও পরদিন আসিতে বলিলেন।

পরদিন খোঁড়া ও রাজা আসিলে কাজী উহাদের একজনকে ঘোড়াটী আনিতে এবং তাহার পর অপরকে আস্তাবলে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ইহা করামাত্রেই কাজী খোঁড়াকে দশ বেত হুকুম দিয়া ঘোড়াটী রাজাকে দিলেন। কলু ও চামার আসিবা মাত্র কাজী কলুকে ছয় বেত হুকুম দিয়া থলিটী চামারকে দিলেন।

রাজা তখন আত্মপরিচয় দিয়া কাজীকে তাঁহার বিচার প্রণালী

প্রকাশ করিতে বলিলে কাজী বলিলেন—"ঘোড়া তাহার মনিবকে চিনে। ঘোড়াটা আপনার স্পর্শে খুসি হইয়া ছিল এবং অধিকতর সহজে আপনার সঙ্গে চলিয়াছিল। আর নির্ম্মল জলে থলি ও পয়সা ফেলিয়া আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে উহা হইতে খুব সরু একটু চামড়া ও কিছু লোম ভাসিয়াছিল—তৈল এক বিন্দুও ভাসে নাই।"

আজ কাল অনেকটাই কাজীর বিচার প্রণালীর অনুকরণে ইংরাজী ডিটেক্টিভ গল্পের প্রচার হইতেছে।

৩৩। কাল প্রভাব — সেই আর এই।

এক নিরীহ দরিদ্র ব্রাহ্মণ দৈব বিড়ম্বনায় লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা না পাওয়ায় একান্ত সঙ্কুচিতভাবে দুই একঘর যজমানের কার্য্য করিয়া অন্নকষ্টেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার বিদ্যাহীনতা জন্য পাছে কেহ কিছু বলে এই ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে চাহিতেন না। তাঁহার পত্নী অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন।

একদিন নিকটবর্ত্তী নগরস্থিত রাজবাড়ীতে কোন সমারোহ কার্য্যে যথেষ্ট দান হইতেছে সম্বাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী অনেক উপরোধে ব্রাহ্মণকে তথায় যাইতে সম্মত করিলেন। খেয়ার পয়সা দেওয়ার সম্বল ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মণ সন্তরণপূর্ব্বক ক্ষুদ্রনদী পার হইয়া আর্দ্রবস্ত্রেই রাজার সভায় গিয়া দেখিলেন যে পট্টবস্ত্রধারী পণ্ডিতগণ রাজার সম্মুখে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ এক পার্শে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা পণ্ডিতদিগকে ধন বস্ত্র ও তৈজস দিতে লাগিলেন। আর্দ্রবস্ত্র ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া শুধু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "সেই আর এই।" উহাঁকে কিছুই দিলেন না। ব্রাহ্মণ লজ্জায় হেটমুণ্ড হইয়া দ্রুত বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নী অশ্রুপূর্ণলোচনে পতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমিই তোমাকে জিদ করিয়া পাঠাইয়া তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি; কিন্তু ঐ কথার উত্তর দিবার জন্য তোমাকে আর একবার এখনই যাইতে হইবে। তাহারপরও ভগবান দুঃখে রাখেন দুঃখে থাকিব।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাইতে অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণী একটী ছোট ভাঁড়ে একটু জল দিয়া তাহাতে একটী পাথরের নুড়ি ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এবারে আর্দ্র বস্ত্রেই সতেজে রাজার নিকট গিয়া তাঁহার হাতে এই ভাঁড়টী দিও এবং দুঃখিত ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিও, "মহারাজ! সেই আর এই।" আমি যদি সদ্ব্রাহ্মণের কন্যা হই এবং পতিসেবা ভিন্ন যদি আমার অন্য কোন কামনা না থাকে, তাহা হইলে এবারে রাজা উঠিয়া তোমার পদধূলি লইবেন এবং সর্ব্বোচ্চ বিদায় তোমাকেই দিবেন।"

পতিপ্রাণা পত্নীর এরূপ কথায় সরলচিত্ত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজার নিকট গিয়া পত্নীর কথামত কার্য্য করিলে রাজা বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন। সরলস্বভাব নিরীহ ব্রাহ্মণ স্বতঃই তখন বলিলেন "মহারাজ! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আপনার মঙ্গল হউক।" রাজা তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া বলিলেন "ঠাকুর! আপনি আজ আমাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত উপদেশ দিলেন। সমুদ্র শোষণকারী অগস্ত্য ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ সামান্য নদী পার হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে দানের জন্য সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন দেখিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম "সেই আর এই।" আপনি তাহার পরও কৃপা করিয়া আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ব্রাহ্মণের যদি অধঃপতন হইয়া থাকে ত ক্ষত্রিয়েরও কম নয়। সমুদ্রে পর্ব্বত ভাসাইয়া সেতু প্রস্তুতকারী শ্রীরামচন্দ্রের বংশে একটা

ভাণ্ডের জলে একটু নুড়ি ভাসাইবার ক্ষমতা আমার নাই।—তবে এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল এবং এখনও সুশিক্ষা দানে ও আশীর্ব্বাদ করিতে সক্ষম সুতরাং পূজনীয়।" রাজা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে উচ্চ বিদায় এবং বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ সানন্দে নিজের শাস্ত্রশিক্ষায় এবং রাজার কল্যাণার্থ তপজপে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৩৪। ক্রোধের দমন — মহাত্মা হোসেন।

মহাত্মা হোসেন, হজরত মহম্মদের প্রিয়শিষ্য এবং জামাতা মহাত্মা আলির পুত্র। তিনি অন্যায় কার্য্য দেখিলে হঠাৎ খুব ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধের ন্যায় ঐ সৈয়দ প্রবরেরও ক্রোধ বাঁশ পাতার আগুনের মত ছিল, যেমন জ্বলিয়া উঠা অমনিই নির্ব্বাণ! সীমান্ত পাঠানের ন্যায় চণ্ডালে রাগ, যাহা পুরুষানুক্রমিক পোষিত হয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই।

একদিন কোন ক্রীতদাস গরম জল লইয়া যাইতেছিল। তাহার অনবধানতায় ঐ ফুটন্ত জল হোসেনের পায়ে পড়িয়া যায়। হোসেনের ক্রুদ্ধ চীৎকারেই দাস বুঝিল যে হোসেনের পায়ের খানিকটা ঝলসিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ জলের পাত্রটী ভূমিতে রাখিয়া হাত যোড় করিল এবং কোরাণের একটী সূত্রের একাংশ উচ্চারণ করিল; "যাহারা ক্রোধ দমন করে তাহারা স্বর্গে যায়।" হোসেনের তখনই রাগ পড়িয়া গিয়াছিল; তিনি বলিলেন "আমি আর ক্রুদ্ধ নাই।" দাস সেই সূত্রের অপর অংশ উচ্চারণ করিয়া বলিল "এবং যাহারা ক্ষমাশীল তাহারাও যায়।" হোসেন বলিলেন "আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি।" দাস সূত্রের শেষাংশ বলিল "ভগবান পরোপকারীদিগকে ভাল বাসেন।"—মহাত্মা হোসেনের মন স্বভাবতঃই খুব নরম ছিল; দাসের

কথায় সহজে ক্রোধের দমন হইয়া যাওয়াতে উহাকে উপকারী বন্ধু স্বরূপেই দেখিলেন এবং বলিলেন "তুমি আর দাস নাই।"

৩৫। গুরুভক্তি — অর্জ্জুন।

অর্জ্জুনের গুরুভক্তি প্রগাঢ় ছিল। তাহা না থাকিলে শিক্ষার উন্নতি হয় না।

দ্রোণাচার্য্য কুরুবংশীয় রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার পাইয়া উঁহাদিগকে প্রথমদিনই বলিলেন যে, উঁহাদের অস্ত্রশিক্ষা শেষে তিনি উঁহাদিগের নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিবেন এবং তাহা পূরণের অঙ্গীকার তিনি প্রথমেই চাহেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিমাণও অসাধারণ; তিনি বাল্যকালের সহাধ্যায়ী দ্রুপদের একটা ভালবাসার কথার উপর জোর দিয়া অর্দ্ধরাজ্যই চাহিয়া বসিয়াছিলেন! সুতরাং কুরু বালকেরা মৌনী হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অর্জ্জুনের মনে দ্বিধা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সরল মনে স্বীকার করিলেন যে গুরু যাহাই চাহিবেন তাহাই তিনি দিবেন।—"গুরু কিছু অন্যায্য বা অসম্ভব চাহিয়া বসিবেন ইহা সম্ভব নয়; আর যদিই তাহা হয় তাহাও স্বীকার; গুরুর হুকুমে সবই করিতে পারিব"—তখন অর্জ্জুনের মনের ভাব এইরূপ। দ্রোণ আনন্দে কোল দিয়া তাঁহাকে প্রধান শিষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে ঐ প্রতিশ্রুত গুরু দক্ষিণায় অর্জ্জুন দ্রোণের আদেশমত দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন।

যখন দুর্য্যোধন বিরাটের গরু চুরি করিবার জন্য বিরাটবাহিনী সহ সেই দেশে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কুরুসৈন্যে সশস্ত্র দ্রোণাচার্য্যও উপস্থিত রহিলেন তখন বিরাট রাজার গো উদ্ধার জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে

অর্জ্জুন দুই শর দ্রোণের পায়ের নিকট পাতিত করিয়া প্রথমেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সেখানে এবং যখনই যেখানে গুরুশিষ্যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে দ্রোণ প্রথমে তাঁহাকে শস্ত্র প্রহার না করিলে অর্জ্জুন কোথাও দ্রোণের উপর শরক্ষেপ করেন নাই।

সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণপ্রিয় অভিমন্যুকে কুরু-ক্ষেত্রে বধ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়ের কুরু-সেনাপতি (সুতরাং ঐ অন্যায় যুদ্ধের জন্য প্রধানতম অপরাধী) দ্রোণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুনের মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তিনি জয়দ্রথ বধেরই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যদি যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" না বলিতেন এবং পূর্ব্ব বৈরজন্য জাতক্রোধ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে কাটিয়া না ফেলিতেন, তাহা হইলে দ্রোণবধই ঘটিত না। অর্জ্জুনের নিজের হস্তে দ্রোণবধ অসম্ভব। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে যখনই দ্রোণ একটু অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখনই অর্জ্জুন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অপরকে আক্রমণ করিতেন।

৩৬। চারি রত্ন আফ্লাতুনের উপদেশ।

মহাত্মা আফ্লাতুন (প্লেটো) মৃত্যুকালে পুত্রদিগকে চারিটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি ভুলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে উপদেশ, অপর দুইটী স্মরণে রাখা সম্বন্ধে।

(১) অপরে তোমার বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাও। (=ক্ষমা)।

(২) তুমি নিজে কাহার কোন উপকার করিয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাও। (=নিরহঙ্কার)

(৩) সর্ব্বদা স্মরণে রাখ যে মরিতেই হইবে। (=বৈরাগ্য)

(৪) সর্ব্বদা স্মরণে রাখ যে মনুষ্য কেহই তোমার ভাল বা মন্দ করিতে পারে না;—প্রকৃত পক্ষে ত্রিভুবনে "কর্ত্তা" একমাত্র আছেন। (=শ্রীভগবানে নির্ভর)

৩৭। চোরের প্রতিও দয়া — গদাধর ভট্ট।

গদাধর ভট্টের শিষ্য সেবকেরা অনেক দ্রব্য সম্ভার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইতেন এবং অনেক লোক তথায় আহার করিতেন। কোন রাত্রে এক চোর আসিয়া অনেক দ্রব্য একটা বড় কাপড়ে বাঁধিয়াছিল। জিনিস এত একত্র করিয়াছিল যে মোটটা মাথায় তুলিতে কষ্ট হইতেছিল। গদাধর ভট্ট তথায় আসিয়া নিঃশব্দে মোটটা তুলিতে সাহায্য করিলেন। চোর ভয় পাইয়া মাথার মোট ছাড়িয়া পলাইতে গেলে গদাধর ভট্ট বলিলেন, "বৎস! ভয় পাইও না; জিনিস গুলা লইয়া যাও। এখানেও লোকে খাইবে, তোমার বাড়ীতেও মনুষ্যে খাইবে। এখানে অনেক জিনিস থাকে; তোমাদের কেহ দেয় না। শীঘ্র মোট লইয়া চলিয়া যাও, এ গুলি আমি তোমাকে দিলাম।" ভগবৎ প্রেমিক গদাধর ভট্টের করুণার্দ্র বাক্যে চোরের মন ভিজিয়া গেল। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বেচ্ছায় বলিল "এই যে, আপনার প্রসাদী লইয়া যাইতেছি, অতঃপর আর কখন চুরি করিব না; পরিশ্রম করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিব।"

৩৮। জজের দয়া — গুডিভ।

মিঃ এ গুডিভ বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট জজ থাকার সময়ে জনৈক মোক্তার হত্যাপরাধে তাঁহার আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামীর ফাঁসী হইয়া যাইবার পর মিঃ গুডিভ জানিতে পারেন যে, কেবলমাত্র ঐ আসামীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার বৃহৎ পরিবারের

ভরণপোষণ চলিত। এই সম্বাদে জজ বাহাদুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় তিনি উক্ত পরিবারের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা মাসহারা তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ গুডিভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

৩৯। জাতীয় ত্যাগ ও নির্ভরতা মস্কোধ্বংসে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি (১৮১২) বাছা বাছা চারি লক্ষ অজেয় ফরাশী যোদ্ধা লইয়া রুসীয়া আক্রমণ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে রুসীয়দিগকে পরাজয় করিয়া রুসীয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কৌ অধিকার করেন। স্বদেশভক্ত রুসীয়েরা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিসহ ঐ সুন্দর নগর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং ফরাসীদিগকে নিদারুণ শীতে আশ্রয়হীন করিল। ঐ উদ্দেশ্যে বহুশত বর্ষের সংগৃহীত উৎকৃষ্ট ছবি, ভাস্করীয় মূর্ত্তি, পুস্তক সংগ্রহ প্রভৃতি সম্বলিত রুসীয় সর্দ্দারদিগের প্রাসাদ সকল উহারা বিনষ্ট করিতে কিছু মাত্রই দ্বিধা করিল না। সমগ্র দেশের জন্য জনপদ নাশের এরূপ উজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। রুসীয় চাষীরা পর্য্যন্ত ফরাশী দল দেখিলেই গ্রামে সঞ্চিত শস্যের মরাই সকলে অগ্নি সংযোগ করিতে আরম্ভ করিল, এবং খড়ের বোঝায় জলন্ত মশাল ফেলিয়া দেওয়ার সময় তাহারা অনেকস্থলে গুলির আঘাতে মরিতে লাগিল! ফরাশীরা খাইতে শুইতে কিছুই পাইল না— পাইল কেবল উত্তর মেরু হইতে আগত বিষম শীতল বায়ু, ও বরফের বৃষ্টি এবং দূর হইতে রুসীয় সৈন্যের দর্শন। পঁচিশ হাজার মাত্র সৈন্যসহ নেপোলিয়ান রুসীয়া হইতে ফিরিয়া আইসেন। বিনা যুদ্ধে পৌনে চারি লক্ষ মহাবীরের পতন হইল! যুদ্ধ শেষে রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁহার গ্রামিক, নাগরিক ও সৈন্যদিগকে তাহাদের অসামান্য ত্যাগ ও

কষ্ট স্বীকার জন্য মেডাল দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। শ্রীভগবানের কৃপাতে দেশ রক্ষার ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ঐ মেডালে নিম্নলিখিত শব্দগুলি মুদ্রিত হইল,—"আমার দ্বারা বা আমাদের দ্বারা হয় নাই; ইহা তোমারি নামে!"

৪০। জুয়াচুরির প্রচারে ক্ষতি নাবের ও চোর।

নাবের নামক একজন আরবের খুব ভাল একটী ঘোড়া ছিল। দাহের নামক এক ব্যক্তি ঐ ঘোড়াটী খরিদ করিবার জন্য কয়েকটী উট দিতে চাহে, কিন্তু নাবের ঐ ঘোড়া কিছুতেই বিক্রয় করিল না। দাহেরের অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। সে মুখে পাতার রস মাখিয়া ও অন্যান্য উপায়ে চেহারা বদলাইয়া, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খোঁড়া সাজিয়া গ্রাম হইতে দূরে প্রান্তরমধ্যে পথের ধারে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। নাবের তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে উহাকে দেখিয়া বড়ই দয়ার্দ্র হইল। উহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামে পৌছানর জন্য নিজের ঘোড়ায় তুলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিলে, দাহের হঠাৎ ঘোড়াকে কশাঘাত করিয়া কতকটা দূরে পলাইয়া গেল এবং বলিল "তুমি ঘোড়া সহজে দিলে না তাই এই উপায়ে লইলাম।" নাবের উহাকে ডাকিয়া উত্তর দিল "ভাই! ভগবানের ইচ্ছায় তুমি আমার বড় প্রিয় ঘোড়াটী লইলে—উহাকে একটু যত্ন করিও। আর এক কথা বলি—যে উপায়ে তুমি আমার ঘোড়া পাইলে তাহা কাহার নিকট কখন প্রকাশ করিও না। তাহা করিলে লোকে বিপন্নের প্রতি দয়া প্রকাশে ইতস্তত: করিবে এবং অনেক দুঃখী ব্যক্তির কষ্ট বাড়িবে।"

নাবেরের এই কথায় সচ্ছল অবস্থাপন্ন ঐ চোরের অত্যন্ত লজ্জা হইল;

সে ফিরিয়া আসিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া—নাবেরের সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিল।

৪১। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরমহংসদেবের কথা।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্ব্বাগ্রে দীনতার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার স্ত্রী বিদ্যাস্ত্রী না অবিদ্যা স্ত্রী?" "বিদ্যার" সাধারণ অর্থ গ্রহণে অভ্যাসবশতঃ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"সে অজ্ঞান।" তাহাতে পরমহংসদেব একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"সে অজ্ঞান, আর তুমিই বড় জ্ঞানী।" বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকেরা হিন্দুয়ানী বুঝে না; শিখে নাই যে, ভগবানকে জানাই প্রকৃত বিদ্যা এবং তাঁহাকে না জানাই অবিদ্যা। শুদ্ধ মাষ্টার মহাশয়ই যে ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাভিমানী যুবকই ইহাতে 'বিদ্যার' প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক দিন ভাবিতেছিলেন, সামান্য মেথরের চেয়েও আমি নিকৃষ্ট। তৎপরে একটা মেথর সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে পরমহংসদেব তাহার পদধূলিতে গড়াগড়ি দিলেন। অন্য একদিন ভাবিলেন, "কই মেথরেরা পাইখানা পরিষ্কার করে, আমি তো তাহা করিতে পারি নাই। মেথরের ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া ত সহজ, কিন্তু মেথরের কাজটী করে কে?" এই ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া যেখানে নিজে মলত্যাগ করেন, সেইখানে গিয়া বিষ্ঠা হস্তে লইলেন! কিন্তু মন তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ভাবিলেন, "নিজের বিষ্ঠা সকলেই জলশৌচের সময় হাতে করিয়া থাকে, কিন্তু পরের বিষ্ঠা হাতে করে কে?" এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভৃত্যেরা যেখানে মলত্যাগ করিত, তাহা স্পর্শ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মন পরীক্ষায়
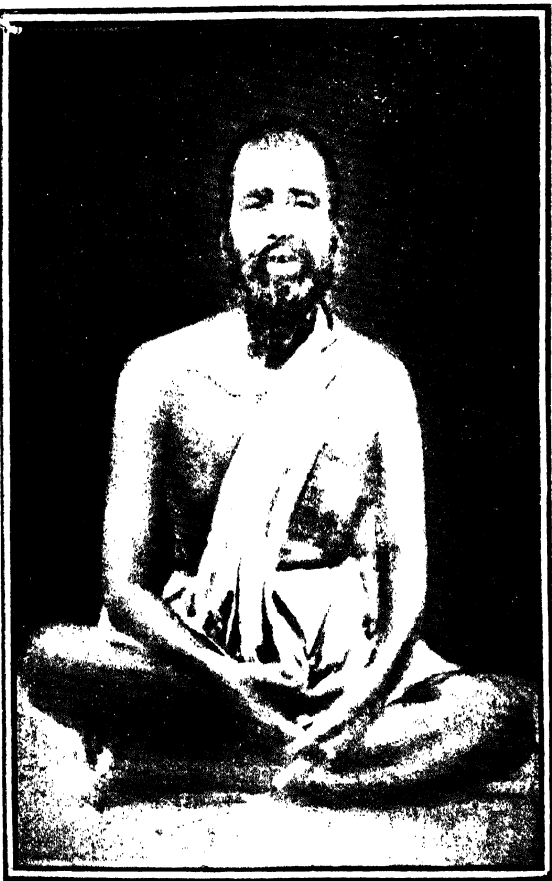
পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ দেব।

উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত হইল। তিনি কথাসর্ব্বস্ব ছিলেন না। প্রত্যেক কথাটী কার্য্যে পরিণত করিতেন। যেখানেই আমরা কথা এবং কার্য্যের ঐক্য দেখিতে পাই, সেই খানেই মহত্ত্ব ও বীরত্ব।

৪২। জ্ঞাতির ক্ষমা মহাত্মা মহম্মদ।

মদিনা হইতে সৈন্যসহ আসিয়া মহাত্মা মহম্মদ মক্কা অধিকার করিলে মক্কাবাসী কোরেশীয়গণ ভীত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে আসিল। উহারাই তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়া, অনেক গালি দিয়া মক্কা হইতে তাড়াইয়াছিল। তিনি বলিলেন "এখন তোমরা কিরূপ ব্যবহার পাইতে অধিকারী?" তাহারা বলিল "আমরা আমাদের জ্ঞাতির হস্তে সদ্ব্যবহারই পাইব এরূপ বিশ্বাস করি।"—মহাত্মা সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

৪৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দুই পুত্রকে তাঁহার বাটী বাগান ও জমি ভাগ করিয়া দিবার জন্য দলিলের মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়া বলেন "তোমাদের দুজনে যে অতুলনীয় ভালবাসা আছে তাহাতে তোমরা নিজেরা বিষয় ভাগ করিয়া পৃথক হইতে পারিবে না; কিন্তু বিষয় সম্পত্তি বরাবর জড়াইয়া রাখা ভাল নয়; ভিক্ষুকেরা এক বাড়ীর স্থলে দুই বাড়ী হইতে মুষ্টি ভিক্ষা পায় বলিয়া আমাদের দায়ভাগ পৃথক হওয়ারই একটু প্রশংসা করিয়াছেন। আমি যেমন আস্ত আস্ত বাড়ী তোমাদের দিলাম—তোমরাও যথাসম্ভব তোমাদের ছেলেদের সেইরূপ করিয়া দিও। বাড়ীর মাঝে দেওয়াল দিলে যে দুই অংশই অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা এদেশে অনেকেরই মনে পড়ে না। বাঙ্গালী পূর্ব্বে সরিয়া সরিয়া গিয়া অনাবাদী জমির আবাদ করিতেন। তোমাদের এবং

তোমাদের বংশীয় কাহারও যেন বিষয় ভাগ উপলক্ষ্যে মনান্তরের অব-কাশ না হয়!"

৺ গঙ্গাতীরের ভাল বাড়ীটী দলিলের মুসাবিদায় নিজের ভাগে লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপত্তি করিলে জ্যেষ্ঠ ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন "ওটা আমার বিশেষ প্রার্থনাতেই হই-য়াছে—তুমি কুণ্ঠিত হইও না অথবা বাবার কার্য্যের উপর কিছু তাঁহাকে বলিও না; আমি তোমার অপেক্ষা সাত বৎসর বড়। আমার জ্যেষ্ঠাংশে মা বাপের ভালবাসা সাতবৎসর অধিক কাল আমি ইতিপূর্ব্বেই যাহা লইয়াছি—তাহার পূরণ যে তোমার কিছুতেই হইবে না!"

৪৪। জ্যেষ্ঠের নিকট বশ্যতা অর্জ্জুন।

ভারতের একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেকগুলি গুণের সম্বর্দ্ধন এবং রক্ষণ করে। বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে সকলের জন্য ভাবিতে ও যত্ন করিতে হয়। অপর সকলে তাঁহার প্রতি পূর্ণ সামরিক বশ্যতা দেখায়। অসামরিক বাঙ্গালার দায়ভাগে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালীর আর পরিবার মধ্যেও বশ্যতা নাই, জাতীয়ভাবের আবেগপ্রসূত জাতীয় দৃঢ় সম্মিলন, যাহা ইয়ুরোপীয় এবং জাপানীদিগের আছে, সেরূপও কিছুই নাই। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালী ছত্রভঙ্গ। মহাভারতের সকল পাত্রের মধ্যে শৌর্য্যেবীর্য্যে, সংযমে, কার্য্যক্ষমতায়,—সকল বিষয়েই অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তিনিই আবার সকলের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহও ছিলেন। তখন যে হিন্দুর সম্পূর্ণ উচ্চাবস্থার কাল!

[১] কুরুসভায় ঘৃণিত-দ্যূতের-ব্যসনে উন্মত্ত হইয়া যুধিষ্ঠির রাজকন্যা ও রাজরাণী তেজস্বিনী দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়া খেলায় ঐ বাজী হারিলে সভামধ্যে দ্রৌপদী আনিতা ও লাঞ্ছিতা হইলেন। ভীম এজন্য যুধিষ্ঠিরকে

কটূক্তি করিলে অর্জ্জুন বলিলেন, "দাদা! শত্রুর মুখ হাসাইও না; ধর্ম্ম স্মরণ কর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করিও না।"

[২] চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে বন্দী করিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির যখন অর্জ্জুনকে ঐ জ্ঞাতি শত্রুর উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন তখন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্তিদান এবং চিত্ররথকে বন্দী করিলেন। আবার যুধিষ্ঠির বলিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ চিত্ররথকেও ছাড়িয়া দিলেন।

[৩] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে অর্জ্জুন দেবলোকে অস্ত্রলাভ জন্য গেলে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গবাসের লোভ দেখাইলেন। অবিচলিত অর্জ্জুন বলিলেন "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব ; আমি স্বর্গসুখ চাহি না!"

[৪] সম্মুখ সংগ্রাম ব্যতীত কেহ যুধিষ্ঠিরের রক্ত ভূমে পাতিত করিলে সে ব্যক্তিকে অবশ্য সংহার করিবেন আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল। উত্তর গোগৃহে গোরক্ষার পর যুধিষ্ঠির বৃহন্নলার (অর্জ্জুনের) পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করায় এবং বিরাটের পুত্র উত্তরের কোন প্রশংসা না করায় বিরাট রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সভাসদ যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশার পাষ্টী দ্বারা আঘাত করিলে, ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ভূমিতে পড়িতে দেন নাই—আশ্রয়দাতা বিরাটের রক্ষা করিয়াছিলেন। নচেৎ অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের অপমানে বিরাটের সর্ব্বনাশ করিতেন। এখনকার কেহ কেহ যেন গুরুজনের অপমান করিবার চেষ্টাতেই ফিরে!

[৫] সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে পাণ্ডবের একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়াও অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

[৬] বালক অভিমন্যু ব্যূহভেদের কৌশল অবগত ছিল, কিন্তু উহা

হইতে বাহির হইবার কৌশল জানিত না। একথা সুস্পষ্ট জানিয়াও যুধিষ্ঠির দ্রোণের প্রচণ্ড আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া বালককে জিদ করিয়া ব্যূহে প্রবেশ করাইয়া ছিলেন এবং তাহাতেই অর্জ্জুনের প্রাণপ্রিয় পুত্র অভিমন্যুর দেহান্ত হয়। কিন্তু এ কথার অণুমাত্র উল্লেখ শোকক্লিষ্ট অর্জ্জুনের মুখ হইতে কখনও বাহির হয় নাই।

[৭] কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে অর্জ্জুনের রাজ্যলাভের জন্য লোকক্ষয়কর ঐ যুদ্ধে বিশেষ অনিচ্ছা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে বলার পর তাঁহার মনে আর কোন দ্বিধা থাকে নাই। যুধিষ্ঠির যুদ্ধশেষে আত্মীয় রক্তে পরিষিক্ত সিংহাসনে বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সিংহাসন দেওয়ার জন্যই ঐ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অভিমন্যুকে সেই উপলক্ষ্যে হারাইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া তখন তাঁহার নিকট কটূক্তি মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহা নীরবে সহ্য করেন। গুরুজনের উক্তিতে প্রত্যুত্তর দেওয়ার অশিষ্ট আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা অর্জ্জুনের ঘটে নাই!

৪৫। ঠাণ্ডা মেজাজ — চক্ষের ব্যবহারে।

ইটালীর কোন বিশপকে অনেক প্রকার জ্বালাতন সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তাঁহার মেজাজ কখনও রুক্ষ হইতে দেখা যায় নাই। অন্যায্য গালাগালি শুনিয়াও তাঁহার হাসিমুখ ও সুমিষ্ট উত্তর! কেহ তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—"আমি আমার চক্ষের ব্যবহার করিয়াই নিজেকে ভাল রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।" চক্ষের সহিত ইহার কি সম্পর্ক প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিতে না পারিলে, বলেন "উপরে চাহিয়া দেখি এবং ভাবি যে আমি ত তথায়

যাইতে চাই, তবে এখানের কোন ব্যাপারের জন্য মন খারাপ করিব কেন? নীচে চাহিয়া দেখি, আমি বসিয়া দাঁড়াইয়া বা শুইয়া প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কত অল্প অংশ কত অল্পদিনের জন্য জুড়িয়া রহিয়াছি! আশে পাশে চাহিয়া ভাবি কতলোক আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কষ্টে আছে। এই সকল অভ্যাসে আমার মন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।"

৪৬। ঠোঁটে তেল মিষ্ট বাক্যের জন্য।

কোন সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কড়া মেজাজের কড়া কথায় তাঁহার চাকর বাকর সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া যায়। তাঁহার প্রতিবাসী এবং বন্ধু এই সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন "ভাই! আমার বাড়ীর দ্বারে বেশ ভাল মজবুত কপাট আছে; উহা খুলিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হইত। কবজায় তেল দেওয়ার পর হইতে আর কোন বিকট শব্দ হয় না। তোমার ঠোঁট নাড়িলেই বড় বিরক্তিকর শব্দ সকল বাহির হয়; তুমি ঠোঁটের দু কোণে একটু একটু তেল দাও। আমি সেই চাকর গুলাকেই অথবা অন্য চাকর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিব।"

৪৭। ডাকার মতন ডাকা ভিক্ষুকের।

নাদির শা বড় কড়া বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার হুকুম কখন ফিরিত না। একদা তিনি প্রাতঃকালে মসজিদে নমাজ পড়িতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, এক খঞ্জ ভিক্ষুক বিধাতাকে এই বলিয়া গালি দিতেছে—"হে বিধাতা; তুমি কেবল তেলা মাথায় তেল দিবে! আর আমার কথায় কখনই কান পাতিবে না? আমার দারিদ্র্য দূর করিতে কি তোমার বুকে শেল বিঁধে?" নাদির শা প্রহরীগণকে বলিলেন উহাকে গ্রেপ্তার কর, আমি ফিরিয়া আসিলে ইহার প্রাণদণ্ড হইবে। কম্পান্বিত কলেবরে ভিক্ষুক প্রহরী বেষ্টিত হইয়া রহিল। নাদির শা নমাজ পড়িয়া আসিয়া

উক্ত ভিক্ষুককে নিকটে আনাইলেন এবং তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন নাদির শা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কেন ছাড়িয়া দিলাম, বল দেখি?" ভিক্ষুক বলিল "প্রভো! ইহার আমি কিছুই জানি না; আপনার হুকুম ত কখন ফেরে না!" নাদির শা বলিলেন, "আমার মসজিদে যাওয়ার পর তুমি ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলে কি?" উত্তর "হাঁ এমন কাতর হইয়া আর কখনও ডাকি নাই।" নাদির শা বলিলেন "ডাকার মত ডাকিয়াছিলে বলিয়াই তিনি আজ ডাক শুনিয়াছেন!" ইহার পর নাদির শা ভিক্ষুককে কিছু অর্থ দিয়া একটী দোকান করিতে বলিলেন।

৪৮। তর্কে ধীরতা — বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের খুব সংযত হইবারই কথা; কিন্তু বিচারের সভায় অনেকেই ধীরতা এবং শিষ্টাচারবিহীন হইয়া চীৎকারেই জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন। কোন মহতী সভায় বিচারের সময় বিশ্বনাথ শাস্ত্রীজির অকাট্য যুক্তিতে এবং সর্ব্বপ্রকার কটূক্তির প্রতি অবিচলিত উপেক্ষায় উত্তেজিত হইয়া প্রতিপক্ষ তাঁহার মুখের উপর নস্যের ডিবা নিক্ষেপ করিলে, দেশমান্য শাস্ত্রীজি মিনিটখানেক হাসিমুখেই মুখ হাত ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন "এটা একটা ক্ষণিক অপ্রাসঙ্গিক অবতারণা মাত্র—আমরা উভয়েই ইহা চিরকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত বিচারের বিষয়ে মনোনিবেশ করি আসুন।" প্রতিপক্ষ একান্ত লজ্জিত হইয়া "সর্ব্ব প্রকারেরই পরাজয়" স্বীকার করিলেন।

৪৯। তীব্র জনহিতেচ্ছা — কলম্বস।

আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া যখন কলম্বস স্পেনে ফিরিতেছিলেন,

তখন পোর্টুগালের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এরূপ ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছিল যে, তাঁহার ক্ষুদ্র জাহাজ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কারের কথা বহুসংখ্যক কাগজের টুকরায় লিখিয়া—তাহা দস্তখত করিয়া এক একটি বোতলে পুরিয়া বোতলের মুখ শীল করাইতে লাগিলেন এবং নাবিকগণকে বলিলেন "ভাই সকল! জাহাজ ডুবি হইলে এবং আমরা দেশে ফিরিতে না পারিলেও, এই সকল বোতলের একটা না একটা ঈশ্বরের কৃপায় ঢেউএর মুখে কোথাও না কোথাও তীরে উঠিবে এবং আমাদের পরিশ্রমের ফলে নূতন দেশের আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইয়া মনুষ্যের উপকারে লাগিবে।" ইহার পরই একটু একটু করিয়া ঝড় কমিয়া আসিলে জাহাজ রক্ষা পায়।

৫০। তৃষ্ণার জল সার ফিলিপ সিড্‌নি।

ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে একদল ইংরাজ সৈন্য হলণ্ডের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য প্রেরিত হয়। জুটফেন সহরের নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সুলেখক ও যোদ্ধা সার ফিলিপ সিড্‌নি সাংঘাতিক-রূপে আহত হন। আহতের বিষম তৃষ্ণা হয়। সৈন্যেরা দূর হইতে অনেক চেষ্টায় একটু জল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রিয় সেনাপতিকে আনিয়া দিয়াছিল। সিড্‌নি ঐ জলটুকু পান করিতে মুখে তুলিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে একজন আহত সৈনিকের সতৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় ঐ জলের গেলাসের দিকে নিবদ্ধ! তিনি বিষম তৃষ্ণাতেও এক ফোঁটা পান না করিয়া ঐ সৈনিককে সেই জলটুকু দিলেন এবং বলিলেন "ভাই! আমার অপেক্ষাও তোমার প্রয়োজন অধিক।"

সার ফিলিপ সিড্‌নির বাল্যাবধি ভদ্রভাবে "স্বার্থত্যাগ অভ্যাসেই" এই

কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটনা তাঁহার সেই ভদ্রতা ও মহত্ব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

৫১। ত্যাগী কে? সন্ন্যাসীর উক্তি।

স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয়া কামিনীকাঞ্চনে এবং সাংসারিক বিবাদ বিসম্বাদেই মত্ত থাকিতেন। দৈবানুগ্রহে একদিন বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগী তেজঃপুঞ্জ শরীর কোন পরমহংস মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া হঠাৎ একটু বৈরাগ্যের উদয় হইলে বলিয়া উঠেন "ধন্য আপনার ত্যাগ!"

সন্ন্যাসী সুমিষ্ট স্বরে উত্তর দেন "বেটা! অজ্ঞলোকে আমাকে ত্যাগী বলিতে পারে; তুমি পার না। আমি অমূল্য নিত্যধন প্রাপ্তির লালসায় অকিঞ্চিৎকর নশ্বর দ্রব্যজাত ছাড়িয়াছি। তুমি সেই অমূল্য ধনের সম্বাদ জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি কোন লোভ রাখ না; তুমিই বড় ত্যাগী!"

৫২। ত্রুটিস্বীকারে মহত্ত্ব ওয়াশিংটন।

মার্কিন দেশে একবার কোন স্থানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইতেছিল। মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন (তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের অধীনে কোন রেজিমেণ্টের কর্ণেল) তথায় উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় চটিয়া উঠিয়া তিনি পেইন নামক এক ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া ফেলেন। মিঃ পেইন তখনই যষ্টির আঘাতে তাঁহাকে ভূমিশায়ী করেন। কয়েকজন সৈনিক তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের কর্ণেল সাহেবের এই দুর্দ্দশা ও অপমান দেখিয়া পেইন সাহেবের দিকে সক্রোধে ধাবিত হইলে মহাত্মা ওয়াশিংটন উহাদের অনুনয় মিশ্রিত দৃঢ় অনুজ্ঞা দ্বারা তখনি বাহিরে পাঠাইয়া দেন।

পরদিন মহাত্মা ওয়াশিংটন মিঃ পেইনকে পত্র লেখেন "অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার অমুক হোটেলে আমার সহিত দেখা করিবেন।" মিঃ পেইন মনে করিলেন দ্বৈরথযুদ্ধ (ডুএল্) জন্য আহূত হইয়াছেন। কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলেন যে টেবিলের উপর দুইটী গেলাস এবং এক বোতল মদ্য মাত্র আছে পিস্তল নাই। ওয়াশিংটন উহাঁকে দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কাল আমি যে সকল অন্যায্য বাক্য বলিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি লজ্জিত আছি এবং আপনিও তাহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইয়াছেন! এক্ষণে যদি আপনি তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন তাহা হইলে (করমর্দ্দন জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিয়া) আসুন আমরা পরস্পরের বন্ধু হই।" এরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কোন মনুষ্যেরই ক্রোধ থাকিতে পারে না। মিঃ পেইন সানন্দে উহাঁর কর স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে যাবজ্জীবনের জন্য মহাত্মা ওয়াশিংটনের ভক্তদিগের দলে মিশিয়া গেলেন।

৫৩। দান আসফ উদ্দৌলার।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফ উদ্দৌলার দাতৃত্ব সুবিখ্যাত ছিল! কোন সময়ে তাঁহার রাজপথে ভ্রমণ কালে একজন ফকীর তাঁহাকে শুনাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "জিসকে ন দে খোদাতালা, উসকো দে আসফ উদ্দৌলা" অর্থাৎ যাহাকে পরমেশ্বর না দেন তাহাকে আসফ উদ্দৌলা দিয়া থাকেন। নবাব ফকীরকে পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজবাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। ফকীর তাহা করিলে নবাব তাহাকে একটী তরমুজ মাত্র দিলেন। ফকীর ক্ষুণ্ণ হইয়া উহা দুই পয়-সায় বেচিয়া কিছু ছোলা ভাজা খাইল। তরমুজ কাটিলে তাহাতে নবাব কর্ত্তৃক সুকৌশলে রক্ষিত রত্নালঙ্কার ক্রেতার হস্তগত হইল! কয়েকদিন

পরে ফকীরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে নবাব জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ফকীর সেই তরমুজটী বেচিয়া ফেলিয়াছিল। নবাব কহিলেন, "উহার মধ্যে যে রত্নালঙ্কার ছিল!" তখন ফকীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে, নবাব কহিলেন, "এইবার হইতে প্রকৃত কথা বলিয়া লোক শিক্ষা দিও! 'জিসকো ন দে খোদাতালা, উসকো ন দে শেকে' আসফ উদ্দৌলা।"

৫৪। দুর্ব্বলের রক্ষা — বার্কেন হেডে।

১৮৪২ সালে বার্কেনহেড নামক ইংরাজ জাহাজ আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইবার সময় উহার তলদেশ মগ্ন শৈলে ধাক্কা লাগিয়া ফাঁসিয়া যায়। জাহাজে সাড়ে চারি শতের অধিক পুরুষ এবং দেড় শতের অধিক স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন যে জাহাজ খানির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তিনি তখনই জাহাজেস্থিত কয়েকজন সৈনিককে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন সশস্ত্র হইয়া জাহাজের সর্ব্বোপরিতলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং শৃঙ্খলার সহিত স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের জালি বোটে করিয়া তীরে লইয়া যাওয়ার জন্য নাবিকদিগের সুবিধা করিয়া দিতে থাকে। আরোহী স্ত্রী পুরুষ এবং শিশুদিগকে তীরে পৌছান হইল; জাহাজ শীঘ্র শীঘ্র বসিয়া যাইতে লাগিল; আর নৌকা ছিল না যে উহাদের রক্ষা হয়! সৈনিকেরা কাপ্তেন সহ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ সহিত তরঙ্গরাশি মধ্যে বিলীন হইয়া গেল!

৫৫। দূরগামিত্ব — কার্য্যকারণের বিন্দু।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ওহিও ষ্টেটের একটী আদালত বাড়ীর ছাদের নর্দ্দমা এরূপভাবে প্রস্তুত করা আছে যে উহার উত্তর অংশে যে বৃষ্টি

পড়ে তাহা সেই দিকের নল ও নর্দ্দমা দিয়া অণ্টোরিও হ্রদে গিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে সেণ্টলরেন্স নদী দিয়া নায়াগারার জল প্রপাত হইয়া সেণ্টলরেন্স উপসাগরে যায়; আর দক্ষিণ অংশে যে বৃষ্টি পড়ে তাহা অন্য নল ও নর্দ্দমা দিয়া মিসিসিপি নদীতে পড়িয়া মেক্সিকো উপসাগরে পৌছায়। বৃষ্টিপাত সময়ে অতি সামান্য একটু বাতাস থাকায় বা না থাকায় অনেক বৃষ্টি বিন্দুর গতি ২০০০ মাইল তফাত হইয়া যায়!

আমাদের জীবনের অনন্ত গতিও 'আপাতদৃষ্টিতে-সামান্য' কোন কর্ম্মের ফলে বিপরীতমুখী হইয়া পড়ে।

৫৬। দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা রাজা ও মেষপালক।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কোন রাজার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত। একদিন তিনি পাল্‌কীতে ভ্রমণকালে দেখিলেন, একজন মেষপালক তীব্র রৌদ্রের সময় ভেড়ার পাল লইয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে। অপর একদিন প্রাসাদ হইতে দেখিলেন যে, অজস্র বৃষ্টিপাতের মধ্যেই সেইরূপ যাইতেছে। উহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার এত কষ্টে এত আনন্দ কিসের?" মেষপালক উত্তর করিল, "মহারাজ, অভ্যাসের গুণে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে আমার তেমন কষ্টই হয় না; পরিমিত আহারের গুণে আমার কোন রোগই নাই এবং আমি কোন চিন্তাই মনে স্থান দিই না।" রাজা উহার প্রতি একান্ত কৃপা পরবশ হইয়া কিছু দিন উহাকে সুখে রাজ বাটীতে রাখিলেন। মেষপালকের খুব আহ্লাদ হইল। রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্যে উহার পরিমিত আহারের অভ্যাস নষ্ট হইল। [সাত্ত্বিক আহারের প্রধান গুণই এই যে, ক্ষুধা ভিন্ন তাহা খাইতে বিশেষ ভাল লাগে না, সুতরাং অপরিমিত খাওয়া যায় না।] শয়ন ও বসনের পারিপাট্যে শীতাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতা গেল এবং এই সুখ কতদিন

থাকিবে, ছেলে পিলের কি হইবে ইত্যাদি নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িলে সে রোগগ্রস্ত হইল। মেষপালকের নিজের কুটীরে শয়ন এবং উন্মুক্ত বায়ুতে মেষ রক্ষা কার্য্য তখন আবার ভাল বোধ হইলে, সে রাজার অনুমতি লইয়া চলিয়া গেল। রাজাও নিজের অসুস্থ শরীরের কারণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

৫৭। দৃঢ় কর্ত্তব্য বুদ্ধি — নেলসন।

যখন হোরেশিও নেলসনের বয়স নয় বৎসর মাত্র তখন স্কুলের ছুটিতে হোষ্টেল হইতে পল্লীগ্রামে নিজের বাড়ী আসিয়া পিতার নিকট কয়েক-দিন পরমানন্দে ছিলেন। ছুটির শেষে বৃষ্টি ও তুষার পাতে কয়েকদিন স্কুলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় বালকের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার হইলে পিতা হোরেশিওকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উইলিয়মকে দুটী টাটুতে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন "পথ খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যদি কোনরূপে পার হইয়া যাইতে পার তাহা হইলে স্কুলে যাইও; সামান্য বাধায় ফিরিও না।" রাস্তা প্রকৃত পক্ষেই খুব খারাপ হইয়াছিল; বালকেরা বাড়ী ফিরিলে দোষ হইত না। জ্যেষ্ঠ উইলিয়ম অনেক স্থল হইতেই ফিরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হোরেশিও বলিয়াছিল "দাদা! মনে রাখিও পিতা আমাদের সততার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা প্রকৃতই স্কুলে যাইতে চেষ্টা করিব। তুমিই বল দেখি যে রাস্তার এই অবস্থা থাকিলেও আমরা কি ছুটির প্রথমদিনে যে কোন উপায়ে বাড়ী যাইতাম না?"

বাল্যকাল হইতে এইরূপে কর্ত্তব্যপালনকারী হোরেশিও নেলসন, ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়ের দিনে মাস্তলে যে ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল,—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিজের

কর্ত্তব্য পালন করিবে ইহা মাতৃভূমি ইংলণ্ড আশা করিতেছেন।" সে দিন প্রত্যেক ইংরাজ নাবিক সৈন্য প্রকৃত পক্ষেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাঁহাদের মাতৃভূমিকে তাহার বর্ত্তমান গৌরবে ভূষিত করেন।

৫৮। ধনে সুখ নাই অ্যাষ্টর।

মার্কিণ ক্রোরপতি [খর্ব্ব নিখর্ব্বপতি বলিলেই বুঝি ঠিক হয়!] জন জেকব অ্যাষ্টরকে কেহ বলেন "আপনি এরূপ ধনী, আপনি অবশ্যই সুখী!" অ্যাষ্টর উত্তর করেন "আমি সুখী! আমি সুখী!! আপনি কি শুধু ভাত কাপড় পাইয়া আমার বিপুল সম্পত্তির ম্যানেজারীর কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট পাইতে রাজী হন? আমি নিজে ত তদ্ভিন্ন কিছুই পাই না!"

৫৯। ধর্ম্মজ্ঞান ও বিনয় কাজী আবু ইয়ুসুফ।

মুসলমানদিগের উন্নতির উজ্জ্বল সময়ে—আবু ইয়ুসুফ বোগদাদের কাজী ছিলেন।

সেকালে বিচারকেরা নিখুঁত সুবিচারের জন্য নিজেদের ঈশ্বরের নিকট দায়ী মনে করিতেন। "বাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু এক রকম সাক্ষী সাবুদ যখন খাড়া করিয়াছে তখন নথি দোরস্ত মাত্র লক্ষ্যে রাখিয়া উহাকেই ডিক্রি দিলাম"—এরূপ নিশ্চিন্তভাব তাঁহাদের ছিল না। এখনও হাকিমদের স্বেচ্ছায় সাক্ষী তলব করিয়া লওয়ার ক্ষমতা ফৌজদারীতে কিছু বাকী আছে; দেওয়ানীতে নাই!

কোন সময়ে একটী উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় জটিল মোকদ্দমায় যথেষ্ট পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়াও কাজী সাহেব নিজের মনঃপূতভাবে উহার ঠিকানা করিতে না পারিয়া বলিলেন "আমি এই মোকদ্দমার

ঠিকানা করিতে পারিলাম না—খলিফার নিকট ইহা দিব! ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে ইহার ঠিকানা করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন।"

কাজীর কথা শুনিয়া আদালতে উপস্থিত একজন রাজপারিষদ বলিলেন "খলিফা কি আপনার অজ্ঞতার জন্য এত টাকা মাসোহারা দিয়া থাকেন!" কাজী সাহেব স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! আমি যাহা অল্প স্বল্প জানি তাহার জন্য খলিফা আমাকে যথেষ্ট বৃত্তি দান করেন বটে, কিন্তু আমি যাহা যাহা জানি না তাহার জন্য যদি উহাঁকে মাসোহারা দিতে হইত তাহা হইলে উহাঁর অতুল্য রাজকোষ এক দিনেই শূন্য হইয়া যাইত।"

৬০। ধর্ম্মব্যাখ্যা পুনরুক্তির প্রয়োজন।

কোন প্রসিদ্ধ উপদেশক তাঁহার বক্তৃতায় নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সমাবেশ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতেন, কিন্তু শেষের কথা সেই একই—সংযত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রীতিপূর্ণ, ভগবদ্ভক্ত, হইতে উপদেশ—এক কথায় ধার্ম্মিক হইতে উৎসাহ দান। এক ব্যক্তি উহাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যা অনেকবার অনেক স্থানে শুনিয়াছিলেন। একদিন বলিলেন "আপনার ব্যাখ্যানের শেষটা বড় এক ঘেয়ে পুরাতন কথার পুনরুক্তি মাত্র।" উপদেশক স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! ঐ সনাতন ও একান্তই পুরাতন উপদেশ যদি সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর গভীরতর ভাব এবং মধুরতর রস পাইতেছ এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমার আর উপদেশ শুনিতে আসার প্রয়োজন নাই!"

৬১। নিখুঁত কার্য্য প্রধান মন্ত্রীর।

কোন রাজা তাঁহার অপর মন্ত্রীদিগকে যে বেতন দিতেন প্রধান মন্ত্রীকে তাহার চতুর্গুণ বেতন দিতেন। অপর মন্ত্রীদিগের মনে হইত "আমরা

যেরূপ কাজ করি, উনিওত সেইরূপই করেন তবে উহাঁর এত অধিক বেতন এবং এরূপ অধিক খাতির কেন? উহাঁর কোন্ কাজটা আমরা করিতে না পারি!" একদিন রাজার নিকট উহাঁরা ঐকথা বলিয়া ফেলিলেন। রাজা বলিলেন "বেশ। আমি প্রধান মন্ত্রীকে আজ ছুটী দিতেছি! আপনারাই উহাঁর কাজ চালাইয়া দেখুন।"

রাজ সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপথ হইতে বাদ্যভাণ্ডের শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে রাজা অন্যমনস্ক ভাবে এক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ?" মন্ত্রী একজন জমাদারকে বলিলেন "দেখিয়া আইস কিসের শব্দ।" জমাদার বাহিরে গেল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া মন্ত্রীকে বিবরণ জানাইল। মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন "বিবাহের বর যাইতেছে—তাহারই বাদ্যের শব্দ।" রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহাদের বিবাহ?" মন্ত্রী জমাদারকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিতে পারিল না। মন্ত্রী তখন নিজে তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন "ছত্রিদের বিবাহ।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার বর?" অপর এক মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "অমুক গ্রামের।" রাজা তখন প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং উহাঁকেও জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ।" মন্ত্রী বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং কিছু বিলম্বে একখানি কাগজ হস্তে ফিরিয়া আসিয়া রাজার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন এবং আরও অধিক সম্বাদ বলিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহাও বলিলেন। কোন গ্রামের বর; কোন গ্রামের কন্যা; বরের কে কে সঙ্গে যাইতেছে; সঙ্গে তলোয়ার, বন্দুক, পাল্‌কী, ঘোড়া কত; কত টাকা যৌতুক; কত গুলি মশাল; কোন বিবাদ

সদালাপ।

বিসম্বাদের সম্ভাবনা আছে কি না; গ্রামে দলাদলি আছে কি না; উহাদের ঐ গ্রামে পূর্ব্বে কোন বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে কি না; বরের বয়স, চেহারা, শিক্ষা ইত্যাদি।

রাজা অপর মন্ত্রীদিগের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া বলিলেন—"যখন আমি কোন পেয়াদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই কথারই উত্তর প্রত্যাশা করি। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান উচ্চ কর্ম্মচারীকে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁহার দ্বারা সে বিষয়ে নিখুঁত ও সর্ব্বদিগ্-দর্শী অনুসন্ধান হওয়া উচিত নয় কি?"

৬২। নিখুঁত হিন্দু বিচারক রাম শাস্ত্রী।

ভারতের মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের সময়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল রামশাস্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। ইনি আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাধিকারের নিস্পৃহতার, নির্ভীকতার এবং অবিচলিত ন্যায়পরতার উচ্চাদর্শ দিয়া গিয়াছেন। ভারতে স্বদেশীভাবের গভীরতা বৃদ্ধি যতই হইবে ততই স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় মহাত্মাদিগের উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া এ দেশীয় লোকে নিজ নিজ চরিত্র গঠনে প্রয়াসী হইবেন; সমাজে অধিকতর সংখ্যক ভাল লোকের গঠনে এবং তাঁহাদের কার্য্যেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশের কল্যাণ জেলাস্থিত মাহলী গ্রামে রামশাস্ত্রী প্রভুনের জন্ম হয়।

রাণাডে, তেলং, মাণ্ডলিক, কড়কে প্রভৃতি শব্দ যেমন সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয় নামের পরে থাকে, তেমনি "প্রভুনে" শব্দ রামশাস্ত্রীর নামে যুক্ত ছিল। ঐ সকল শব্দ অধিকাংশই প্রাচীন গ্রামের নামের সহিত সংসৃষ্ট; যেমন বেগের গাঙ্গুলি, প্রভৃতি শব্দে বঙ্গদেশেরও কোন কোন

বংশের পদবীর সহিত গ্রামের সংস্রব আছে, তবে এখন আর তাহা সাধারণতঃ প্রকাশিত থাকে না।

শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হইলে রাম ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠতাতের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর গৃহ-ত্যাগ করিয়া সেতারা দেশের একজন ধনী শেঠের বাড়ীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। লেখাপড়া কিছুই শেখা হয় নাই। বাল্য-কালে সন্তরণে এবং ব্যায়ামেই তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাহাতেই দিন কাটিত। বালকের সরলতায় এবং বিশ্বস্ততায় মনিব বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে একদিন বণিকের বাড়ীতে পাকের জন্য জল তুলিয়া আনিবার সময় রাম দেখিলেন যে মনিব কতক-গুলি উৎকৃষ্ট মুক্তা ক্রয় করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছেন। বালকের চক্ষু মুক্তার জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। যুবক জলের ঘড়া স্কন্ধে তদ্গত চিত্তে মুক্তা দেখিতেছে ইহা মনিবের চক্ষে পড়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ কি?" সরল ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর করিল "মুক্তা পরিতে সাধ হইতেছে।" মনিব হাসিয়া বলিলেন "খুব বড় বড় পণ্ডিতেরা আর রাজা মহারাজারা, আর মহাবীর সেনাপতিরাই মুক্তা ধারণ করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ যুবকের মনে বড়ই লজ্জা হইল; লেখা পড়া শিখিলে মহা-পণ্ডিত হয় ত হইতে পারিত, ইহাও মনে হইল। সরল যুবক মনিবকে তখনই বলিল "যদি ৺ কাশী যাইতে পাই ত লেখা পড়া শিখি।"

বণিক রামের সরলতায় প্রীত ছিলেন; ব্রাহ্মণ যুবকের লেখাপড়া শিখিতে আগ্রহ শুনিয়া উহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন-কার দিনে সেতারা হইতে ৺ কাশী যাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু তখনকার বড় বড় শেঠদিগের ভারতের নানাস্থানে কুঠি ছিল এবং

উহাঁদের নিজেদের ডাক বন্দোবস্তও থাকিত। বণিকের সাহায্যে রাম ৺কাশীতে পৌছিলেন। বল্লমভট্ট পারাগুণ্ডে তখন ৺কাশীতে একটী বিখ্যাত পাঠশালা চালাইতেছিলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র আহারাদি পাইত এবং সুশিক্ষিত হইত। জয়পুরের বিখ্যাত মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহ ঐ পাঠশালার খরচের জন্য বার্ষিক লক্ষ টাকা দিতেন। পুণার পেশোয়ারাও উহাতে বার্ষিক টাকা দিতেন। বল্লমভট্টের নিকটে ১৯ বৎসর বয়সে রাম নিরক্ষর অবস্থায় পৌছিয়া গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিদ্যাভিক্ষা চাহিলেন। বল্লমভট্ট আগন্তুকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কি পড়িয়া আসিয়াছ?" সরল রাম উত্তর করিলেন, "কিছুই পড়ি নাই, কিছুই জানি না।" শত শত বিদ্যার্থী এই উত্তরে হাস্য করিয়া উঠিল।

বল্লম ভট্টের জামতাও অনেক বয়সে প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিল; উহার সহিতই রামের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বল্লম ভট্ট উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৃঢ়শরীর, সদাচারী, সত্যবাদী, সরলমনা এবং বিদ্যাশিক্ষায় একান্ত আগ্রহান্বিত রাম শীঘ্র শীঘ্র পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সনাতন ধর্ম্মের নিষ্কামতা, পবিত্রতা, উদারতা উহাঁর সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইল। শাস্ত্রশিক্ষা পাইয়া আর ঐহিক বিষয়ে আসক্তি রহিল না; রাম অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অমূল্য মুক্তার ন্যায় অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে নিরক্ষর রাম সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পবিত্র রাম শাস্ত্রী হইয়া ৺কাশী হইতে স্বগ্রামে ফিরিলেন।

তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মশীলতা, তেজস্বিতা এবং সরলতার সৌরভ সেই সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদে পৌছিল। বালাজী বাজীরাও পেশোয়া উহাঁকে মহা সমাদরে আনাইয়া সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্মা-

ধিকারের পদ দিলেন। পুণায় অর্দ্ধভারতের অধীশ্বর পেশোয়ার হাই-কোর্টে তিনি প্রধান বিচারপতি হইলেন। তাঁহার নির্ভিকতা, সরলতা এবং ন্যায়পরতার জন্য পেশোয়া পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সম্ভ্রম করিতেন। তিনি ধর্ম্মভীরু কয়েকজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিতকে বাছিয়া সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। মাধবরাও পেশোয়া হইয়া (১৭৬১) রামশাস্ত্রীর সহায়-তায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

মাধবরাও খামখেয়ালী লোক ছিলেন। কিছুদিন পরে যোগ সাধনের দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িল। কয়েকজন সন্ন্যাসী জড় করিয়া তিনি যোগ সাধনাতেই রত থাকিতে লাগিলেন। একদিন রাম শাস্ত্রী রাজকীয় কার্য্যের জন্য পেশোয়ার নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পেশোয়া ধ্যানস্থ। রামশাস্ত্রী পেশোয়ার লোকদিগকে বলিয়া গেলেন যে তিনি যে আসিয়াছিলেন যেন পেশোয়াকে এ সংবাদ দিয়া রাখা হয়। পেশোয়ার ধ্যান ভঙ্গের পর সে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। অনেক পরে রামশাস্ত্রী আবার আসিলেন এবং ৺ কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিন্দু রাজ্যে "চাকরী ছাড়িয়া দিতেছি" বা "কাজ আর করিব না" বা আমার "ইস্তফা লউন" এরূপ অপ্রিয়ভাবে উক্ত না হইয়া ঐ কথাই "তীর্থবাস ইচ্ছা" প্রকাশে বলা হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট আসিয়া শাস্ত্রীকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেজন্য পেশোয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যই করিতেছিলেন, তজ্জন্য তিনি বরং প্রশংসাই পাইতে পারেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাজ ছাড়া শাস্ত্রীর সঙ্গত নয়, যুবক পেশোয়া এরূপ তর্কও তুলিলেন। রামশাস্ত্রী উত্তর করিলেন "ব্রাহ্মণের যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহা করিবার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত চলুন। দুজনেই রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম

ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—রাজ্যপালন—হাতে লয়, তাহা হইলে সেই কার্য্য অতীব সুচারুরূপে—সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষাই উৎকৃষ্টতররূপে পালন ব্যতীত সে দোষের অন্য কোনই প্রতিবিধান নাই। রাজ্যভার ত্যাগ না যদি করেন তবে আপনার প্রজাদের সুখে সচ্ছন্দে পালন অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য আপনার অন্য কিছুই নাই। কর্ত্তব্য পালনেই ধর্ম্ম।”

পেশোয়া মাধবরাও শাস্ত্রীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যোগাভ্যাসের “বাড়াবাড়ি” ত্যাগ করিলেন। [কি সুন্দর কর্ত্তব্যব্যাখ্যা! আমরা সকলেই আপনাপন হাতের কাজ খুব ভাল করিয়া করিলে দেশের দশা অবিলম্বেই ফিরিয়া যায়!]

পুণার পরম হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা পেশোয়াদিগের রাজত্বকালে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অখণ্ড ভারতের তৎকালীয় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের) এক একটী কংগ্রেস বা সম্মিলনী হইত। উহাতে ডেলিগেটদিগকে চাঁদা দিতে হইত না এবং নিজের খরচেও খাইতে হইত না এবং পথের খরচও নিজের লাগিত না। পেশোয়া ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা দক্ষিণা বিতরিত করিতেন। এক বৎসর ১৯ লক্ষ টাকা বিতরিত হইয়াছিল। ৺কাশী, মিথিলা, কাশ্মীর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন। পণ্ডিত হিসাবে দক্ষিণা ২০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। তখন ১৲ টাকায় এক মণ চাউল ছিল। সাধারণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে ২৲ টাকা দেওয়া হইত। পণ্ডিতদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার রামশাস্ত্রী নিজেই করিতেন। একদা নানা ফড়নবীশ টাকার বস্তা লইয়া বসিয়া আছেন; পার্শ্বে রামশাস্ত্রী। দক্ষিণা বিতরণ হইতেছে। রামশাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিলেন। উহাঁকে দেখিয়া নানা

ফড়নবীশ ২০৲ টাকা গণিয়া রামশাস্ত্রীর হাতে দিলেন। কিন্তু রাম-শাস্ত্রীর ভ্রাতা নিরক্ষরপ্রায় ছিলেন। রামশাস্ত্রী ২৲ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা ফড়নবীশের হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং অনুচ্চ স্বরে বলিলেন "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ; বাড়ীতে ইহাঁর চরণবন্দনা আমি করিয়া থাকি; কিন্তু 'এখানে' আমি ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 'সুবিচারের' জন্যই বসিয়া আছি। আমার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উহাঁর যাহা প্রাপ্য তাহার অধিক বিদায় দিতে দিব না।"

রামশাস্ত্রী বাড়ীতে একদিনের মত আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। সিধায় বেশী কিছু আসিলে দান করিয়া ফেলিতেন। উহাঁকে জায়গীর দেওয়ার চেষ্টা বৃথা জানিয়া পেশোয়া রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপালকে ৩২০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের জায়গীর দিতে চাহেন। রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপাল লেখাপড়া জানিতেন না। রামশাস্ত্রী বলেন "উহাকে ওরূপ পুরস্কার দিবেন না। মজুরি করিয়া দৈনিক আহার্য্য পাইবে, ইহারই জন্য গোপাল উপযুক্ত। আমার খাতিরে রাজ্যের ধন অপব্যয় করিলে আমারও প্রত্যবায় হইবে।" রামশাস্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপালকে শাস্ত্রী উপাধি (!!) এবং ঐ ৩২০০৲ টাকার জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল।

বালাজী বাজীরাও পেশোয়ার ডাক নাম ছিল "নানা সাহেব।" তখন ভারতের সকলেই "বাবু সাহেব" হন নাই এবং "রায় সাহেবের" এবং রায় বাহাদুরের তখন ছড়াছড়ি ছিল না। প্রথমতঃ কেবল পেশোয়ার গোষ্ঠীয়দিগকেই "সাহেব" বলা হইত। ক্রমে পরবর্ত্তী পোশোয়াদের সময় টাকাওয়ালা সকলেই "সাহেব" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু রামশাস্ত্রী পেশোয়া বংশীয়দিগের ভিন্ন অপরের নামের পর ঐ "সাহেব" উপাধি স্বীকার করিতেন না। দেওয়ান নানা ফড়নবীশের যখন দরবারে অতুল্য প্রতিপত্তি তখন তিনি একদিন রামশাস্ত্রীর জন্য

পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন। বেহারারা বলিল "নানা সাহেব আপনার জন্য পাল্কী পাঠাইয়াছেন।" শাস্ত্রী পাল্কী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "নানা সাহেব (বালাজী বাজীরাও পেশোয়া) বহুকাল হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর কোন "নানা সাহেবকে" ত আমি চিনি না!"

কোন সময়ে একজন সাধারণ বৈষ্ণবী রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে কলিযুগে তাহারা অনেক থাইবে—অসতী হইবে ইত্যাদি। কিন্তু এদিকে বিধবা বিবাহ নিবারণ করিয়াছেন; এ কেমন?" স্ত্রীনিন্দায় ব্যথিতহৃদয় সরলমনা তেজস্বী শাস্ত্রী উত্তর করিলেন; "মা! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক। শাস্ত্রকারেরা সকলেই পুরুষ মানুষ ছিলেন। যদি স্ত্রীলোকেও শাস্ত্রকার হইতেন তাহা হইলে এত স্ত্রীনিন্দা থাকিত না।" এই প্রসঙ্গে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রী পরস্ত্রী মাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করিতেন এবং স্ত্রীনিন্দার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু "সাধারণ ভাবে" সকল শ্রেণীর বিধবার বিবাহ দেওয়ার কথার সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই।

সর্দ্দার পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন পেশোয়া মাধবরাওয়ের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার আট বৎসরের কন্যা বিবাহের চারি দিনের পরই বিধবা হইলেন। শোকাতুর ব্রাহ্মণ সর্দ্দার—কন্যার পিতা—মহাত্মা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কন্যাটি কি স্বামীর দেহের সহিত পুড়িয়া মরিবে, কি উহার পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে? শাস্ত্র কি বলেন?" শাস্ত্রী উত্তর করিলেন "শাস্ত্রানুসারে 'এ ক্ষেত্রে' পুনর্ব্বার বিবাহই বিধি।" পেশোয়ার রাজবাটীতে পণ্ডিতদিগের মহাসভা আহূত হইল, নানা ফড়নবীশ দেশস্থ (খাস মহারাষ্ট্রের) এবং কোকনস্থ (কনকানের) এবং ✓ কাশীর সমস্ত বড় পণ্ডিতের মত একত্র করিলেন। পুণার মহাসভায়

পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে, রামশাস্ত্রীর ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু পরশুরাম ভাউ নিজের এবং বিশেষতঃ কন্যার জন্য সামাজিক হীনতা স্বীকার করিতে এবং কুলাচার ত্যাগ করিয়া কন্যাকে তাহা করাইতে পারিলেন না।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই যে উচ্চাদর্শ তাহাতে সন্দেহ কি? তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ কন্যারা এবং ব্রাহ্মণেতর বংশীয়া ভাল হিন্দুগৃহস্থ কন্যারা ঐ উচ্চাদর্শ হইতে নামিবার কথায় নিজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রতিবাদী। তবে যাহাদের মনে সেরূপ তেজ নাই, এবং পবিত্রতা রক্ষার ক্ষমতা নাই, তাহারা যে বর্ণেরই হউক যেমন এক হিসাবে পুনর্ব্বার বিবাহের যোগ্যা তেমন আর এক হিসাবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে থাকিয়া সন্তান জননী হইবার অযোগ্যা বলিয়া হিন্দু সাধারণের একটা গূঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাও একটা চক্রান্তে হত হন। রঘুনাথ রাও এবং তৎপত্নী আনন্দী বাই ঐ চক্রান্তের মূল ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় রঘুনাথ রাও পেশোয়ার গদি দখল করিলে রাম শাস্ত্রী প্রথমটায় তাঁহার রাজসভায় যান নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যখন রঘুনাথ রাও ঐ কার্য্যে বিশিষ্টভাবে লিপ্ত থাকার কথা ঠিক জানিতে পারিলেন তখন রামশাস্ত্রী রাজ সভায় গেলেন এবং গিয়াই পেশোয়া রঘুনাথ রাওকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন "তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজা নারায়ণ রাওয়ের বধে লিপ্ত থাকায় রাজহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার অপরাধী হইয়াছ।"

ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া নারায়ণরাও তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে বিদ্রোহী সন্দেহ করিয়া রাজবাটীর মধ্যেই প্রহরী বেষ্টিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখায়, রঘুনাথ রাও ক্রুদ্ধ হইয়া পেশোয়াকে ধরিবার জন্য তাঁহার অনুগত সোমার সিং এবং ইউসুফ খাঁকে একখানা লিখিত পরোয়ানা দিয়াছিলেন। পেশোয়ার আসনে উপবিষ্ট, পূর্ব্ব পেশোয়ার হত্যায় লিপ্ত, দুর্দ্দান্ত

অস্ত্রধারী অনুচরবেষ্টিত রঘুনাথ রাওকে প্রকাশ্য সভামধ্যে নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মহত্যা এবং প্রভুহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রঘুনাথ রাও উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও চাহিয়াছিলেন। সেই আসল পরোয়ানাই তখন রামশাস্ত্রীর হস্তে ছিল; উহার অস্বীকৃতি সম্ভবে নাই। কথিত আছে যে ঐ পরোয়ানায় "ধর্‌বে" শব্দ "মারবে" তে পরিবর্ত্তিত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী আনন্দী বাই স্বহস্তে করিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক পেশোয়ার সৈন্যদের মধ্যে এবং চাকরদের মধ্যে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যার দোষ রঘুনাথ রাওকে প্রকৃতই অর্শিয়াছিল। ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সত্যপরায়ণ এবং নির্ভীক ধর্ম্মাধিকারদিগের আদর্শ রামশাস্ত্রী দৃঢ়ভাবেই রঘুনাথ রাওকে দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন—"তুষানলই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তুমি জীবিত থাকিয়া এ দোষের ক্ষালন করিতে পার না। ঐ প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড পূর্ণভাবে গ্রহণই ইহপরকালে তোমার একমাত্র উপায়। নচেৎ তোমার বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ আর সম্ভবে না। তুমি ঐ দণ্ড গ্রহণ না করিলে আমি আর এই রাজ্যের কোন কার্য্য করিব না এবং তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে আমি আর পুণায়ও ঢুকিব না।"

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস লেখক গ্রাণ্টডফ সাহেব প্রকৃতই লিখিয়াছেন "রামশাস্ত্রী তাঁহার নিজের জীবনের উদাহরণেই তাঁহার স্বদেশীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল পাকা এবং আজও মান্য হইয়া আসিতেছে; উহার কোনটীতেই ভুল দেখা যায় না। তাঁহার অনালস্য এবং বিচারকার্য্য সুচারুরূপে করিবার জন্য যত্ন এবং উদ্যম এবং নির্ভীক ন্যায়পরতা অতুলনীয়। অত বড় কাণ্ডের—একজন পেশোয়ার হত্যার—ভিতরের 'মূল' পরোয়ানা খানা হস্তগত

করিতে পারাতেই বৃদ্ধশাস্ত্রীর উদ্যম ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তিনি 'নিখুঁত' ঠিকানা করিয়া লইয়া তাহার পর রাজসভায় শেষবারের জন্য গিয়াছিলেন। যিনি যত বড় ও ক্ষমতাপন্ন লোকই হউন না, নির-পেক্ষ, লোভশূন্য, দৃঢ়চরিত্র রামশাস্ত্রী অপরাধী মাত্রেরই ভয়ের পাত্র ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন এবং একদিনের অধিক আহার্য্যও সংগ্রহ রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিয়া বা কিছু বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করার চেষ্টা একান্তই ব্যর্থ হইত।"

৬৩। নির্ভয় — জুলিয়স সীজার।

জুলিয়স সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতেছে শুনিয়া তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণ তাঁহাকে নিরস্ত্রভাবে ও রক্ষকহীন হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করিতে নিষেধ করিলে তিনি উত্তর দেন "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে, তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ হয়; আমি একবার মাত্র সে যন্ত্রণা ভোগ করিব।"

৬৪। নিরহঙ্কার — খলিফা ওমরের।

মহাত্মা ওমর শত-তালিযুক্ত জামা পরিয়া ছিন্ন পাদুকা পায়ে দিয়া, এবং ছেঁড়া উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া থাকিতেন। কখন কখন এই অবস্থাতেই তিনি মস্তকে কলসী লইয়া বিধবাগণের জল জোগাইতেন। পরিশ্রান্ত হইলে মসজিদের নিকটে মাটির উপর শুইয়াই ঘুমাইতেন।

তিনি অনেকবার মদিনা হইতে মক্কা যাওয়া আসা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে কখন তাঁবুর ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার দৈনিক ব্যয় দুই দেরহাম অর্থাৎ সাড়ে দশ আনা মাত্র ছিল।

একদিন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আরব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন তিনি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া একটী উটের পশ্চাতে দৌড়া-দৌড়ি করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া খলিফা ওমর বলিলেন "সরকারী একটী উট পলাইয়া যাইতেছে ; আসুন ইহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করি।" ইহা শুনিয়া উহাদের একজন বলিলেন "আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন। কোন দাসকে আদেশ করিলেই ত হয়।" মহাত্মা বলি-লেন "আমা অপেক্ষা আবার নিম্নতর দাস কে?"

তিনি একদিন মস্‌জিদে কোরাণ পড়িতে পড়িতে বলিলেন "সকলে শুমুন! এক সময়ে আমি এমন দরিদ্র ছিলাম যে আমি লোকের জল বহন করিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ যে খর্জ্জুর পাইতাম তাহা খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতাম। অদ্য একথা এ সময়ে আপনাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে আজ এক সময়ে আমার মনে একটু অহঙ্কারের উদয় হইয়া পড়ায় তাহার দমনের প্রয়োজন হইয়াছিল।"

৬৫। নিরহঙ্কার সোলেমান ফার্শী।

একদিন মহাত্মা সোলেমান ফার্শী তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যদলের শিবির হইতে বাহির হইয়া সামান্য বেশে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একজন ঘেসেড়া শিবিরে ঘাস সরবরাহ করিবার জন্য গাধার পৃষ্ঠে ও নিজের মাথায় ঘাসের বোঝা লইয়া যাইতেছিল। সে সামান্যবেশী রাজাকে বেগার ধরিয়া নিজের মাথার বোঝাটা তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিল। রাজ্যাধিপতি ঘাসের বোঝা মাথায় উহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। শিবিরে পৌছিলে সৈন্যদল এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘেসেড়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া রাজার পদতলে পড়িল। মহাত্মা সোলেমান ফার্শী বলিলেন, "ভাই! তোমার কোন দোষ নাই ; আমি

তিনটি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ইহা করিয়াছি। (১) গর্ব্বত্যাগ, (২) বৃথা লোকলজ্জা ত্যাগ, (৩) প্রত্যেক প্রজার সুখ দুঃখের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। এই জন্যই তোমার বোঝা বহিয়া শিবিরশুদ্ধ লোকের নিকট আসিয়াছি। আর কখন কাহাকেও 'বেগার' ধরিও না। নিজে পরিশ্রম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিও।"

৬৬। নীরব দান — বিশপ টেলরের কথা।

আজিকালি, এই বিজ্ঞাপনের যুগে, দানের পরিমাণ কম এবং ঘোষণা অধিক হইতেছে। এখন একটা কূপ খনন করাইলে বা একটা ডোবার পঙ্কোদ্ধার করাইলে তাহার জন্য মর্ম্মর প্রস্তরে নাম খোদিত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত বড় বড় পুরাতন দীঘি ও দেবমন্দির এদেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান অথচ উহারা কাহার প্রস্তুত তাহার কোন নিদর্শন রাখার চেষ্টা হয় নাই। ঐ সকল সৎকার্য্যের ফল শ্রীভগবানে অর্পিত হইত এবং চিত্রগুপ্তের খাতায় লিখিত থাকিত মনে হইত। আধুনিক বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর আমাদের সম্বন্ধে "পাশ্চাত্য রোগের সংক্রামণ" বটে, কিন্তু উহা "খৃষ্টীয়" ব্যবস্থা নয়। "তোমার বাম হাত পর্য্যন্ত যেন জানিতে না পারে, যে ডান হাতে কাহাকে দিলে" —ইহাই খৃষ্টের উপদেশ।

কোন মিশনরি কার্য্যের সাহায্যের জন্য প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদির পর চাঁদা উঠিতেছিল; একজন প্রস্তাব করিলেন যে, সকল চাঁদাদাতারই নাম খবরের কাগজে ছাপান হউক; তাহাতে দরিদ্রেও দান করিতেছে দেখিয়া অপরেও দিতে পারে। বিশপ-টেলর বলিলেন "নাম ছাপাইয়া কাজ নাই।" প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন "স্বয়ং যীশু খৃষ্ট এক দরিদ্র বিধবার এক কড়ি (মাইট) দান সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান বলিয়া প্রচার করিয়া-

ছিলেন; সুতরাং দানের সম্বাদ প্রচার করা অন্যায্য কর্ম্ম নয়।" অনেকেই ঐ যুক্তি সমর্থন করিলে বিশপ টেলর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "সেই বিধবার নাম কি বলুন দেখি? যীশু খৃষ্ট কি তাহার নাম ধরিয়া তাহার দানের কথা বলিয়াছিলেন?"

৬৭। ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি গ্যাসকইন।

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার এক ভৃত্য কোনরূপ অসদাচরণের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন। যুবরাজ হেন্‌রী ভৃত্যের জন্য ঐ মোকদ্দমায় তদ্‌বির করিলেও প্রধান বিচারপতি গ্যাসকইন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন। যুবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া আদালতের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভৃত্যকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

প্রধান বিচারপতি মহাশয় যুবরাজকে বিনম্রভাবে আইনের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া পরামর্শ দিলেন "আপনি যদি ভৃত্যকে মুক্ত করিতে চাহেন তাহা হইলে উহাকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজা চতুর্থ হেনরীর নিকট আবেদন করুন।"

যুবরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, বিচারপতি গ্যাসকইন যুবরাজকে দৃঢ়ভাবে আদালত হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

যুবরাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বিচারাসনের দিকে অগ্রসর হইলে সকলেরই মনে হইল তিনি বিচারপতিকে প্রহার করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু খানিকটা যাইয়াই যুবরাজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি বিচারপতির গম্ভীর এবং তেজঃপ্রদীপ্ত মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গ্যাসকইন তখন যুবরাজকে বলিলেন "আমি

এই বিচারাসনে বসিয়া এই রাজ্যের রাজার সম্মান রক্ষা করিতেছি। আদালতের যথাবিধি সম্মান রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আপনি যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন তাহাদের নিয়মানুগামিতার আদর্শ হওয়াই আপনার পক্ষে সুসঙ্গত। যে অবাধ্যতা এবং আদালতের প্রতি অমর্য্যাদা আপনি অদ্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কারাবদ্ধ করিতে আদেশ দিতেছি।

যুবরাজ তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের কৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং বিনা আপত্তিতে জেলে গেলেন। তাঁহার পিতা চতুর্থ হেনরী এই ব্যাপার অবগত হইয়া মহানন্দে বলিয়াছিলেন "আইনের মর্য্যাদা এরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ বিচারক যে রাজার রাজ্যে আছেন তিনি নিশ্চয়ই সুখী, এবং আইন উল্লঙ্ঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া যে রাজার পুত্র অবনত মস্তকে সেই দণ্ড গ্রহণ করে সে রাজাও সুখী।"

৬৮। নির্লোভ কুটীরবাসীর।

কোন সময়ে একজন ধনী রুসীয় বণিক রুসীয়ার একটি পল্লীগ্রামে কোন দরিদ্রের কুটীরে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গাঁঠরি বাঁধিবার সময় তিনি ভ্রমবশতঃ একটী মোহরের তোড়া ঐ কুটীরে ফেলিয়া যান। তিন মাস পরে ঐ ধনী ব্যক্তি পুনর্ব্বার ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় ঘটনাক্রমে বিশ্রামের জন্য ঐ কুটীরেই উপস্থিত হন। পথের কোনস্থানে কিরূপে তিনি মোহরের তোড়াটী হারাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই এবং মোহরগুলি পুনরায় প্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কুটীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে ঐ কুটীরবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল "মহাশয়! আপনার মোহরগুলি

লউন। আপনার নাম ধাম না জানায় ফেরত দিবার উপায় করিতে না পারিয়া উহা পুঁতিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বণিক দরিদ্র কুটীরবাসীর সাধুতায় মোহরগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এবং ওরূপ ভাললোকের পুত্রকে ব্যবসায়ে সহকারী স্বরূপ পাইবার জন্য, বৃদ্ধের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ ব্যবসায়ে একটী ভাল কাজ দিলেন।

৬৯। পণ্ডশ্রম খুঁৎ দেখায়।

এক গৃহস্থের পুত্র কমলালেবু কিনিবার জন্য লেবুওয়ালাকে ডাকিলে সে বাজরা নামাইল। ছেলেটী লেবুগুলি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটী করিল, কিন্তু তাহার মনোমত লেবু একটিও মিলিল না। কিছুক্ষণ পরে, আর দুই জন লেবুওয়ালা তথায় আসিলে, গৃহস্থ পুত্র তাহাদেরও ডাকিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে লেবু পরীক্ষা করিয়া একটিও পছন্দ না হওয়ায় ফিরাইয়া দিল। একজন সন্ন্যাসী তথায় দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। তিনি বালকের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি এই লেবুটা লও।" ইহা বলিয়া, বাজরা হইতে একটা লেবু তুলিয়া সেই বালকের হস্তে দিলেন। বালক লেবুটা হস্তে ধরিয়া কহিল, "ইহা একটু কাঁচা।" সন্ন্যাসী বলিলেন "বিশ্বাস করিয়া খাইয়াই দেখ ভালই লাগিবে।—এরূপে খুঁৎ বাছিয়া নিজের ও পরের কত সময় নষ্ট করিবে?" বালক অবাক হইয়া রহিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছ, উহাতে কি খুঁৎ নাই? উহা অপেক্ষা ভাল বস্ত্র কি পৃথিবীতে নাই? যদি থাকে তবে কেন উহা পরিয়াছ? বেশী খুঁৎ বাছিতে গেলে কোন কাজই হয় না। যাহা হাতে আসে তাহাই ভক্তিভাবে তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট মনে করিয়া খাও, পর, কর।"

৭০। পণ্ডিতের সম্মান — হিন্দু মুসলমানের।

একসময়ে খলিফা হারুণ অল রসিদ আবু মারিয়া নামক একজন অন্ধ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। আহার্য্য আসিয়া পৌঁছিলে, খলিফা নিজেই আবু মারিয়ার হাত ধুইয়া দিলেন। আবু মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হাত কে ধৌত করাইল?" খলিফা বলিলেন "আমি।" তখন আবু মারিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন "আপনি আলেম (পণ্ডিত) দিগের প্রতি এতদূর সম্মান প্রদর্শন করেন!" এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পা ধুইয়া দেওয়া বাটীর কর্ত্তা বা পুত্র বা ভ্রাতাই করাইয়া দিবার রীতি আজও ভাল হিন্দুর ঘরে আছে।

৭১। পদগর্ব্ব — মার্কিণ করপোরালের।

মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধকালে একজন মার্কিণ করপোরাল কতকগুলি সৈন্যের নেতা হইয়া কোন স্থানে গড়বন্দী প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। একটী বড় কড়িকাষ্ঠ উচ্চে তুলিয়া বসানর জন্য সৈন্যগণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বড়ই ভারী বলিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে করপোরাল হুকুমই দিতেছেন, ঐ কার্য্যে নিজে হাত দেন নাই। তিনি বলিলেন "কড়িটা বড় ভারি ইহারা পারিয়া উঠিতেছে না—আপনি হাত দিতেছেন না যে!" করপোরাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিল "মহাশয়! আমি করপোরাল!" আগন্তুক উত্তর করিলেন "বটে! অপরাধ মাপ করিবেন;" এই বলিয়া তিনি সেই মহামান্য (!) করপোরালকে টুপি খুলিয়া সেলাম করিলেন ও ঘোড়া হইতে নামিলেন। পরে কোট খুলিয়া কামিজের

আস্তিন গুটাইয়া কড়ি তুলিবার কার্য্যে সৈন্যগণের সহিত নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইল; কিন্তু তাঁহার ধরণে অনু-প্রাণিত হইয়া সৈন্যগণ একোদ্যমে মহোৎসাহে সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করায় কড়ি উপরে উঠিল। তখন আগন্তুক বলিলেন "করপোরাল সাহেব! এরূপ কঠিন কার্য্য পড়িলে আপনার প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তিনি 'আবার' আপনার কার্য্য করিয়া দিতে আসিবেন।"

করপোরালের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! কিন্তু ঐ আগন্তুকই যে উহাদের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন, ইহা জানিতে পারিয়া মার্কিণ সৈন্যগণ তাঁহার মহানুভাবতায় এবং সৈন্যদিগের সহিত সহানুভূতিতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া জয়ধ্বনি করিল।

এইরূপ নেতাই অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে একোদ্যমে পূর্ণ শক্তির প্রয়োগে অভ্যস্ত করিয়া যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলেন!

৭২। পদগর্ব্ব — রুসীয় মেজরের।

এক সময়ে রুসীয় সম্রাট প্রথম আলেক্জাণ্ডার ছদ্মবেশে একাকী পশ্চিম রুসীয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। একটী ছোট সহরে গাড়ীর আড্ডায় ডাকের ঘোড়া বদল করার সময় তিনি সহরটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। পথে দেখিলেন একজন রুসীয় অফিসার পূর্ণ সামরিক বেশে সুসজ্জিত হইয়া চৌরাস্তার মোড়ে একটা বাড়ীর রোয়াকে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাইতেছে। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই! কালোগা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা?" ওরূপ সামান্য বেশধারী ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় একজন মেজরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করায় মেজরের একটু বিরক্তি হইল। তিনি

সংক্ষেপে বলিলেন "ডাইনে।" মদগর্ব্বে স্ফীত মেজরের দাঁড়াইবার ও কথা কহিবার ধরণ দেখিয়া সম্রাট মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "মহাশয় যদি ক্ষমা করেন তাহা হইলে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।" মেজর বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন "কি ?"

সম্রাট। "সৈন্যদলে আপনি এখন কোন্ পদে আছেন ?" মেজর চুরুটের ধোঁয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকেই খুব জোরে ছাড়িয়া বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "আন্দাজ কর।"

প্রশ্ন। "লেফ্‌টেনেণ্ট ?" উত্তর "উচ্চে।" "কাপ্তেন ?" "আরও উপরে।" "মেজর ?" "এতক্ষণে—ঠিক !" চুরুটের ধোঁয়া খুব উড়িতে লাগিল।

সম্রাট কাজেই এত বড় লোকটাকে বিনীত ভাবে সেলাম করিলেন। মেজর তখন বলিলেন "এইবার আমার পালা। তুমি কে ?" সম্রাট বলিলেন "আপনিও আন্দাজ করিয়া দেখিবেন কি ?"—"পল্লীগ্রামের ভলণ্টিয়ার !" "উপরে"। "করপোরাল ?" "আরও উপরে।" "লেফ্‌টেনেণ্ট ?" "আরও উপরে।" "কাপ্তেন ?" 'আরও উপরে।" "মেজর ?" "আরও উপরে।" "কর্ণেল ?" "আরও উপরে।" মেজর তখন মুখ হইতে চুরুট বাহির করিয়া সহজ ভাবে দাঁড়াইলেন এবং বিনীতভাবেই বলিলেন "তবে কি আপনি জেনারল সাহেব ?" "আরও উপরে।" মেজর টুপিতে হাত দিয়া সামরিক সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি মহামান্য ফিল্‌ড মার্শাল ?" মেজরের কম্পিত হস্ত হইতে চুরুট ভূমে পড়িয়া গেল। তখন প্রশ্নকর্ত্তার ধীরভাবে এবং সহজ স্বরে মেজরের সকল মদগর্ব্ব শেষ হইয়া ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

"আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন" স্মিতমুখ সম্রাটের এই কথায় মেজরের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ; তিনি ভগ্নস্বরে আস্তে

আস্তে বলিলেন "তবে কি সম্রাট স্বয়ং?" উত্তর "তিনিই বটে।" মেজর হাত জোড় করিয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া বলিলেন "রাজাধিরাজ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।" তখন তাঁহার সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনের সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই!

সম্রাট্ সুমিষ্ট সহজ স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করিবার কথা ইহাতে কি হইয়াছে? আমি রাস্তা জানিতে চাহিয়াছিলাম। আপনি তাহা অবিলম্বে বলিয়া দিয়াছেন। সে জন্য ধন্যবাদ!" সম্রাট্ গাড়ীর আড্ডায় ফিরিয়া গিয়া গাড়ীতে চড়িলেন।

মেজরের যাবজ্জীবনের জন্য শিক্ষা হইল। স্বভাবদোষে যখনই নিম্নপদস্থদিগের নিকট বা সমকক্ষদিগের নিকট তাঁহার দম্ভ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইত, তখনই তাঁহার মানস চক্ষে সেই সামান্য-বেশধারী, মধুর-ভাষী, সৌজন্যপূত রুসীয় সাম্রাজ্যের একাধিপতির মূর্ত্তি উদিত হইয়া তাঁহাকে সংযত করিত।

৭৩। পরচর্চ্চার কারণ — কাজের অভাব।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যখন সিরাকুজে গিয়াছিলেন তখন তথাকার যথেচ্ছাচারী রাজা ডিওনিস্যস বলেন "আপনি গ্রীসে ফিরিয়া গেলে অ্যাকাডেমি সভায় আমার কি কি দোষ দেখিলেন তাহার যথেষ্ট আলোচনা করিবেন?" প্লেটো উত্তর দেন "আমার ভরসা আছে যে অ্যাকাডেমিতে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাব এরূপ কখনই ঘটিবে না যে আপনার নাম উল্লেখ করিতে হইবে!"

৭৪। পরনিন্দা — বাহ্য উপাসনাকারীর।

কোন পারসী লেখক অনেক রাত্রে উঠিয়া নিঃশব্দে কোরাণ পাঠ

করিতেন। একদিন তাঁহার পিতা ইহা দেখিতে পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে পুত্র উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "আপনার অপর পুত্রেরা ধর্ম্মার্জ্জন জন্য ব্যস্ত নয়; তাঁহারা এখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন।" পিতা উত্তর করিলেন "বৎস! রাত্রে উঠিয়া এরূপ আত্মগরিমা ও পরনিন্দা করার অপেক্ষা গভীর নিদ্রা যে কত অধিক ভাল তাহা বলিতে পারি না।

৭৫। পরার্থ জীবন আন্তর।

প্রাচীনকালে আরব দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত; উষ্ট্র মেষ প্রভৃতি এক গোষ্ঠীয়ের হস্ত হইতে অপর গোষ্ঠীয়েরা কাড়িয়া লইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। মুসলমান হওয়ার পর আরব দেশে এই সকল হাঙ্গামা কিছু কমিয়াছে; কিন্তু এখনও উহা বদ্হ বা বেদুইন অর্থাৎ মরুভূমিবাসী আরবদিগের মধ্যে যথেষ্ট চলে।

পূর্ব্বকালে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীয়ের মধ্যে আন্তর নামক একজন প্রভূত বলশালী আরবের জন্ম হইয়াছিল। আন্তরের দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম-কালে সে একটা নেকড়ে বাঘ মারিয়া তাহার মাথা মাতাকে আনিয়া দিয়াছিল। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার বিক্রমে ঐ গোষ্ঠীয়দিগের শত্রুরা সকল যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক পশু সংগৃহীত হইয়া আহার্য্যের অসদ্ভাব না থাকায় ক্রমশঃ ঐ গোষ্ঠীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল।

একদিনের যুদ্ধে আন্তর বিষাক্ত শরাহত হয়েন। শত্রুরা সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সংখ্যাধিক্য বশতঃ পুনরায় আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আন্তর বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট; তিনি স্বগোষ্ঠীয় সকলকে বন্ধুভাবাপন্ন আবস নামক গোষ্ঠীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ

করিতে আদেশ করিয়া উটের ডুলিতে চড়িয়া উহাদের সহিত যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে শত্রুদল পথে আক্রমণ জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন মনের জোরে শরীরের যন্ত্রণা দমন করিয়া আন্তর বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। উহাঁকে দল মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া শত্রুরা আর আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। আন্তরের দল নির্ব্বিঘ্নে একটা গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলে আন্তর তাহার মুখ অবরোধ করিয়া স্বীয় দলের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার পত্নী ও দলের সকলেই চলিয়া গেল। আন্তর শিক্ষিত অশ্বে ঠেস দিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অশ্ব এবং যোদ্ধা নিশ্চল ভাস্কর মূর্ত্তির ন্যায় সমস্ত রাত্রি রহিল। ক্ষণমাত্রেই অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া আন্তর ভীষণবেগে বর্ষাহস্তে আক্রমণ জন্য প্রস্তুত, ইহা ভাবিয়া শত্রুরা কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। প্রাতঃকালে আন্তরকে একক দেখিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু ৩০জন যোদ্ধা সহ আক্রমণ করিতে ঘোড়া ছুটাইয়া গেলে আন্তরের ঘোড়াটা একটু বিচলিত হইল এবং বর্ম্মধারী আন্তরের দেহ ভূমিতে পড়িয়া গেল। শত্রুরা নিকটে আসিয়া দেখিয়া বুঝিল যে ভূমে প্রোথিত বর্ষা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া এবং শিক্ষিত প্রভুভক্ত অশ্বে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই আন্তর স্বগোষ্ঠীর হিতার্থে অনেক পূর্ব্বে বিষের ক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; এখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া গিয়াছে। মরণ যন্ত্রণাতেও সেই মহাবীর শুইয়া পড়েন নাই—পাছে তাঁহাকে সজ্জিত ও প্রস্তুত না দেখিয়া সাহস পাইয়া শত্রুরা পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক স্বগণের ক্ষতি করে! সর্ব্বোচ্চ সাধুরা যেমন নিশ্চলভাবে যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন মহাবীর পরার্থপর দৃঢ়চেতা আন্তর সেইরূপ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

৭৬। পরার্থজীবন — হাতেমতাই।
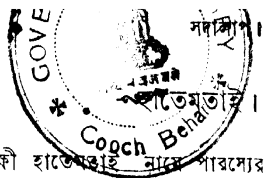
পুরাকালে সর্ব্বজীবের শুভাকাঙ্ক্ষী হাতেমতাই নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন। আরবরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে নরশোণিতপাতাশঙ্কায় হাতেমতাই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লন! আরবরাজ নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় হাতেমতাইকে বধ করিবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। হাতেমতাইএর আশ্রয়ারণ্যে একদা এক কাঠুরিয়া সস্ত্রীক কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। হাতেমতাই ঝোঁপের ভিতর হইতে তাহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কাঠুরিয়া কাতরস্বরে বলিল "এ দারুণ পরিশ্রম করিতে আর পারি না।" তাহার স্ত্রী বলিল "যদি আমরা হাতেমতাইকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এরূপ কষ্ট করিতে হয় না। "পরম দয়ালু হাতেমতাই উহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না; বাহিরে আসিয়া বলিলেন "আমি হাতেম-তাই; আমাকে রাজসমীপে লইয়া চল।" বৃদ্ধ বলিল "এমন কাজ আমি করিতে পারিব না; আপনি সরিয়া যান।" হাতেমতাই বলিলেন "হয়ত আমি কোন দুর্ব্বৃত্তের হস্তে পড়িয়া প্রহারিত হইয়া রাজসমীপে নীত হইব; তুমি ভদ্র ও দরিদ্র; অতএব তুমিই আমাকে লইয়া চল।" তখন হঠাৎ সেই পথে একটি লোক উপস্থিত হইল; সে উভয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে এই ব্যক্তি হাতেমতাই। সে তৎক্ষণাৎ হাতেমকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। হাতেমতাইএর সঙ্কেতে কাঠুরিয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিল "মহারাজ পুরস্কার দিন; এই হাতেমতাই।" হাতেমতাই বলিলেন "মহারাজ! এ ব্যক্তি আমাকে ধরে নাই। এই বৃদ্ধকে দরিদ্র

দেখিয়া আমি স্বয়ং ধরা দিয়াছি। অতএব আপনি উহাকেই পুরস্কার দিন।” হাতেমতাইয়ের মহত্ত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ আরবরাজ করযোড়ে কহিলেন “উহাকে পুরস্কার দিতেছি। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং কৃপা করিয়া আপনার রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন।”

৭৭। পরীক্ষার দিন জিরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন প্রাতঃকালে নগেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) গান গাহিতেছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, “নরেন! একজামিনের দিন কোথায় একটু আধটু পড়া দেখে শুনে লইবে, তা নয় বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছ।”

নরেন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, মাথাটা সাফ রাখ্ছি; এতদিন পড়ে যাহা হইল না, তাহা কি আর দু এক ঘণ্টায় হয়? একজামিনের দিন সকালবেলা শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খাটিয়া আসিলে তাহাকে আবার খাটাইবার পূর্ব্বে একটু ডলাই মলাই করে তাজা করিয়া লইতে হয়। মগজটারও জিরেন চাই।

৭৮। পরোপকারের সুখ রামদুলাল সরকার।

মহাত্মা রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন। দারুণ শীতের সময় একদিন প্রাতঃস্নান করিয়া দরিদ্র অবস্থার অভ্যাস-সিদ্ধ একখানা মোটা চাদর মাত্র গায়ে দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোন আঢ্য বন্ধু বলেন, “সরকার মহাশয়! একখানা শাল বা বনাত ব্যবহার করুন। কেনই বা এই দারুণ শীত সহ্য করিতেছেন, টাকাগুলা কি হইবে?” যেন কৃপণতা জন্য তিনি শীতাতপ সহ্য করিতেন এবং নিজের ভোগসুখের জন্যই যেন অর্থার্জ্জন। সরকার মহাশয় বাটী

আসিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, পরদিন প্রাতে সেই আঢ্য ব্যক্তির বাটীর সম্মুখ ভাগ দিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ভাল বনাত গায়ে দিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। বন্ধু জানিতে পারিলেন যে, এ দান রামদুলালের।

পরম পবিত্র আর্য্য শাস্ত্র বলেন অপরের ক্ষতি না করিয়া সদুপায়ে পরিশ্রমার্জ্জিত ধন দানের জন্য,—

অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

৭৯। পবিত্রতার উপায় — ঈশ্বর স্মরণ।

কোন সাধক বলিয়াছেন "কাজ করিবার সময় মনে করিবে যে তুমি যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন; কথা কহিবার সময় স্মরণ রাখিবে, যে তুমি যাহা বলিতেছ ঈশ্বর তাহা শুনিতেছেন; এবং মৌনাবস্থায় মনে রাখিবে, যে তুমি যাহা ভাবিতেছ ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন।"

৮০। পিতার যশ — ভদ্রতায়।

কোন পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন—"পুত্র! সকলেরই সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবে; যাহারা তোমার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে তাহা-দেরও সহিত সুভদ্র ব্যবহার করিবে। তোমার ত সকল সময়েই ভদ্রলোক থাকা এবং ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া নাম রাখা উচিত!"

৮১। পিতার সেবা — আস্কালনের বণিক।

কোন সময়ে জেরুজিলামের ইহুদী মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার রত্নপদ-

কের বড় পান্না খানি খসিয়া পড়িয়া হারাইয়া যাওয়ায় ঐরূপ পান্নার প্রয়োজন হয়। কোন বিশেষ উৎসবের দিন ঐ পদক ধারণ করিয়া প্রধান পাণ্ডা মন্দিরে উপাসনা করিবার নিয়ম থাকায় ঐ উৎসবের দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবার হুকুম দিয়া একজন মন্দিরের কর্ম্মচারীকে রত্ন-সন্ধানে পাঠান হয়। উক্ত কর্ম্মচারী কোথাও ঐ নির্দ্ধারিত মাপের পান্না পাইলেন না। শেষে শুনিলেন যে, আস্কালনের একজন জহুরীর নিকট ঐ মাপেরই পান্না আছে, কিন্তু বহুমূল্য বলিয়া উহা বিক্রয় হয় না। মন্দিরের কর্ম্মচারী সন্ধ্যার পর সেই জহুরীর নিকট পৌঁছিলেন। তিনি তখনই প্রার্থিত মূল্য দিতে স্বীকার করিলে, জহুরী তাহার বাড়ীর উপর তালায় গেল। ঐ রত্ন একটি কৌটায় তাহার পিতার মাথার বালিশের নীচে ছিল। উহার পিতার সেদিন শরীর অসুস্থ ছিল। জহুরী দেখিল যে তাহার পিতা তখন নিদ্রিত। আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখন জিনিস দিতে পারিব না, কাল দিব।" মন্দিরের কর্ম্মচারী মনে করিল দাম বাড়াইবার জন্য জহুরী ঐরূপ বলিতেছে। সে দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিল। জহুরী আবার উপরে গেল এবং আস্তে আস্তে বালিশের নীচে হাত দিল। তখন উহার পিতার নিদ্রা একটু পাতলা হইয়া তিনি পাশ-মোড়া দিলে জহুরী নিজের হাত বালিশের নীচে হইতে বাহির করিয়া লইল। সে দেখিল যে, কৌটাটি লইতে গেলে নিশ্চয়ই পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, টাকার জন্য সে অসুস্থ নিদ্রিত পিতার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিবে না সুতরাং সে রাত্রে ঐ রত্ন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মন্দিরের কর্ম্মচারী ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ দিলে প্রধান পুরোহিত বলিলেন "পদকের খালি জায়গাটায় ঐ জহুরীর পিতৃভক্তিতে সকল পার্থিব রত্ন অপেক্ষা উজ্জ্বল প্রভা দেখা যাইতেছে।"

৮২। পুরুষকারে বিশ্বাস   নেলসন।

ইংরাজ স্বভাবতঃই পুরুষকারে বিশ্বাসবান্, উদ্যমশীল এবং নির্ভীক। এই জন্যই আজ পৃথিবীতে উহাঁর প্রতাপ এবং সমৃদ্ধি সর্ব্বোচ্চ। নীল-নদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংরাজ নৌসেনাধ্যক্ষ (অ্যাডমিরাল) নেলসনকে তাঁহার একজন কাপ্তেন বৃহৎ বৃহৎ ফরাশী যুদ্ধপোতগুলি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমরা এরূপ প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আজ জয়লাভ করি আমাদের তাহা হইলে পৃথিবীময় কি যশই হইবে!" নেলসন উত্তর দেন "ইহাতে আবার 'যদি' কিসের? আমরা নিশ্চয়ই আজ জয়লাভ করিব।" ঐ যুদ্ধে ফরাশীদের প্রবলতর রণপোতমালা ইংরাজদের হস্তে সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত হয়।

৮৩। প্রকৃত অভাবের অনুপলব্ধি   ধর্ম্মের ষাঁড়।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে (১৮৪৮) ফরাশিডাঙ্গায় বিনা পারিশ্রমিকে একটী ইংরাজীস্কুল স্থাপনা করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী পড়িবার ছাত্র কম জুটিত। "ফি" কেহ দিত না। স্থানীয় লোকে কেহ কেহ দুই এক টাকা চাঁদা দিতেন।

সেই সময়ে ফ্রান্স হইতে গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র আইসে যে ফরাশি চন্দননগরের ভারতীয় অধিবাসিগণও ভ্রাতৃভাবের এবং সাম্যের এবং স্বাধীনতার (ফ্রেটার্নিটি, ইকোয়ালিটি ও লিবর্টি) সম্পূর্ণ অধিকারী; তাঁহারা যাহা কিছু চাহিয়া পাঠাইবেন তাহা দেওয়া হইবে। চন্দননগরের অধিবাসিগণ সভায় সম্মিলিত হইলে ভূদেব বাবু প্রস্তাব করিলেন "চন্দননগরে একটী স্কুল স্থাপনে সাহায্য করা

হউক; তাহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাশি পড়ান হইবে; ফরাশি চন্দননগরের লোকেদের অনেককে ইংরাজ এলাকায় চাকরী ও ব্যবসায় করিতে হয়; ওরূপ স্কুলে সুশিক্ষায় ব্যবহারিক সুবিধা হইবে।" অপর একজন তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন "প্রস্তাবকারী নিজে সেরূপ স্কুলে চাকরী পাইবার জন্যই ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন।" এই কথা বলিবামাত্র ভূদেব বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আর একজন বলিলেন, "বাজেয়াপ্তি ব্রহ্মোত্তরগুলি ছাড়িয়া দিতে বলা হউক।" অপরে বলিলেন "তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের মাত্র লাভ, অপরের কি?" শেষে অধিকাংশের সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে শ্রাদ্ধে দাগ দিয়া যে সকল ধর্ম্মের ষাঁড় সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, (যাহাদের কোন পল্লীগ্রামে গোরুর পালের সহিত রাখার সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে কাহারও মনে পড়ে না!) সেগুলি যেন বাজারে অবাধে বিচরণ করিতে পায়!

ফরাশি চন্দননগরে এখন সেণ্ট মেরির স্কুল সেই সময়ের উপলব্ধ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রকৃত অভাব মোচন করিতেছে।

৮৪। প্রজার সুপালন — গবর্ণর চ্যাং।

গবর্ণর চ্যাং আদর্শ রাজপুরুষরূপে চীনদেশে প্রত্যেক নরনারীর চিত্তে আজও বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে যে, কার্য্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই তিনি অধীনস্থ সকল মান্দারীনকে ডাকিয়া উপদেশ দেন যে, তাঁহারা সকলেই যেন সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারণ জন্য চেষ্টা করেন। একজন মান্দারীন এলাকায় ফিরিয়া আসিয়াই গোয়েন্দাদিগকে হুকুম দেন যে, কোন ব্যক্তি সদরে গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত দিলেই যেন তিনি জানিতে পারেন। সেই মান্দারীনের ব্যবস্থায় ঐ এলাকায় গোয়েন্দার প্রাদুর্ভাব বাড়িল মাত্র; অত্যাচার কমিল না।

একদিন গবর্ণর চ্যাং সামান্য বেশে অশ্বারোহণে ঐ মান্দারীনের এলাকায় গেলেন এবং মান্দারীনের সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার এখানে আসা কেহ যেন জানিতে না পারে। চল দুজনে একত্রে প্রজাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি।" মান্দারীনকে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অগত্যা সঙ্গে যাইতে হইল। একটি হোটেলে প্রবেশ করিয়া চা-পান করিতে করিতে চ্যাং হোটেলের খানসামাকে বলিলেন, "আমরা দূরপ্রদেশীয়। আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। শীঘ্র আদায় করিয়া ফিরিতে চাহি। এখানের মান্দারীন কিরূপ বিচারক?" খানসামা এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অর্দ্ধেক বা বার আনা ছাড়িয়া দিয়া বাকী অংশ আপোষে লইয়া ফিরিয়া যাওয়াও ভাল। নালিশ করিলে মান্দারীন আপনাকে অনেক হাঁটাইয়া অর্থ ব্যয় করাইয়া নিজে অর্দ্ধেক অংশ ঘুস লইবেন এবং মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিবেন।" ক্রোধে মান্দারীন কাঁপিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। হোটেলের বাহিরে আসিয়া গবর্ণর চ্যাং ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া মান্দারীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই মান্দারীনের সুখ্যাতি করিলেন। উহাদের কেহ বা মান্দারীনকে চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই প্রকাশ্য রাজপথে মান্দারীনের নিন্দা করা বিপদজনক বোধে প্রশংসাই করিলেন। গবর্ণর চ্যাং সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অশ্বারোহণে সদরে যাওয়ার জন্য পথ ধরিলেন; মান্দারীনের আতিথ্য সম্বন্ধে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মাইল খানেক গিয়াই চ্যাং অপর পথ দিয়া সেই হোটেলে ফিরিলেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া হোটেলের এক প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প পরেই মান্দারীনের লোকজন আসিয়া, হোটেল-স্বামী, তাহার পরিজন এবং ভৃত্যদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গেল; ছদ্মবেশী চ্যাংও সেই সঙ্গে ধৃত

হইয়া মান্দারীনের সমক্ষে নীত হইলেন। মান্দারীনের সমক্ষে সকলেই জানু পাতিয়া বসিলে মান্দারীন উহাদের প্রত্যেকের জরিমানা এবং প্রহারের ব্যবস্থা করিলেন। চ্যাংয়ের মুখের অনেকটা টুপিতে ঢাকা থাকায় মান্দারীন পদাঘাতে টুপি ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তখনই চ্যাংকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণর চ্যাং তখনই মান্দারীনের পদচ্যুতি করিয়া অপর ভাল লোক নিয়োগ করিলেন; এবং পরে প্রকাশ্য বিচারে সাক্ষী সাবুদ লইয়া মান্দারীনের বিবিধ অপরাধের জন্য উপযুক্ত সাজা দিলেন।

৮৫। প্রধানতম অভাব সৎসঙ্গের।

কোন ভদ্রবংশীয় যুবক, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে বলে "হুজুর! আমি যাহা বন্ধুগণের প্ররোচনায় করিয়া ফেলিয়াছি তাহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।" বিচারক বলিলেন "যাহারা তোমাকে এইরূপ কাজে মতি দিয়াছিল তাহাদিগকে বন্ধু না বলিয়া শত্রু বলিলেই ভাল হয় না?"

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের নিকট কেহ শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে তিনি সেই ব্যক্তির সঙ্গীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া তবে তাহাকে ছাত্র করিতেন।

যাহার যেরূপ মন, তাহার সেইরূপ সঙ্গী প্রাপ্তিতেই তৃপ্তি হয়; কে কিরূপ বই পড়িতে ভালবাসে তাহা দেখিয়াও লোকের স্বভাব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

রামায়ণাদি সদ্‌গ্রন্থই সকলকে সর্ব্ব সময়ে সংসঙ্গের ফলদান করিয়া থাকে।

৮৬। প্রফুল্লচিত্ত আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁহার একজন সেনাপতির উপর অকারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একেবারে সুবেদারী পদে নামাইয়া দেন। কিছু-দিন পরে তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে দেখিলেন যে পদের লাঘবে উহাঁর প্রফুল্লচিত্ততার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে বেশ খুসী খুসী দেখিতেছি; তোমার নূতনকাজ কেমন লাগিতেছে?" উত্তর;—"বেশ ভাল লাগিতেছে। সমস্ত সেনাদলের সুবেদারেরা আমাকে এখন খুব ভক্তি করেন—সর্ব্বদা সুখে দুঃখে আমার পরামর্শ লইয়া থাকেন। সাধারণ সৈনিকেরা পূর্ব্বে আমার নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইত; এখন তাহাদের পক্ষেও আমি আপনার লোক হইয়া পড়িয়াছি। অনেকের ভালবাসাতেই পৃথিবীর সুখ।" আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পদমর্য্যাদার লাঘবে মনে কোন কষ্ট হয় নাই?" উত্তর—"মর্য্যাদা পদে না মানুষে! যেই তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল করিয়া করে এবং অপরের সাহায্যে উন্মুখ, তাহাকেই সাধারণে "ভাললোক" বলে। ঐ দুই শব্দেই পৃথিবীতে মর্য্যাদা। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকেও লোকে গুপ্তভাবে কোনরূপ দান বা ঘুস গ্রহণকারী বলিয়া বুঝিলে তাঁহার ইজ্জত একজন বিশ্বাসী পিয়াদার অপেক্ষা অনেক কম হইয়া যায় না কি?"

৮৭। বদরিকাশ্রমের রাস্তা — সূর্য্যমল।

ধনী সূর্য্যমল মাড়ওয়ারি সপরিবারে হরিদ্বার তীর্থে গিয়া গঙ্গাস্নানাদি করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন সাধু তাঁহাকে হাসিয়া বলেন "গোতা মার্‌কে পাপ কাটানে আয়া?" অর্থাৎ জলে ডুব দিয়াই পাপ কাটাইতে

আসিয়াছ?—শেঠজী, মহাত্মার বাক্যে লজ্জিত হইয়া বিনীত ভাবে বলেন, "মহারাজ, কোন কার্য্য করিব বলুন; লক্ষ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছি।" সাধু বলিলেন "হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সাধুদের আহারের বন্দোবস্ত পথের স্থানে স্থানে করিয়া দিলে—একটা স্থায়ী সদনুষ্ঠান করিলেই—তাঁহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির তীর্থদান সুসঙ্গত পরিমাণে হয়। দরিদ্রের পক্ষে ডুব দিয়া যাওয়াই যথেষ্ট।" ভক্তিমান শেঠজী সাধুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই একটী পঞ্চায়েৎ স্থাপন পূর্ব্বক কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ঐ রাস্তার ও ছত্রের ব্যবস্থা করেন।

৮৮। বশ্যতা এবং মহত্ত্ব   গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্সিস।

রুসীয় সম্রাটের পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্সিস কোন যুদ্ধ জাহাজে কার্য্যশিক্ষা জন্য নাবিক কর্ম্মচারী (মিডশিপম্যান) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রুসীয় জাহাজ ডেনমার্কের উপকূলে মগ্ন শৈলে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে পোতাধ্যক্ষ উঁহার প্রাণ রক্ষার্থ হুকুম দেন যে প্রথম যে জালিবোট জাহাজ হইতে নামান হইবে গ্রাণ্ডডিউক তাহার ভার গ্রহণ করুন। গ্রাণ্ডডিউক আলেক্সিস বলেন যে তিনি সকলের শেষে জাহাজ ছাড়িবেন —নিজের প্রাণ লইয়া প্রথমেই পলায়ন শিক্ষা জন্য তিনি তথায় তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হন নাই। ফলে গ্রাণ্ড ডিউক সকলের শেষেই জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ড ডিউক শেষের জালিবোট হইতে মাটিতে নামিবামাত্র পোতাধ্যক্ষ আদেশ অমান্য করা অপরাধে তাঁহার কয়েদের হুকুম দেন। গ্রাণ্ড ডিউক তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। সম্রাট ঐ সংবাদ পাইয়া পোতাধ্যক্ষকে লেখেন "আদেশ অমান্য জন্য আপনার প্রদত্ত মিডশিপম্যান আলেকসিসের কয়েদসাজা আমি "সম্রাট"

হিসাবে খুবই সুসঙ্গত বলিতেছি; কিন্তু পুত্র যে ঐরূপে প্রাণ লইয়া আগে পলায়নের সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, সেজন্য উহাকে পিতাহিসাবে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদও করিতেছি।"

৮৯। বালকের বীরত্ব হ্যাভেলক।

সার হেনরী হ্যাভেলক সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতেন তখন একদিন তাঁহার গাল কপাল এবং মুখ ফুলা দেখিয়া শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোথায় মারামারি করিয়াছ?" বালক হ্যাভেলক উত্তর দেন "কৃপা করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি বলিতে পারিব না।" শিক্ষক জিদ করিলেন; অবাধ্যতাজন্য সজোরে কয়েক ঘা বেত মারিলেন; বালক কিছুতেই ঘটনার কথা বলিল না।

স্কুলের একটী ছোট ছেলেকে হ্যাভেলক অপেক্ষা বড় দুজন ছেলে উৎপীড়ন করিতেছিল, হ্যাভেলক দুর্ব্বলের পক্ষ লইয়া উহাদের দুজনের সহিত তুমুল মারামারি করিয়া অবশেষে তাহাদের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুরির প্রকাশ এবং অপরের নামে "লাগান" দুইই ঘৃণ্য কার্য্য বলিয়া উচ্চমনা বালক, ছাত্রদ্বয়ের ও শিক্ষকের হাতে অত মার খাইয়াও চুপ করিয়াছিল।

৯০। বিদ্যার গৌরব বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস।

মহাকবি কালিদাস এক সময়ে নিজগৃহে বসিয়া আপন পুত্রকে পড়াইতেছিলেন,—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ও রাজা, এই দুইয়ের মধ্যে বিদ্বানেরই গৌরব অধিক; রাজা আপন অধিকার মধ্যে মান্য, কিন্তু বিদ্বানের মান সর্ব্বত্র। এমন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাকে দেখিয়া কালিদাস যথোচিত অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, কিন্তু ঐ ছেলেকে শ্লোকটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিলেন। রাজা কালিদাসের এইরূপ ব্যবহারে মনে করিলেন, "আমি রাজা, কালিদাস বিদ্বান্; কালিদাস আমাকে খর্ব্ব করিয়া নিজের গৌরব বাড়াইতেছেন; কিন্তু আমি কালিদাসকে আদর করি বলিয়াই ত কালিদাসের এত গৌরব!"

রাজা অল্প পরেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাজবাড়ীতে পৌঁছিয়াই আদেশ দিলেন কালিদাসের রাজদত্ত সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হউক; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। কালিদাস তখন পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এদেশ সেদেশ পরিভ্রমণান্তর কর্ণাট রাজার রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কর্ণাটের রাজা বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। বল্লন কবি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কোন পণ্ডিত আসিয়া রাজার সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হইলে বল্লনের নিকট তাঁহাকে প্রথমে পরিচিত হইতে হইত। বল্লন তাঁহাকে ভাল পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলে তবে রাজার নিকট লইয়া যাইতেন। কিন্তু পাছে নিজের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয় এই জন্য নিজের অপেক্ষা বড় পণ্ডিত কাহাকেও তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। কালিদাস কর্ণাট রাজের সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হইয়া বল্লনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু বিদ্যাবত্তার প্রকৃত পরিচয় দিলে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট হইবে বুঝিয়া কতকটা মূর্খতার ভান

করিলেন। বল্লন কহিলেন "রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, শ্লোক রচনা করিতে জান ?" কালিদাস বলিলেন, "আমি ব্যাকরণ কিছু পড়িয়াছি, শ্লোক রচনা কিরূপে করিতে হইবে বলিয়া দিলে চেষ্টা করিতে পারি।" বল্লন বলিলেন, "চারি চরণ বিশিষ্ট সরস রচনা একটা কর দেখি।" কালিদাস বলিলেন, "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।" বল্লন বলিলেন, "ও কিরূপ শ্লোক হইল ? চারি চরণ কৈ ? মাধুর্য্য কৈ ?" কালিদাস উত্তর দিলেন "কেন, "বিড়ালঃ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই চারি চরণ ঠিক করিয়াছি, বিড়ালের চারি চরণ আছে ; আর "দুগ্ধে" মাধুর্য্যমস্তি সুতরাং মধুর রসেরও সমাবেশ হইয়াছে।" বল্লন হাসিয়া বলিলেন, "ওরূপ চারি চরণ নয়।" একটা অনুষ্টুপের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, "এইরূপ চারি চরণ হইবে, প্রতি চরণে আটটি করিয়া অক্ষর থাকিবে, দুরান্বয় থাকিতে পারিবে, কোথাও অক্ষর কম হইতেছে দেখিলে চ বা তু প্রভৃতি পাদপূরক শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কালিদাস পরদিন শ্লোক করিয়া আনিলেন,

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
রৌতি তে নগরে কুক্কু চ বৈ তুহি চ বৈ তুহি ॥"

এক চরণে কুক্কু আর এক চরণে টঃ এই দুরান্বয় দেখিয়া বল্লন অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং এই শ্লোক সম্বলিত পত্র নিজের হস্তে লইয়া কালিদাসকে রাজার নিকট লইয়া চলিলেন।

রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়াই বল্লন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হে রাজন্ আপনার অভ্যুদয় হউক।" রাজা বল্লনের হস্তে এক পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লন কবি, তোমার হাতে ও কি ?" উত্তর "শ্লোক", "কাহার কৃত ?" "(কালিদাসকে দেখাইয়া) এই কবির কৃত।" কালিদাসকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কৃত ?" কালিদাস

বলিলেন "হাঁ আমার কৃত।" রাজা—"তবে পড়ুন।" কালিদাস—"পড়ি।" এই তিন জনের উক্তি প্রত্যুক্তিতে একটী শ্লোকের দুই চরণ হইয়া গেল—

রাজন্নভ্যুদয়ে স্থ ! বল্লন কবে ! কিমাস্তে হস্তে তব ?

শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্যা ভবতো হুম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে ।

তখন কালিদাস "পড়ি" বলিয়া ঐ শ্লোকের আর দুই চরণ পুরাইয়া দিলেন—

কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা

দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লি কঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং ॥

অর্থাৎ আমি কবিতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু অরবিন্দসদৃশ সুন্দর নয়ন এই রমণীগণের চামর ব্যজন জন্য ভুজবল্লী সঞ্চালনে যে কঙ্কণ ঝনৎকার ধ্বনি হইতেছে তাহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন। বল্লন কবি "চ বৈ তু হির" শ্লোক পড়া হইতেছে না দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ; কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না।

অতঃপর কালিদাস "শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরী নৃত্যতে" ইত্যাদি যে আটটি শ্লোক রাজাকে শুনান তাহাই "কর্ণাটাষ্টক" বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে রাজা কালিদাসের উপর এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, দুইটী দুইটী শ্লোকের উচ্চারণের পর তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য যে, রাজ্যের সেই সেই দিক তিনি কবিকে দান করিলেন। কালিদাস ইহা বুঝিতে না পারিয়া এবং কর্ণাট রাজ শ্লোকের জন্য পারিতোষিক দিতে অনিচ্ছুক মনে করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করেন :—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
রে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতিভূধরার্ণব নদী ভূগোল বিন্ধ্যাটবী
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া ॥

অর্থাৎ, হে কর্ণাটরাজ, আপনি প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে ভীত হইয়া বিমুখ হইয়া রহিলেন কেন? আমার অমৃতাভিষিক্ত সুন্দর বাক্যাবলী শ্রবণ করুন। আমরা যে কত কত পর্ব্বত সমুদ্র নদী পৃথিবী এবং বিন্ধ্যাচল ও ঝঞ্ঝা বায়ু চন্দ্রমা প্রভৃতি বর্ণনা করি, তাহাদের নিকট আমরা কি কিছু পাইয়া থাকি?

রাজা কালিদাসকে বুঝাইলেন যে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহার মনের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি কালিদাসকে অতি যত্নে গৌরবের সহিত সভামধ্যে নিজের সিংহাসনে স্থান দিয়া তাঁহার সঙ্গ সুখ লাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। কঠোর রাজকার্য্য করিয়া যে অবসর তাঁহার থাকিত সেই সময়ে কালিদাসের সহিত নানাবিধ আলাপে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেন। কালিদাসের অভাবে এখন তাঁহার সে শান্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের লোপ হইল। তিনি কালিদাসের সন্ধান জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই সন্ধান করিয়া দিতে না পারায় তিনি কাতর হৃদয়ে স্বয়ং অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ছদ্মবেশে অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যখন কর্ণাট দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন একটি মহামূল্য অঙ্গুরীয় ভিন্ন অপর সম্বল তাঁর আর কিছু ছিল না। তিনি এক মণিকারের দোকানে ঐ অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে গেলেন। মণিকার দেখিল ঐ অঙ্গুরীয় রাজচক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত, অথচ উহা একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তির

হস্তে। মণিকার উহাঁকে চোর সন্দেহে আটক করিয়া বিচারার্থ কর্ণাট রাজের সমক্ষে পাঠাইয়া দিল। রাজ সভায় আনীত হইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য দেখিতে পাইলেন যে কালিদাস সভাস্থলে রাজার সহিত একাসনে উপবিষ্ট! তখন উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কালিদাস! 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'—একথা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাই প্রমাণ করিতেছে! আমি মদগর্ব্বে তোমার ন্যায় সুকবি বন্ধুর লাঞ্ছনা করিয়াছিলাম।" কর্ণাটরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৯১। বিনয় বৈষ্ণবের।

কোন সময়ে জনৈক বৈষ্ণব পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইতেছিলেন। একদিবস সন্ধ্যাকালে রাস্তায় একজন পথিককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় নিকটে কোন বৈষ্ণবের গৃহ আছে কি? আমি বৈষ্ণব। তথায় অতিথি হইতে ইচ্ছা করি।" পথিক বলিলেন "সম্মুখের গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব। আপনি যাঁহারই গৃহে পদার্পণ করিবেন, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন; অতিথি সেবার জন্য এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ।"

বৈষ্ণব সেই গ্রামে গিয়া একজন গৃহস্থকে বলিলেন "মহাশয়! আমি বৈষ্ণব; কোন বৈষ্ণবের গৃহে রাত্রিযাপন করিতে চাহি। শুনিলাম এ গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব, তাই আপনার নিকট আসিলাম।" গৃহস্বামী বলিলেন "মহাশয়! আমি অতি নরাধম; আমা ছাড়া এ গ্রামের আর সকলেই বৈষ্ণব। তবে আপনি কৃপা করিয়া অতিথি হইলে কৃত কৃতার্থ মনে করিব। দয়া হইবে কি?" তথায় না থাকিয়া 'বৈষ্ণবের' অনুসন্ধানে পথিক ক্রমশঃ গ্রামের অনেক বাটীতেই গমন করিলেন, এবং

সেই একই প্রকার উত্তর পাইলেন,—সকলেই অতিথি লাভে আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু কেহই নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিল না; পক্ষান্তরে গ্রামের অন্য সকলকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিল। গ্রামবাসীদিগের এরূপ আচরণে বৈষ্ণবের আত্মদৃষ্টি খুলিল। তাঁহার নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া যে অভিমান ছিল এতদিনে তাহার লোপ হইল, এবং "তৃণাদপি সুনীচ" নিজেকে বুঝিয়া ঐ গ্রামের কোন একটী গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

৯২। বিপদে রামনাম রাজবৈদ্যের।

একজন যথেচ্ছাচারী মূর্খ রাজা একদিন রাজসভায় বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমার প্রিয় কুকুরটী যে কথা কহিতে পারে না তাহার মূল কারণ উহার জিহ্বার রোগ। রাজবৈদ্যেরই ঐ রোগ শান্তি করিয়া দিতে পারা উচিত। চৌদ্দ দিনের মধ্যে কুকুরকে কথা কহাইতে না পারিলে রাজবৈদ্যের প্রাণদণ্ড হইবে।" বৈদ্য যোড়হস্তে বলিলেন "মহারাজ! পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি চৌদ্দদিনে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। চৌদ্দ বৎসর চেষ্টা করিতে সময় দেওয়া হউক।" রাজা ঐ মতই সময় বাড়াইয়া দিলে রাজবৈদ্য প্রত্যহ কুকুরটীর মাথায় একটু করিয়া তুলসী পত্রের রস লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর ঘরের বাহিরে বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন এবং নিজে স্নানাদি কার্য্য সারিয়া শুচি হইয়া প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাল সেইখানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পাখী পড়ানর ন্যায় কুকুরটির নিকট "সীতারাম" "সীতারাম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যের একজন বন্ধু বলিলেন "এরূপ সময় বাড়াইয়া লইয়া কি হইবে? কুকুর ত কখন কথা কহিবে না।" বৈদ্য বলিলেন "ভাই চৌদ্দ বৎসর এইরূপে কাতর ভাবে হৃদয় মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নামো-

চ্চারণ করার পর যদি প্রাণদণ্ডই হয় তাহাতে ভয়ের কথা নাই। আর এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আমার বা কুকুরের বা রাজার যাহারই হউক মৃত্যু হইলেও এই হাঙ্গামা ঘুচিয়া যাইবে। এ কুকুরটা মরিলে রাজা যদি অপর কুকুর দেন তখন আবার ১৪ বৎসর সময় লইব। এক হিসাবে রাজা পরম বন্ধুর কাজই করিলেন। তারকব্রহ্ম রামনাম স্মরণ।"

৯৩। বিবেক বুদ্ধি — আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের।

একজন শান্ত স্বভাব আদিম আমেরিক কোন ইয়ুরোপীয়ের সহিত দেখা হইলে একটু তামাক চাহে। ইয়ুরোপীয় পকেট হইতে এক মুঠা তামাক বাহির করিয়া দেয়। পরদিন ঐ ইণ্ডিয়ান সেই ইয়ুরোপীয়ের নিকট ফিরিয়া আইসে এবং "একটি দু আনি তামাকের মধ্যে ছিল" বলিয়া তাহা ফেরত দেয়। ইয়ুরোপীয় বলে "উহা যখন তামাকের সহিত দিয়াছিলাম তখন ওটি তোমারই হইয়াছিল।" ইণ্ডিয়ান বলে "দেখ আমার বুকের মধ্যে একজন ভাল লোক আর একজন মন্দলোক আছে। তুমি যাহা এখন বলিতেছ মন্দ লোকটা তাহাই আমাকে ক্রমাগত বলিতেছিল। ভাল লোকটা বলিতেছিল যে দু আনি যখন তুমি চাও নাই এবং জানিয়া বুঝিয়াও সে ব্যক্তি তোমাকে দেয় নাই—তখন ওটা তোমার কিরূপে হইবে? আমি নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু উহারা দুজনে বুকের ভিতর সমস্ত রাত্রি তর্ক করিতে থাকায় আমার নিদ্রা হয় নাই। শেষে ভাল লোকটার কথা মতই তোমাকে দু আনি ফেরত দিয়া উহাদের ঝগড়া বন্ধ করিতে আসিলাম।"

৯৪। বিশ্বাস — ইংরাজ বালকের।

লিবারপুল নগরে একবার অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায়, নগরবাসিগণ

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাস্থলে আসিয়া সম্মিলিত হন। একটী অল্পবয়স্ক বালককে ছাতা হস্তে তথায় আসিতে দেখিয়া সকলে হাস্য করিয়া কহিল, "এক ফোঁটা জলের জন্য আমরা মরিয়া যাইতেছি; আর তোমার কিনা এত বৃষ্টির ভয় হইল যে তুমি ছাতা লইয়া আসিয়াছ?" বালক তখন গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম, আজ বৃষ্টির জন্য করুণাময় ভগবানের নিকট সকলের একাগ্রমনে প্রার্থনা করা হইবে; তাই আমি ছাতা আনিয়াছি। কিন্তু আপনারা কেহইত ছাতা আনেন নাই! তবে কি আপনারা মনে মনে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছেন যে, এরূপ প্রার্থনায় কোন ফলই হয় না!"

৯৫। বিশ্বাসের আকর্ষণ — মিঃ ফক্স।

একদিন বাগ্মীবর ফক্স একখানি চিঠি লিখিয়া টাকা গুনিয়া তাহার উপর রাখিতে ছিলেন, এমন সময় একজন দোকানদার বিল ও রসিদ সহ আসিয়া পাওনার টাকা চাহিল এবং বলিল "টাকাটা এখনই বড় দরকার —মহাজনকে দিতে হইবে।" মিঃ ফক্স দৃঢ় ভাবেই উত্তর করিলেন "তিন চারিদিন পরে দিব, এ টাকা শেরিডেনকে পাঠাইতে হইবে। উহাঁর নিকট মুখের কথায় টাকা লইয়াছিলাম; আমার হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার দাবী প্রমাণের কোন উপায় থাকিবে না; তাঁহার একটু চিরকুটও নাই।" অবস্থা বুঝিয়া দোকানদার তর্ক করিল না। বলিল "এই আমি আপনার দেওয়া রসিদগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম; আমার কাছেও দাবী প্রমাণের কিছু রাখিলাম না।" দোকান-দার রসিদগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে মিঃ ফক্স ঐ সৌজন্যে ও বিশ্বাসে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন "তবে তুমিই আজ লও; তোমার

কাছে দেনাটাই অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং তোমার প্রয়োজনও সম্ভবতঃ অধিক। শেরিডেনকে এই কথা জানাইবার উপলক্ষ্যে যে চিঠি লিখিব তাহাতে তাঁহার নিকট আমার দেনার পরিমাণটারও উল্লেখ করিয়া দিব!"

ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরে ভগবান বশ। ভাল লোকের মনে তাঁহার ছায়া সুস্পষ্ট থাকে।

৯৬। বৈরাগ্যের সাধনা সর্ব্বদয়াল স্বামীজী।

বৈরাগ্য শব্দে কোন কিছু দেখায় বা শোনায় বা খাওয়ায় বা পরায় বাসনার অভাব বুঝায়। উহা ইন্দ্রিয়সুখভোগে অনিচ্ছা। (তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ)।

যখন পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৺ কাশীধামে থাকিতেন তখন প্রতিদিন তিনটার সময় সর্ব্বদয়াল নামক একজন সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে উপনিষদ পড়াইতেন। একদিন ঐ সাধু তাঁহাকে বলিলেন "আমি আজ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইব।" ভূদেব বাবু বলিলেন "আমাদের বড়ই আনন্দে পড়া হইতেছিল। আপনি কেন যাইবেন?" সাধু বলিলেন "সেই জন্যই যাইব। আপনার সহিত শাস্ত্র পাঠে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ কখন পাই নাই। আজ আমি এখানে আসিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া দেখি তখন বেলা একটা মাত্র; তিনটা বাজিতে দেরী আছে; তখন ভাবিলাম আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; আমার এরূপ কাহার ভালবাসায় বদ্ধ হওয়া উচিত নয়; সেইজন্য আমি অন্যত্র যাইব।" সাধু সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।—উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসীরা বৈরাগ্য রক্ষার জন্য কিরূপ কঠিন নিয়মেই আপনাদের বদ্ধ করেন!!

তবে এস্থলে সাধুর ভুল হইয়াছিল।—সৎসঙ্গে ব্রহ্মের কথায় আসক্তি উহাঁর বন্ধনের কারণ হইতে পারিত না। ওরূপ সৎসঙ্গের আসক্তিতে জীব ব্রহ্মেই বদ্ধ হয়; অপর কিছুতে নহে। উহাই ত সকল সাধকের বাঞ্ছনীয়। বৈদান্তিক জানেন যে ঐ আকর্ষণ আত্মার নিজের সহিত, সুতরাং 'বন্ধন'ই নয়।

৯৭। ব্রাহ্মণ বিধবা শূলপানির কন্যা।

মহাপণ্ডিত শূলপানি কন্যার বালবৈধব্যে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় পণ্ডিতগণের সহিত এই পণ রাখিয়া তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পরাজিত হইলে প্রতিপক্ষ তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন!

বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইলে কন্যা বলিলেন "বাবা! এখন আমার শোকার্ত্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" পিতা বলিলেন "না, মা! আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" কন্যা বলিলেন "তবে আপনার কাছ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না!"

পিতা এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিলেন না; বিবাহের দিন স্থির করিলেন। তখন কন্যা পিতাকে শুনাইয়াই বাটীর চাকরকে বলিলেন "অমুক ব্রাহ্মণকে কয়েক বৎসর হইল বাবা যে গাভীটী দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আন। ব্রাহ্মণ মরিয়া গিয়াছে; উহাদের বাড়ীর লোকের কোন আপত্তি শুনা যাইবে না!" পিতা বলিলেন "সে কি মা! দেওয়া জিনিস ফিরাইবে কিরূপে?" কন্যা পিতার মুখের দিকে বিষাদক্লিষ্ট মুখ তুলিয়া বলিলেন "কেন বাবা! পণ্ডিতেরা ত মত দিয়াছেন যে

গৃহীতা মরিয়া গেলে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দান * ফিরাইয়া লইয়া অপরকে পুনর্ব্বার দিতে পারে!"—সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি কন্যার বাক্যে শূলপানির ভ্রম কাটিয়া গেল।

৯৮। ভক্তিমানের নম্রতা ৺ গণদেব।

বাঁকিপুরের রেলওয়ে ষ্টেশনে গণদেব ভূদেব-গ্রন্থাবলীর কতক-গুলি বই বিক্রয় করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরিচয় জানিয়া এবং দীর্ঘচ্ছন্দ গৌরবর্ণ সুন্দর সুনম্র মূর্ত্তি দেখিয়া এবং স্বাভাবিক সুমিষ্ট কথা শুনিয়া ষ্টেশনের বাঙ্গালী কয়েকজন বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ পুস্তক খরিদ করেন। (১৯১৪)

গণদেব পুস্তক বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলে উপস্থিত কেহ টিকেট কলেকটর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে বলেন—"প্রাতঃস্মরণীয় ৺ ভূদেব বাবুর পৌত্র এইখানকার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কলেকটরের পুত্র, নিজেও পাটের দালালিতে উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছেন শুনিলাম—অথচ বই হাতে করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ান!"

গণদেব বলিতেন—"দাদাবাবুর বই পড়িলেত পুণ্য হয়ই, বই ছুঁইলেও পুণ্য; তাঁহার স্থাপিত পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের ঐ বইগুলি বিক্রয় করিয়া উহার একটু সেবা করিতে পাওয়াতেও জীবন ধন্য বোধ হয়।"

৯৯। ভগবৎ আরাধনা সহ চেষ্টা দুইটী ছাত্র।

কোন বিদ্যালয়ে একটী ছেলে প্রত্যহই পাঠ্য পুস্তকের উপর শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর ভালই দিতে পারিত। একদিন অপর একটী ছেলে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! তোমার ওরূপ ভাল পড়া রোজ

* নদানং কন্যয়াসমং।

৺গণদেব মুখোপাধ্যায়।

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

কিরূপে হয় ?" প্রথম বালক বলিল "আমি প্রত্যহ জগন্মাতা সরস্বতী-দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যে যেন পড়া ভাল হয়।" পরদিন দ্বিতীয় বালক কিছুমাত্রই বলিতে না পারিয়া প্রথম বালককে সক্রোধে বলিল "তুমি আমাকে ঠকাইলে কেন ? আমি আজ মা সরস্বতীকে খুবই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে পড়া যেন বলিতে পারি, কিন্তু আজ ত সব দিনের অপেক্ষা খারাপ হইল—কিছুই বলিতে পারিলাম না।" প্রথম বালক বলিল "ভাই ! আমি শুনিয়াছি এবং করিয়াও দেখিয়াছি যে, জগন্মাতাকে ভক্তিভাবে স্মরণ ও শুচিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক মনস্থির করিয়া পড়িলে পাঠ্যপুস্তক অনেক সহজে বুঝিতে পারা যায় এবং মনে থাকে। তুমি কি আজ একবারও বই পড় নাই ?—'না পড়িয়াই বিদ্যা হইবে' মনে করিয়াছিলে !"

১০০। ভগবানের চাকরী ৺ চন্দ্রনাথ বসুর।

৺ চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় বলিয়াছিলেন "কার্য্য করিতে করিতে ধৈর্য্য আসিবে, সাহস আসিবে, কষ্ট সহিষ্ণুতা আসিবে, নিয়মানুগামিতা জন্মিবে ; শ্রমকাতরতা তিরোহিত হইবে, শ্রমে শক্তি বাড়িবে ; আর এই ধারণা জন্মিবে যে, সকল কার্য্যই শ্রীভগবানের ; গবর্ণমেণ্টের বা কোন মনুষ্যের কার্য্য নয়। তখন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য মনে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে থাকিবে।

উদ্দেশ্য হওয়া চাই যে, মনিব, বিধাতাপুরুষ, কার্য্যে অবহেলার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। সকলকেই বলি,—বিধাতার চাকরী করিতেছ ভাবিয়া সর্ব্বপ্রকার চাকরী করিতে পার ; ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিখুঁত কার্য্য করার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। কঠিন চাকরীতেও মনুষ্যত্ব গঠিত হইয়া উঠে এবং স্বাধীন ব্যবসায়ও মনুষ্যকে নষ্ট ভ্রষ্ট করে।

প্রকৃত অধীনতা বা হীনতা চাকরীতে নাই। অন্যায্য কাজ না করিলে কিছুতেই ত হীনতা নাই!

১০১। ভ্রম নিরসন ৺ বঙ্কিম বাবুর।

ভূদেব বাবু স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে কোন সহরে গেলে তত্রত্য কমিশনর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতির সহিত যেমন দেখা করিতেন সেইরূপ বাঙ্গালী ও বিহারী জমিদার, মহাজন, দেওয়ানীর ও ফৌজ-দারীর দেশীয় হাকিম, উকীল, শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী, এবং উচ্চ আমলাদেরও বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষে চাকরীর বেতনের পরিমাণে সমাজে কেহ উচ্চ নীচ হয় না। এখানে ধনের গৌরব বিদ্যার এবং আভিজাত্যের গৌরবের নিম্নে এবং আফিসের বাহিরে সকলেই স্বদেশীয় এবং সকলেই ভদ্রলোক—সেখানে উচ্চ নীচ নাই।

এ বিষয়ে একটী প্রকৃত ঘটনার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহরমপুরে থাকার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ভূদেব বাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষয়ে বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন।* বঙ্কিম বাবু তখন বহরমপুরে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। [বঙ্কিম বাবু ইহার পর যখন হুগলীতে চাকরী করেন তখনও ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার বাড়ীতে ৺ গঙ্গাতীরের বারাণ্ডায় বসিয়া ঐরূপ কথোপকথনে বা পুস্তক পাঠে যোগ দিতেন।] বহরমপুরের কালেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও ভূদেববাবুর বহরমপুরের বাসায় ঐ বৈঠকে মধ্যে মধ্যে

* কাব্যশাস্ত্র বিনোদনেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।

আসিতেন এবং সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আনন্দে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু সেখানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে আমলাটী আসিয়া সকলের সহিত বসিলে বঙ্কিম বাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দু একদিন পরে আবার এমন ঘটিল যে ঐ আমলাটী তথায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বঙ্কিম বাবু আসিয়া উহাঁকে দেখিয়া আর বসিলেন না, "কাজ একটা মনে পড়িল" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে; চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরী করে না —সিবিলিয়ান কমিশনর ইয়ুরোপীয় সবডেপুটীর সহিত 'ক্লবে' মিশেন। ঐ আমলাটী ব্রাহ্মণ। এসকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপূত হইল না। "সব ডেপুটীরা আমলাদলের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। সাত আট দিন ও বিষয়ের আর কোন উল্লেখ হইল না। বঙ্কিম বাবু সকলের অগ্রে অল্প সময়ের জন্য আসিতে লাগিলেন।

"কন্যাদের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে, তাহাদের বিদ্যা নাই; যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের ভাল অন্নসংস্থান নাই" একদিন ভূদেব বাবু এরূপ কথাবার্ত্তা পাড়িলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন "একটী কন্যার বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি।" তখন অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ভূদেব বাবু বলিলেন "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমার চেয়ে কিছু উঁচু, একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ হইয়াছে। ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাই-

য়াছে। বাপ কেরাণীগিরি করেন এবং বলেন ছেলের সম্পত্তি হইতে খাইব কেন?—কোম্পানির কাগজের সুদ বাহির করার ত এমন কোন অসুবিধা নাই, যে ছেলের বিষয় রক্ষার সাহায্য করিতে নিজে খাটিয়া খাইবার সময় পাইব না! সে লোকটীকে তুমি জান; এখানের কালেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন "কে?—তাঁহার ছেলে এত ভাল আর তাঁহার মন এত উচ্চ এবং কুলেও এরূপ? তাহা ত জানিতাম না!" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সংশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব!" বঙ্কিম বাবু ইহার পরে খুব উচ্চ হাস্য করিয়া সরলভাবে বলিলেন "সত্য-সত্যই মনে হইতে ছিল যে ছুটী লইয়া কলিকাতা হইতে ঐ বিবাহ দেওয়া যায়! যেখানে অবস্থা বিশেষে কন্যাদানের কথাও মনে উঠিতে পারে, সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এবিষয়ে আমার বড়ই ভ্রম ছিল!"

১০২। ভারতবাসীর প্রীতি অপক্ষপাতে।

ভারতবাসী রাজভক্ত, কৃতজ্ঞ, মিষ্ট কথার গোলাম। লর্ড কর্জ্জন শুধু শুধু বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা-পত্র "কথার কথা মাত্র" বলিয়া ভারতে অপ্রীতি উদ্রেক করেন। ঐতিহাসিকগণ গবেষণার দ্বারা হয়ত জর্ম্মণ সম্রাটের বেলজীয় নিরপেক্ষতা রক্ষার সন্ধিপত্রকে "চোতা কাগজ" বলায় (১৯১৪) লর্ড কর্জ্জনের উক্তিরই অনুকরণ দেখিতে পাইবেন!

দেশীয় এক ব্যক্তিকে খুন করায় ৩০৲ টাকা মাত্র জরিমানা হওয়াতে লর্ড লিটনের ফুলার মিনিট; লর্ড রিপণের দেশীয় বিদেশীয় সকল অপরাধীর একই আদালতে একভাবে বিচার ব্যবস্থার "চেষ্টায়" ইলবার্টবিল; সার লরেন্স জেন্‌কিন্‌সের স্বদেশী আন্দোলনের সময় অপক্ষপাতী বিচার; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণা পত্রে জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ রাজ কার্য্যের অধিকার স্বীকার; সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতে আসিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নিরাকরণ; তৎপূর্ব্বে যুবরাজ অবস্থায় (১৯০৫) ভারত পরিদর্শনের পর গিল্ডহলের বক্তৃতায় ইউরোপীয়দিগের ভারতবাসীর সহিত অধিকতর সহানুভূতির সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রভৃতি ভারত-বাসীর রাজভক্তি এবং কৃতজ্ঞ চিত্তকে দৃঢ় ভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে। সার আস্‌লি ইডেন, সার উইলিয়ম হার্শেল প্রভৃতি যাঁহারা নীলকর সাহেবের এবং এদেশীয় কৃষকের মধ্যে ন্যায় বিচারে প্রভেদ করেন নাই আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চিরস্মরণীয় আছেন।

১০৩। ভালবাসার সম্মান ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দিয়া যাইবার সময় একজন মুদীর দ্বারা আহূত হইলে তাহার দোকানের সামনে একটী চটের উপরে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান কোন ধনশালী ব্যক্তি জুড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে দেখিয়া বাবুর গাড়ি থামাইয়া নামিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মুদীখানার সামনে গিয়া তাহা করিতে সাহসে কুলাইল না। সকল ভাল লোকে ঐ কার্য্যকে ভালই বলিত, কিন্তু ঐ ধনীর মনে হইল "লোকে কি বলিবে" এবং সেই "লোক" সংজ্ঞায়

তিনি তরলমতি ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন বয়স্যকেই ধরিলেন; সুতরাং কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলার পরক্ষণেই আবার হাঁকাইয়া যাইতে বলিলেন।

স্পষ্টবক্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ঐ ব্যক্তির পুনর্ব্বার দেখা হইলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "সেদিন বড় বিপদেই পড়িয়াছিলে! আমার কাছে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মুদীখানার আতঙ্কে পারিলে না!" ধনী বলিলেন "হাঁ মহাশয়! আপনি যেখানে সেখানে যেরূপে বসিয়া থাকেন তাহাতে আমাদের লজ্জা করে!" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন—"আমার কোন কার্য্য কাহারও লজ্জার কারণ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়; আমার ঘনিষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেই ত আপদ যায়! যাহারা 'ভালবাসার মাহাত্ম্য জ্ঞান' হারাইয়াছে তাহাদের জন্য আমি আমার কোন বন্ধুকেই ছাড়িতে পারি না।"

১০৪। ভালবাসায় সত্যনির্ণয় — কাজীর বিচার।

(ক) দুইটী স্ত্রীলোকে একটী শিশুসন্তান লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে। উভয়েই বলে যে শিশুটি তাহার। কাজী বলিলেন "শিশুকে দুইখণ্ড করিয়া আধাআধি ভাগ করিয়া লও।" একজন চুপ করিয়া রহিল। অপর স্ত্রীলোক বলিল, "আহা বাছাকে কাটিবেন না! না হয় উহাকেই দিন!" কাজী বুঝিতে পারিলেন শিশুর প্রকৃত মাতা কে।

(খ) একজন ধনশালী বণিকের একমাত্র পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তাহার পর বহুকাল তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বণিক মৃত্যুকালে সমস্ত ধন সম্পত্তি কাজীর জিম্মা করিয়া দেন। কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আসিয়া মৃত বণিকের পুত্র বলিয়া সম্পত্তিতে দাবী করিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও দুইজন দাবীদার হইল।

কাজী বলিলেন "মৃত বণিকের পুত্র ভাল তীরন্দাজ ছিল বলিয়া শুনিয়াছি, তাহাতেই কতকটা পরীক্ষা হইবে।" তিনি মৃত বণিকের একটী ছবি প্রস্তুত করাইয়া দাবীদারদের বলিলেন, "তোমাদের লক্ষ্য-ভেদ শক্তির পরিচয় দাও এবং ছবির বুকে লক্ষ্য কর।" দূর হইতে একজন বুকের কাছে এবং অপর একজন ঠিক বুকের মধ্যস্থানে তীর মারিল। অপর ব্যক্তি বলিল "পিতার মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিতে আমার মন চঞ্চল হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না; আরও দূরে ক্ষুদ্রতর অন্য ছবি রাখা হউক।" তাহা করিলে উক্ত যুবক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চই হইল। কাজী উহাকেই প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্থির করিলেন।

১০৫। মদ্য অপেয় ডাইওজিনিসের কথা।

কোন সময়ে ডাইওজিনিসকে তাহার কোন বন্ধু এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট মদ্য দিয়াছিল। ডাইওজিনিস মদটা মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলে, বন্ধু বলিলেন "অমন ভাল মদটা নষ্ট করিলে!" ডাইওজিনিস উত্তর দিয়াছিলেন "মদটা খাইলেও নষ্ট হইত—বোতলে ভরা থাকিত না। মাঝে হইতে আমি শুদ্ধ নষ্ট হইতাম!"

১০৬। মনিবের ভালবাসা তারাকান্ত।

দেওয়ান ৺ কাত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতেন এবং কোন সময়ে তাহারই এক অংশে তাঁহার বাসা ছিল। একদা শীতকালে অনেক রাত্রে বিছানায় শুইতে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার বহুকালের প্রভুভক্ত চাকর তাঁহার বিছানার পাদ-দেশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিঃশব্দে

মাটীতে কুশাসন পাতিয়া এবং গায়ে একখানি চাদর দিয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলেন।

তখনকার রাজারা কোন নূতন সংবাদে বড় খুসী হইতেন। অতি প্রত্যূষেই কেহ রাজাকে এই সংবাদ জানাইলে রাজা তখনই রায় মহাশয়ের শয়ন ঘরের দিকে চলিলেন। রাজার আগমনে কিছু গোলমাল হওয়ায় রায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে রাজার নিকটে গেলে রাজা তাঁহার ভূমিশয্যা এবং চাকরকে ত্রস্তভাবে বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইতে দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায়, তারাকান্ত বলেন, "বিছানা পাতার সময় কোনরূপ অসুখ করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে এবং ঘুমে অসুস্থভাব সারিয়া যাইবে এইরূপ মনে হওয়ায় উহাকে জাগাই নাই। আমার কোন কষ্ট হয় নাই।"

সেকালের ভদ্র লোকেরা বিলাসী ছিলেন না, ভৃত্য এবং পোষ্যবর্গকে সন্তানদিগের ন্যায় সমান সহানুভূতির সহিত যথাযথ পালন করিতেন। সেই জন্যই এদেশে প্রভুভক্তি এখনকার অপেক্ষা তখন অনেক অধিক ছিল।

১০৭। মনঃ সংযোগ নিউটনের।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার কর্ত্তা নিউটন ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তা করিতেন, তখন অন্য কোন বিষয়ই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারিত না।

কখন কখন এমনও হইয়াছে যে তিনি বস্ত্র পরিধান করিবার কালীন একপায়ে প্যাণ্ট্‌লান পরিয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এইরূপ অবস্থায় দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা শেষ করিয়া পরে যথোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার আগমন

প্রতীক্ষায় ভোজ্য সামগ্রী ৩।৪ ঘণ্টা যাবত টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিত। একদিন তাঁহার বন্ধু ডাঃ ষ্টকৃলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিউটন তখন লাইব্রেরীতে গভীর চিন্তামগ্ন। ডাঃ ষ্টকৃলি ভোজন গৃহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বিলম্ব হইল তথাপি নিউটন আসিলেন না। টেবিলের উপর নিউনের জন্য ঢাকায় আচ্ছাদিত একটী সিদ্ধ পক্ষী রক্ষিত ছিল। ডাঃ সেটী ভক্ষণ করিয়া হাড়গুলি পাত্রের উপর রাখিয়া পাত্রটী পূর্ব্ববৎ ঢাকিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিউটন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত হইয়াছি।" ভোজন পাত্রের আচ্ছাদন উঠাইয়া দেখেন কেবলমাত্র কয়েকখানি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন ঈষৎ হাস্যমুখে বন্ধুকে বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম আহার করি নাই, এখন দেখিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছে !"

১০৮। মনুষ্যের জ্ঞানের অল্পতা নিউটন।

সার আইজাক নিউটন বৃক্ষ হইতে একটী আপেল পড়িতে দেখিয়া চিন্তা করিতে থাকেন যে উহা কেন পড়িল এবং শেষে বিশ্বব্যাপ্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিজ্ঞানবিৎ মধ্যে চিরস্মরণীয়। এই অসামান্য পণ্ডিত বলিতেন "আমি জ্ঞান সমুদ্রের ভিতরে এখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই; বেলাভূমিতে বালকের ন্যায় উপলখণ্ড কুড়াইয়া বেড়াইতেছি মাত্র।"

উপনিষদ বলেন, "যে জেনেছে যে জানি না, সেই বরং কিছু জেনেছে !"

১০৯। মহত্ত্ব প্রিন্স বসিরুদ্দিন।

টিপু সুলতানবংশীয় প্রিন্স বসিরুদ্দিন চুঁচুড়ায় বাস করিতেন।

একদিন বহির্ব্বাটীতে ফরাসের উপর বসিয়া আছেন, নিকটে একটী সোণার রিপীটার জেবঘড়ি ও চেন পড়িয়া আছে, এমন সময় কয়েকজন স্থানীয় মোগল আসিল। তন্মধ্যে প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী একজন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার ছুতায় বসিয়াই রহিল। প্রিন্স কোন কারণে একবার উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে গেলেন। অল্প পরেই আসিয়া দেখিলেন যে মোগল তখনও বসিয়া আছে। তাঁহাকে সেলাম করিয়া মোগল যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে, এমন সময় তাঁহার উষ্ণীষের ভিতর হইতে রিপীটার ঘড়িটী টুং করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা জ্ঞাপন করিল। প্রিন্স দেখিলেন তাঁহার ঘড়িটী যথাস্থানে নাই। তিনি অবিলম্বেই উঠিয়া আবার ভিতর বাড়ীর দিকে গেলেন। তাঁহার পুত্র প্রিন্স আমিরুদ্দিন ঐ সময়ে বাহির বাটীর ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বার দেশ হইতে দেখিলেন যে, মোগল উষ্ণীষ হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া যেখানকার সেখানে রাখিয়া দিতেছে! তিনি দ্রুতপদে উহাকে ধরিতে যাইবেন, এমন সময় পিতার অস্ফুট শব্দ শুনিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তিনি মুখের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া এবং চক্ষের ইসারায় তাঁহাকে নিঃশব্দে নিকটে আসিতে বলিলেন। পুত্র নিকটে আসিলে প্রিন্স বসিরুদ্দিন চুপি চুপি বলিলেন, "উহার উষ্ণীষের ভিতরে ঘড়িটী টুং করিয়া বাজিয়া উঠায় আমি যখন উহার মুখের দিকে একবার চাহিলাম, তখন দেখি যেন মৃত্যুর ছায়া উহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই পলাইয়া আসিলাম। আহা! ও ব্যক্তি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছে!"

১১০। মাতৃভক্তি মিঃ ওল্ডহ্যাম।

ইয়ুরোপীয়দিগের সামাজিক নিয়মে যুবতী বিবাহের পরক্ষণেই বরের সহিত "হনিমুনের" ভ্রমণে বাহির হইয়া যান এবং ফিরিয়া আসিয়া নিজের

পৃথক ঘর সংসার করিতে থাকেন—শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত একত্রে থাকেন না।

এখনও বাঙ্গালী হিন্দু বিবাহ করিতে যাওয়ার সময় মাতাকে বলিয়া যা'ন "মা! তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।"

মিষ্টার ওল্ডহ্যাম পাটনার কমিশনর (১৯১৫)। গয়ায় যখন কলেক্টর ছিলেন তখন স্বহস্তে রাস্তা হইতে প্লেগ রোগীদিগকে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেন; প্লেগ রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘর দ্বার সাফ করাইতেন। গয়ায় তাঁহার নাম সকল লোকের মুখে।

সংস্কৃতজ্ঞ এবং কোমল হৃদয় মিঃ ওল্ডহ্যামের মাতৃভক্তি ইয়ুরোপীয় সমাজে অতুলনীয়। ইয়ুরোপীয় সমাজে তাঁহার মাতার "দাসী হইয়া আসিতে" কোন মেম সাহেবকে বলা চলে না বলিয়া তিনি বিবাহই করেন নাই! মাতাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া সেবা করিয়া থাকেন।

১১১। মনিবহিতকর জীবন সেখ সাদি।

পারস্য কবি সেখসাদির শিরাজনগরে (১১৯৪) জন্ম এবং বোগদাদে বিদ্যা শিক্ষা হয়। তিনি পশ্চিম এসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারত-বর্ষে পর্য্যটন করিয়া বহু দর্শন লাভ করেন। অনেকটা সময় তিনি জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী বিজন প্রদেশে একাকী বন্যপশুদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন! তথায় ক্রুসেডের যুদ্ধোপলক্ষে আগত খৃষ্টীয়ান যোদ্ধা-দিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া তিনি দাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মভীরু জীবন এবং সদানন্দ ভাব দেখিয়া কোন মুসলমান বণিক উঁহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করেন এবং এক শত স্বর্ণ মুদ্রা যৌতুক দিয়া নিজের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি ১০৫

বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিককাল দেশ-ভ্রমণে ও নির্জ্জন উপাসনায় কাটাইয়াছিলেন।

সেখসাদি গুলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ নামক যে দুইখানি নীতি এবং ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ উপাদেয় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মুসলমান সমাজে সচ্চরিত্রতা গঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট সহায়তা করিতেছে।

তাঁহার পত্নী অতিশয় মুখরা ছিলেন। সেখ সাদি সমস্ত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেন। একদিন পত্নী গঞ্জনা দিয়া বলেন "তোমাকে আমার পিতা দাস অবস্থা হইতে দশ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে মুক্তি দিয়াছিলেন!" সেখ সাদি সেইদিন মাত্র পত্নীর কথার উত্তরে (হাসি মুখেই) বলিয়া দিলেন—"মুক্তি দেন নাই। আমাকে তাঁহার নিজের অপেক্ষা শতগুণ কড়া মনিবের নিকট এক শত স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছেন!"

গুলেস্তাঁ পুস্তকে তিনি স্বার্থপর রক্ষকরূপী ভক্ষকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি বাঘের মুখ হইতে একটি মেষকে রক্ষা করিয়া তাহাকে নিজেই জবাই করে। সেই সময়ে মেষ বলিয়াছিল "তুমিও যে ব্যাঘ্ররূপ ধরিলে!"

সেই ধর্ম্মাত্মার নিকট দাসত্ব বা অন্য কোন অবস্থাই কষ্টকর বোধ হইত না। এক সময়ে তিনি অর্থাভাবে পাদুকা ক্রয় করিতে না পারিয়া পর্য্যটনে কষ্ট পাইতেছিলেন; তখন একজন অসুস্থশরীর খঞ্জকে দেখিয়া তিনি ভগবানের প্রদত্ত নিজের অতুল্য স্বাস্থ্য এবং অসামান্য পর্য্যটন শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের করুণা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেন।

তিনি সুশ্রী ছিলেন না। মাথার সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছিল। একদিন মলিন বেশে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে সুলতান এবং তাঁহার পারিষদেরা অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই দুইজন পারিষদ অশ্ব হইতে ত্বরায় অবতরণ করিয়া

তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সুলতানের মনে একটু ক্ষোভ হইল যে ইহারা আমাকে ত এরূপ সম্মান করে না ; অথচ সামান্য গৃহী একজনকে "এরূপ" মান্য করিল। ফিরিয়া আসিলে পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন "উনি আমাদের দেশের সকল সুভদ্র যুবকদিগের পিতা স্বরূপ। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল দেখিতে পান, তাহা উহাঁরই উপদেশে ও সংসর্গে প্রাপ্ত।" তেজস্বিতায়, প্রভুভক্তিতে, সত্যবাদিতায় যুবকদ্বয় সুলতানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সেদিন তাঁহারই সমক্ষে গুরুর প্রতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক মান্য দেখাইতে পারায় উদারচেতা সুলতান যুবকদিগের সুশিক্ষাই উপলব্ধি করিলেন আর অসন্তোষ রহিল না।

সুলতান একদিন সেখ সাদিকে সভায় আনয়ন করিয়া বলেন "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সাদি বলেন "সৎকর্মের পুণ্য ভিন্ন পরকালে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। রাজা ঈশ্বরের ছায়া ; ছায়ার অবয়বগুলি আসলের অনুরূপ হওয়া উচিত। সকল বিষয়েই প্রজার সুবিধা ভিন্ন—অবহিতচিত্তে ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ে উহাদের সুপালন চেষ্টাভিন্ন—কোন উদ্দেশ্যই পোষণ করিও না। আসলে কোন কূটবুদ্ধি নাই ; ছায়ায় তাহা যেন থাকে না। সরল সুপালনেই ছেলেদের ও প্রজাদের স্বভাব ভাল হয়।"

সেখ সাদির কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(ক) রত্ন পঙ্কে পড়িলেও রত্ন। ধূলি আকাশে উড়িলেও ধূলি।

(খ) কৃতঘ্ন মানুষ অপেক্ষা কৃতজ্ঞ কুকুর অনেক ভাল।

(গ) যে ব্যক্তি প্রাণের ভয় করে না এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখে না সেই সত্যবাদী অস্বার্থপর ব্যক্তিরই পরামর্শ রাজার প্রণিধান করিয়া শুনা উচিত।

(ঘ) কোরানের ধর্ম্মনীতি ব্যবহারে "পালন" জন্য ভগবান উহা দিয়াছেন; আবৃত্তি জন্য নয়।

(ঙ) প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে সমস্ত দিনের কার্য্যগুলি কামাদি ষড়্‌রিপুর ক্রীতদাস হইয়া করিয়াছ, না ঈশ্বরের ক্রীতদাস ভাবে করিয়াছ?

(চ) তানপুরার সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ গায়ক উহার কান মোচড়াইয়া দেয় না। নিজে সংযত থাকিলে প্রকৃত পক্ষে বাহির হইতে কোন বিপদই নাই।

(ছ) বলবান হিংস্রক অপেক্ষা পরিশ্রমী নিরীহ লোককে মান্য করিতে শিক্ষা কর; পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে ভারবাহী গর্দ্দভ ভাল।

(জ) গভীর জলে প্রস্তর ফেলিলে জল ময়লা হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদিগের ও সামান্য কারণে চিত্তচাঞ্চল্য হয় না।

(ঝ) দেহ মাটিতেই যখন পরিণত হইবে—তখন পূর্ব্ব হইতেই "মাটির মানুষ" হও।

(ঞ) নিজের পরিশ্রমার্জ্জিত শাকান্ন অপরের বাড়ীর মহাসমারোহের মহাভোজের নিমন্ত্রণে প্রদত্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা রুচিকর ও সুমিষ্ট।

১১২। মায়ার খেলা শ্রীকৃষ্ণ নারদ সম্বাদ।

একদিন দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের লীলা দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। অমিত প্রতাপশালী ছাপান্ন কোটি যদুবংশীয়দিগের অধ্যুষিত মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সেই রাজধানীতে স্বর্ণময় প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। তাহার কোন ঘরে একজন মহিষী শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন; কোন ঘরে অনেকগুলি মহিষী তাঁহার সম্বন্ধে কথা-

বাড়ী তাঁহার সাক্ষাতে করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। একঘরে তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষায় একাকী রহিয়াছেন দেখিয়া দেবর্ষি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। নারদ স্তুতি মিনতির পর বলিলেন "লীলাময়! এতবড় সংসার পাতিয়া কিরূপ সংসারী হইয়াছেন তাহা দেখিতে আসিলাম।' যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বহু হইবার জন্য প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার লীলা খেলার ঘর, তিনি উত্তর করিলেন "নারদ! এ সকলই মায়ার খেলা।" নারদ বলিলেন "মায়া কি?—আমি মায়ার ধার ধারি না!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নারদ! সে যাহা হউক এখন অনেক দিনের পর দেখা, একটু ঐ মাঠের দিকে একত্রে বেড়াইতে যাই চল।" নারদ পুলকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া রাজবাড়ীর বাহিরে মাঠ পারে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নারদ! একটু জল সংগ্রহ করিয়া আন, পান করিব।" নারদের মনে হইল একটু দূরেই জলাশয় আছে। তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিলেন একটী সুন্দর সরোবর। তাহার তীরে একটী পরম সুন্দরী যুবতী। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নারদ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী বলিলেন যে, তিনি ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার বিবাহ হয় নাই! তাঁহার প্রতি দৈবাদেশ আছে যে কোন মুনিশ্রেষ্ঠ সেখানে আসিলে তাঁহার বিবাহ হইবে। রূপে মুগ্ধ হইয়া নারদ শ্রীকৃষ্ণের জন্য জলের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং নিজেকেই সেই নির্দ্দিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া যুবতীর পাণিগ্রহণে দাবী করিলেন। তখন উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইল। বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। পাঁচটী ছেলেতে মেয়েতে হইল। ইতিমধ্যে নারদ পল্লীতে এবং সহরে গান গাহিয়া কিছু ধনার্জ্জনও করিলেন। তাহার পর ঐ প্রদেশে মারীভয় হইলে নারদ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া অন্যত্র চলিলেন।

মাথায় পুঁটুলি, ক্রোড়ে দুইটী শিশু। একটী ছোট নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ বন্যা আসিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুঁটুলি সবই ভাসিয়া গেল। নারদ কোনরূপে পারে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তখন তিনি স্ত্রী পুত্রাদির ও পুঁটুলির শোকে বিহ্বল! সেই শোকের মুহূর্ত্তে তাঁহার আবার সুপ্ত হরি ভক্তি জাগ্রত হইলে তিনি যেন পূর্ব্ব পরিচিত কোন মধুর স্বর শুনিতে পাইলেন। কে যেন অতীব করুণা পূর্ণ স্বরে বলিতেছেন "নারদ! আমার কাছে ফিরিয়া আসিতেছ না কেন?" নারদ আহ্বানকারীকে সকাতরে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কোথা তুমি? আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। দীননাথ! আমাকে একবার দেখা দাও।" পরক্ষণেই নারদ এক অপূর্ব্ব কোমল ও স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিলেন এবং দেখিলেন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান এবং বলিতেছেন "নারদ! মায়ার বাড়ী দেখিলে? সেই যুবতীও আমি, সেই পুত্র কন্যাও আমি, সেই পুঁটুলিও আমি।"

১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা — পারসিগ্নি।

ডিউক ডি পারসিগ্নি ফরাসি সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের একজন মন্ত্রী ছিলেন। একদিন কোন প্রধান লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, কোন বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হইতেই পারসিগ্নি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক জোরে জোরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আরদালী সেই সময়ে একখানা চিঠি আনিয়া তাঁহাকে দিল। পারসিগ্নি ভাঁজ খুলিয়া দেখিয়া কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন এবং বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত তর্ক শেষ করিলেন। ভদ্রলোকটী দেখিতে পাইলেন যে ঐ কাগজখানিতে এক আঁচড়ও লেখা নাই! পারসিগ্নির উদ্ধত ধরণ সাদা কাগজ দেখিয়াই এরূপে জল হইয়া যাওয়ায় কৌতূহল পরবশ হইয়া

ভদ্রলোকটী ফিরিয়া যাইবার সময় আরদালীকে একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজমন্ত্রী ছিলেন এবং ঐ আরদালি সে সময়ে তাঁহার কাছে কার্য্য করিয়াছিল; এরূপস্থলে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া আরদালী বলিল "কৃপা করিয়া একথা কাহাকেও বলিবেন না। আমার বর্ত্তমান মনিব জানেন যে তাঁহার মেজাজ ভাল নয় এবং ক্রুদ্ধ হইলেই স্বর উচ্চ করিয়া ফেলেন। সেই জন্য তিনি একটু জোরে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেই যেন কোন দরকারী চিঠি আসিয়াছে এরূপ ধরণে আমাকে একখানা কাগজ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মেজাজ ঠাণ্ডা করার প্রয়োজনের কথাটা মনে পড়ে।"

১১৪। রাজভক্তি জাপানী খুনীর।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক জাপানী খুনী অপরাধীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে কারাধ্যক্ষ তাহাকে জন্মের শোধ সুখাদ্য খাইতে উপদেশ দেন, এবং তাহারই পকেটে প্রাপ্ত তিনটী মুদ্রা তাহাকে সেজন্য ফেরত দেন। ঐ সময়ে (১৯০৫) রুষজাপানী যুদ্ধ চলিতেছিল। খুনী আসামী ঐ টাকা কারাধ্যক্ষের হাতে ফেরত দিয়া বলিল, "যুদ্ধে আহতদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে এই কয়টী টাকা জমা করিয়া দিবেন। আমি যে কর্ম্মদোষে সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করিতে পাইলাম না এই ক্ষোভই রহিয়া গেল!"

১১৫। রাজভক্তি পঞ্চকোটে।

এক সময়ে রাঢ় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে জন্মভূমির অশান্তিকারী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বাঙ্গালী রাজা ছিলেন।

সদালাপ।

পঞ্চ কোটের একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে যাদব রায় নামে একজন অতি বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর অবিরত চেষ্টায় রাজ্যের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী সকলে বাঁধ দিয়া শস্যক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করায় অনেক পতিত জমির আবাদ এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হয়; প্রজারাও সুপালনে সুখে থাকে এবং রাজকোষে দেশ রক্ষার ব্যয় সংকুলান জন্য যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হয়।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে নূতন রাজার পারিষদেরা সুযোগ্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার দাম্ভিকতা অপবাদ দিল এবং নূতন রাজাকে জানাইল যে মন্ত্রী বলিয়া থাকেন যে, রাজার সাধ্য কি যে সঞ্চিত কোষ হইতে একটী মুদ্রাও বাহির করেন; সে সব টাকার কর্ত্তা মন্ত্রী নিজে; এ রাজাত তাঁহার অনুগ্রহে রাজত্ব করেন! নূতন রাজা ঐ সময়ে আড়ম্বরে অপব্যয়ের জন্য সঞ্চিত কোষ হইতে প্রচুর অর্থ চাহিলে মন্ত্রী যাদব রায় ঐ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি করেন। নূতন রাজা ইহাতে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর অনেক টাকা অর্থ দণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়া ঐ টাকার অনাদায়ে মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন।

নিকটবর্ত্তী অপর এক রাজ্যের রাজা ওরূপ মন্ত্রীর এরূপ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া যাদব রায়কে কারাগারে সম্বাদ দিলেন যে তিনি যাদব রায়ের জরিমানার টাকা কাহারও দ্বারা দাখিল করাইয়া তাঁহার কারামুক্তি করাইতে প্রস্তুত এবং মহা সম্মানে তাঁহাকে রাজমন্ত্রীত্বের পদ, একটী ভাল জায়গীর সহ, দিতে একান্তই ইচ্ছুক।—রাজ পারিষদেরা নূতন রাজাকে সংবাদ দিলেন যে কারারুদ্ধ যাদব রায় অপর রাজ্যের রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। নূতন রাজা পত্র বাহককে ধৃত করিয়া যাদব রায়ের পত্র পাঠ করিলেন।

যাদব রায় লিখিয়াছিলেন "ভূতপূর্ব্ব রাজা নিজগুণেই আমাকে আদর

করিতেন। আপনি যে টাকা আমার জন্য খরচ করিতে চাহেন আমি তাহার যোগ্য নহি ; স্বরাজ্যের যোগ্যপাত্রে তাহা দিবেন। আর আসল কথা বলিতে কি, আমি যাঁহার প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহাকে বা তাঁহার বংশীয় বর্ত্তমান রাজাকে ভিন্ন, অপর কাহাকেও 'প্রভু'শব্দ প্রয়োগে অক্ষম। এই কারাগারের অন্ন তাঁহার প্রদত্ত বলিয়াই আমি খাইয়া থাকি। অপরের প্রদত্ত অন্ন আমি গলাধঃকরণ করিতে পারিব না।" নূতন রাজা প্রাচীন মন্ত্রীর রাজভক্তির মহত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া অবিলম্বে কারাগারে গেলেন এবং পিতৃব্য সম্বোধনে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১১৬। রাজার নিন্দা — পাগলামি।

হেজিয়াজ আপনার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। এক দিন তিনি ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কৃষককে একাকী দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'রাজা হেজিয়াজ কেমন লোক ?" কৃষক বলিল ; "তিনি অত্যন্ত খারাপ লোক। তিনি লক্ষ প্রজার রক্ত পাত করিয়াছেন।" ছদ্মবেশী হেজিয়াজ বলিলেন "তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?" কৃষক বলিল "না"। তখন হেজিয়াজ বলিলেন "আমিই হেজিয়াজ"! কৃষক এই কথায় কোনরূপ ভীতি প্রকাশ না করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমাদের বংশের লোকেদের মধ্যে মধ্যে মাথা খারাপ হয়। আজ আমার পাগলামির দিন।" এই উত্তরে হেজিয়াজ হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

১১৭। রাঁকা এবং বাঁকা — নিষ্কাম ভক্তি।

রাঁকা এবং তাঁহার পত্নী বাঁকা জঙ্গলে কাঠ কুড়াইয়া তাহার লভ্যেই

দিনপাত করিতেন। একদিন নারদ ভগবানকে বলিলেন "ইহাদের দুঃখ দূর করিয়া দাও।" ভক্তবৎসল বলিলেন "উহাদের কিছু দিবার উপায় নাই।" নারদ বলিলেন "তাই নাকি হয়?" ভগবান তখন পথে একথলি মোহর রাখিয়া দিলেন। রাঁকা আগে যাইতেছিল সে মোহরের তোড়া দেখিয়া পাছে পত্নীর লোভ হয় এই ভয়ে উহাতে ধূলা চাপা দিল। বাঁকা জিজ্ঞাসা করিল "কিসে ধূলা চাপা দিলে?" রাঁকা সব কথা বলিলে বাঁকা বলিল "এখনও ধূলায় ও মোহরে পৃথক বোধ যায় নাই?" হিন্দী ভাষায় বাঁকা অর্থে "সুন্দর", ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যামসুন্দরই যে সৌন্দর্য্যের আধার! রাঁকা পত্নীকে বলিল "তুমি সত্যই বাঁকা!"

তখন নারদ বলিলেন "তবে উহাদের জন্য কাঠ একত্র করিয়া রাখিয়া দিই। তবু কষ্ট কম পাইবে।" ভগবান বলিলেন "তাহাতেও ফল হইবে না।" নারদ তথাপিও একস্থলে কাঠের কাঁড়ি করিয়া দিলেন। "এ কাঠের কাঁড়ি অন্যে পরিশ্রম করিয়া একত্র করিয়াছে" এই বলিয়া রাঁকা বাঁকা তাহা ছুঁইল না। বরং যেখানে দু খানা কাঠ কাছাকাছি পড়িয়া আছে দেখিল সে কাঠও "হয়ত কেহ জড় করিতেছিল" ভাবিয়া তাহাও সে দিন লইল না; উহাদের কষ্ট বাড়িল মাত্র। নারদ বলিলেন "তবে উহাদের দেখা দিয়া কিছু লইতে বলুন।" ভগবান তাহাই করিলেন। ইহারা বলিল "আপনার ভক্ত আমরা কোন কিছুই চাহিনা; পরম সুখে আছি।"

১১৮। লক্ষ্মীশ্রীর কারণ — মধুসূদন পাল।

হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন পাল নামে এক ব্যক্তি আসিয়া বাস করেন। তিনি বাল্যে কলিকাতার বড় বাজারে একটী লৌহের দোকানে শিক্ষানবিশি

করিয়াছিলেন। পরে সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম, উদ্যম ও মিতব্যয়িতা গুণে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই লৌহের কারবারে বড় বাজারের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠেন। ইঁহার বংশধরেরা শিবকৃষ্ণ দাঁ কোম্পানির সুপ্রসিদ্ধ লৌহের কারখানা ক্রয় করেন।

একান্ত মিতব্যয়ী মধুসূদন সদ্ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি স্বগ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। একদা স্থানীয় বাঙ্গালা স্কুলের সম্পাদক মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য মধুসূদনের বাটিতে গিয়া দেখেন, পাল মহাশয় স্বহস্তে ক্ষেত হইতে বেগুণ তুলিতেছেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য রহিয়াছে। "ঐ লোকটাই ত এ কাজ করিতে পারে, আপনি নিজে কেন এ কষ্ট করিতেছেন?" সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করায় মধুসূদনবলেন "কি জানেন মহাশয়! এটা নূতন লোক। ভাল ভাল বেগুণগুলি ছোট ছোট থাকিতে তুলিয়া নষ্ট করিবে। আমি দেখিয়া শুনিয়া যে বেগুণগুলি আর বাড়িবে না সেই গুলিই তুলিতেছি। যে কাজই অযত্নে করিবেন, তাহাই খারাপ হইবে; যে কাজই নিজে হাত দিয়া ভাল করিয়া না দেখাইয়া দিবেন, তাহাতেই অপচয় হইবে; অনর্থক ক্ষতি হইতে দিলেই মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্টা হন।" ইহার পর পাল মহাশয় অবিলম্বেই মাসিক চাঁদার টাকাগুলি দিলেন। স্কুলের চাঁদা তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিয়মমত দিতেন।

১১৯। লোভের প্রাবল্য ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি।

মার্কিন পণ্ডিত, তাড়িতের আবিষ্কারক, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে একদিন একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "যাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে ধন আছে তাঁহারাও ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন কেন?" ফ্রাঙ্কলিন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটী বালকের দুই হস্তে দুইটী বড় বড় ফল

দিলেন। বালকের খুবই আহ্লাদ হইল। তখন আর একটী খুব বড় ফল লইয়া তাহার হস্তে দিতে গেলে বালকটী তিনটী ফলই লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া তিনটী ফলই মাটিতে ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল! ফ্রাঙ্কলিন তখন যুবককে বলিলেন "দেখ মনুষ্যের সহজাত লোভ এতই অধিক যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্তু পাইয়াও কেহই তুষ্ট নয়!"

১২০। আদর্শ উকীল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর সরকারী উকীল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বয়সে বিশেষ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। বাগবাজারের ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গৃহশিক্ষকতা করিয়া এবং ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে আমতা স্কুলে মাষ্টারি করিয়া পাঠ করিতে থাকেন। সর্ব্বদা ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাতায়াতে সুপরামর্শ পাইতেন। শেষে এল, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে করিতেন বলিয়া শীঘ্রই পশার হয়।

যখন মাসিক তিনহাজার টাকা রোজগার হইতেছিল তখনও কোন না কোন ছুতায় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম উপস্থিত করিয়া পবিত্র হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

ইনকম ট্যাক্স রিটার্ণ দিতে হইত বলিয়া তাঁহার হিসাবের খাতায় জমার দিকে পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত লিখিতেন কিন্তু অসাধারণ গুপ্তদান ছিল—খরচের দিকটা একেবারে সাদা থাকিত। লোকজনকে উত্তমরূপ খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুরাই জানিতেন সেই প্রশান্ত মুখ ধীর ব্যক্তির হৃদয়ে কত গভীর প্রীতি!

৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

৺শশিভূষণ বাবু কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে তাহা লইতেন না। "মোকদ্দমাটা জটিল; সময় করিয়া উঠিতে পারিব না" এইরূপ কিছু বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করিতেন। অনেকেরই মোকদ্দমা তিনি আপোষে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন এবং প্রথমে সেই পরামর্শই দিতেন।

এক সময়ে তেলিনীপাড়ার জমিদারদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ সুরু হয়। এক পক্ষ ৺শশিভূষণ বাবুকে এবং অপর পক্ষ সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ঈশান চন্দ্র মিত্রকে নিযুক্ত করেন। শশী বাবু চেষ্টা করিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দেন। আপোষেই সম্পত্তি বিভাগ হইয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে ঈশান বাবু বলেন "শশি! তোমাতে আমাতে এক জেলায় আর থাকা চলে না। এতবড় একটা বড়ঘরের ভারী মোকদ্দমা আমাদের ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত হইল; কোথা তুমি একদিকে আমি একদিকে থাকিয়া সহস্র সহস্র টাকা পাইতে থাকিব, না তুমি স্বেচ্ছায় আমাদের দুজনেরই পায়ে কুড়ুল মারিলে!"

১২১। শক্তির বৃদ্ধি উৎসাহে।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভিত্তির প্রস্তর বড় লাট লর্ড হার্ডিং বসাইবার সময় (৪।২।১৯১৬, বেলা দুই প্রহরের পর) প্রায় ৫০ জন গোরা সৈন্য এবং সেই সংখ্যক সিপাহী বন্দুক ধরিয়া সেদিনের একটু অস্বাভাবিক কড়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছিল। সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজেরও ততগুলি ছাত্র—কলেজ ভলণ্টিয়ার—শূন্যহস্তে প্রস্তর বসাইবার স্থলটা ঘিরিয়া সেইরূপ স্থির ভাবে রৌদ্রেই ছিল। হুকুম হইল "ষ্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ" অর্থাৎ সহজে ও সুখে দাঁড়াও। কিন্তু সে রৌদ্রে সুখ কোথায়? ক্রমে ক্রমে পাঁচ জন গোরা এবং চারি জন সিপাহী সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মাটীতে পড়িয়া

যায় এবং ঝোলায় তুলিয়া সরাইতে হয়। উহারা যেখানে ছিল তাহার পশ্চাতে একটু ছাওয়া থাকায় তাহাদের পরে পিছাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কলেজের ভলন্টিয়ারদিগের সে উপায় ছিল না। উহারা শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবে রৌদ্রেই থাকে। উহাদের একজন মাত্র একটু টলিয়াছিল; তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া লওয়া হয়।

বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বলিয়া ধরা যায়।—উহাঁদের কলেজ বাড়িতেছে; হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কতকটা স্বীকৃত হইয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল। যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া সংস্কৃত শ্লোকে সরস্বতীর বন্দনা এবং বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইল; বড়লাট প্রভৃতি বক্তারা ইংরাজীতে যাহা বলিতেছিলেন তাহা উহারা শুনিতে ও বুঝিতেছিল এবং যখন হিপহিপ হুররে শব্দ উঠিল তাহার মধ্যে "সনাতন ধর্ম্ম কি জয়" শব্দও শুনিয়া উহারা তৃপ্ত হইতেছিল; উহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়—সেই শ্রেণী হইতেই আফিসর সংগ্রহ অপর দেশে হইয়া থাকে এবং এদেশেও অবশ্য একসময়ে হইত এবং হইবে; —এই সকল কারণে উহাদের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ছিল, রৌদ্রের কষ্ট তেমন বোধই হয় নাই! অপর দিকে ভুক্তিভুক্ সৈন্য; তাহাদের ঐ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না।

১২২। শক্তিহানি মহারাষ্ট্রীয়ের।

প্রথম হইতেই ডাকাতী সংসৃষ্ট ছিল বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা শেষেও ঐ অভ্যাস থামাইতে পারিল না এবং মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারত সাম্রাজ্য একবার হস্তে পাইয়াও তাহা হারাইল। মানবজাতির ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে, প্রজাপালন জন্যই শ্রীভগবান রাজশক্তি দিয়া থাকেন, এবং প্রজাপীড়নে তাহা ছিনাইয়া লয়েন। রাজপুতানা না লুঠিলে মহারাষ্ট্রীয়

ও রাজপুত বল পানিপথে একজোট হইত; লুঠের ভয় না থাকিলে অযোধ্যার নবাবও নিজামের ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। বাঙ্গালা না লুঠিলে অত্যাচারী সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারিগণ ইংরাজের নিকট না গিয়া উহাদেরই উড়িষ্যা হইতে ডাকিয়া লইতেন। জগৎশেঠের বাড়ী লুট করিয়া বর্গীরা তিন কোটি টাকা লইয়া গিয়াছিল। জগৎশেঠ উহাদের ডাকিয়া আনার প্রস্তাবে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তীব্র আপত্তি করেন। ফলতঃ মহারাষ্ট্রীয়ের এবং পিণ্ডারীর বিষম লুঠের দমন করার জন্যই যে ভগবান ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন, তাহাতে আস্তিক কাহারও সংশয় নাই।

১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ — সাকসন বিশপ।

কোন সময়ে সাকসনির ডিউকের সহিত এক বিশপের অধিকারের সীমা লইয়া বিবাদ হয়। বিশপেরও বিস্তীর্ণ অধিকার এবং অনেক লোকজন ছিল। ডিউক নিজের সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়া বিশপের যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একজন চর পাঠাইয়া দেন। চর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বিশপ ব্রতপালন, ধর্ম্মব্যাখ্যা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সাহায্য প্রভৃতি সৎকার্য্যেই নিযুক্ত আছেন—যুদ্ধের জন্য কোন উদ্যোগই করিতেছেন না। সকলকে বলিয়াছেন "সীমায় নিজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে আমার লোকে ডিউকের জমিতে দাবী করে নাই এবং এ বিবাদে ডিউকেরই অন্যায় জিদ। সুতরাং যুদ্ধের ভার ভগবানের উপরই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" এই সংবাদে ডিউকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন—"ভাল লোকের ও ভগবানের সহিত যুদ্ধ শয়তান ভিন্ন অন্যের করা চলে না।"

সদালাপ।

সকল দেশের এবং সকল লোকেরই সহিষ্ণু এবং শান্তিপ্রিয় হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে আনন্দের সহিত ব্যাপৃত থাকা এবং রক্ষার ভার ভগবানের উপর দেওয়াই সঙ্গত। অসংযত, বিলাসী, অত্যাচারী, অনুদার বা অধার্ম্মিক হইলে শেষ রক্ষা কাহারই কিছুতে হইবে না—সহস্র উদ্যমেও হইবে না।

১২৪। শিক্ষায় একাগ্রতা অর্জ্জুন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষাকালে অর্জ্জুন দিবারাত্রি ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। অন্ধকারেও তাঁহাকে অস্ত্রচালনায় ব্যাপৃত দেখিয়া দ্রোণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া উভয় হস্তেই তুল্যরূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন।

নিজের শিক্ষায় কোন দিকেই তিনি ত্রুটি থাকিতে দেন নাই। শাস্ত্র শস্ত্র সঙ্গীত যোগ সংযম সকল দিকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে তাঁহার একাগ্রতা গুণেই পৌঁছিয়াছিলেন।

একটি উদাহরণে তাঁহার দৃঢ়তার ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষার সময় যখন দ্রোণ কৌরব বালকদিগকে একে একে কোন কৃত্রিম পক্ষীর দিকে শরসন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি দেখিতেছ ?" তখন অর্জ্জুনই বলিতে পারিয়াছিলেন, যে তিনি সুধু ঐ পাখীটির মাথা দেখিতেছেন, পৃথিবীর আর কিছুই দেখিতেছেন না। অপরে "চুল বুল" করিয়া আশে পাশের লোক গাছপালা প্রভৃতি দেখিতেছিলেন—ধনুকে তীর জুড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই।

১২৫। শ্রুতিধর ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

ত্রিবেণী গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া পত্নী অম্বিকাদেবীর গর্ভে (১১০১ সাল) পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ৬৪ বৎসর বয়সে রুদ্রদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বর্ষ পরে জগন্নাথের জন্ম হয়। জগন্নাথ ১১৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী দীর্ঘজীবী ও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ম্যালেরিয়া অর্থ চিন্তা ও ভেজাল খাদ্য তখন বাঙ্গালীকে এমন চাপিয়া ধরে নাই।

বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া জগন্নাথ বড়ই আদুরে হইয়া উঠিয়াছিলেন। পড়াশুনা করিতে একবারও বসিতেন না। একদিন রুদ্রদেব উঁহাকে মারিতে গেলে বালক বলিল "পড়া হইয়া গিয়াছে।" রুদ্রদেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বালক ব্যাকরণের সূত্রগুলি অনর্গল বলিয়া গেল। কখন পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লওয়াতেই সব মুখস্থ হইয়া গিয়াছে!

২৪ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতার মৃত্যু হয়। তখন জগন্নাথ পাঠ শেষ করিয়া নিজে টোল খুলিয়া ছিলেন। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও যশ বিস্তার হইতে লাগিল। জগন্নাথের স্মৃতিশক্তির ও বিদ্যাবত্তার কথা বর্দ্ধমানাধিরাজ ত্রিলোকচন্দ্রের নিকট উক্ত হইলে তিনি পণ্ডিত প্রবরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাটীতে লইয়া যান এবং হঠাৎ প্রশ্ন করেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি পথের দুধারে গাছ পালা, ঘরবাড়ী, দোকান, মন্দির প্রভৃতি কোথায় কি দেখিয়া আসিলেন?" জগন্নাথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে লাগিলেন, মহারাজও সমস্ত লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর ঐ বিষয়ের পরীক্ষা করান হইলে সবই ঠিক পাওয়া গেল।

বিস্ময়াবিষ্ট মহারাজ জগন্নাথকে একখানি গ্রাম জায়গীর এবং একটী ৩০০ বিঘার পুষ্করিণী দান করেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় নন্দকুমার তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি নবাবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলে নবাবের অনুমতি ক্রমে ও সাহায্যে তাঁহার বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত হয়। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে জগন্নাথকে দাম্ভিক মনে করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ জন্য বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান কালে তাঁহাকে বাদ দিয়া বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন। জগন্নাথ বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞ সভায় গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে সকলকে চমৎকৃত করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লজ্জিত করেন।

ইংরাজেরা এদেশে দেওয়ানী গ্রহণ করিলে হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য তাঁহাকেই অনুরোধ করেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া "বিবাদভঙ্গার্ণব সেতু" সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সময়ে সময়ে ক্লাইব, হেষ্টিংস, কোলব্রুক, জোন্‌স তাঁহার বাটীতে যাইতেন। ১৭৭২ অব্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে তাহার প্রধান পণ্ডিতের পদ তাঁহাকে দিতে চাহিলে তিনি জ্যেষ্ঠপৌত্র ঘনশ্যামকে পাঠাইয়া দেন; নিজে ঐ কার্য্য স্বীকার করেন নাই।

কথিত আছে যে ত্রিবেণীর ঘাটে কোন সময়ে দুইজন ইয়ুরোপীয় সৈনিক মারামারি করিয়া পরস্পরের রক্তপাত করে। সামরিক উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট ইহার অনুসন্ধানের ভার পড়িলে তিনি সৈনিকদিগের নিকট শুনিলেন যে তখন ঘাটে আর কেহ ছিল না; কেবল একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাটে বসিয়া উহাদের মারামারি দেখিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে পণ্ডিত জগন্নাথই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে দোভাষীর দ্বারা প্রশ্ন করিলে তিনি যে যাহা করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন,

এবং যে যাহা বলিয়াছিল তাহাও সমস্তই বিশুদ্ধরূপ উচ্চারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন; অথচ তিনি উহাদের ভাষা জানিতেন না!

জগন্নাথ মিতব্যয়ী ছিলেন; বিদায়ও যথেষ্ট পাইতেন। মৃত্যুকালে পৌত্রকে ১ লক্ষ টাকা এবং দৌহিত্রদিগকে এবং শ্রাদ্ধ জন্য ৩৬ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।

১২৬। সৎপথেই শান্তি ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়ান।

ওয়াশিংটন স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে ও ক্ষমতায় মুগ্ধ স্বদেশী মার্কিনেরা তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি ও যুক্তরাজ্যের প্রথম সভাপতি করিয়া দিয়াছিল। তিনি মার্কিন প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি স্থির করিয়া দিয়া অবিলম্বেই কর্ম্মত্যাগ করেন এবং সামান্য ভদ্রলোকের ন্যায় নিজের বাড়ী বাগান ও সাবেক জমি জমা লইয়াই সুখে ও শান্তিতে ভগবৎ চিন্তায় জীবন যাপন করেন। পৃথিবীতে কাহার উপর তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। আজ পৃথিবীর মধ্যে কে আছে যে তাঁহার স্মরণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন না হয়? তিনি সদাচারী, উন্নত-হৃদয়, সৎপথাবলম্বী, স্বদেশভক্ত, ক্ষমতাশালী, স্বার্থান্বেষণশূন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাসী পুরুষশ্রেষ্ঠের উদাহরণ স্বরূপ। যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই ইংরাজেরাই আজ তাঁহার প্রধান ভক্ত!

নেপোলিয়ান বোনাপার্টিও অপরিসীম ক্ষমতাশালী পুরুষ। তিনিও ফ্রান্সের আইন কানুনে (কোড নেপোলিয়ান), রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, ভিতরে এবং বাহিরে ফ্রান্সের বল ও গৌরববর্দ্ধনে অনেক কাজই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বার্থান্ধ পুরুষ। তিনি সাধারণতন্ত্রের চাকরীতে উন্নত হইয়া সেই সাধারণ তন্ত্রকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং নিজে সম্রাট হইয়াছিলেন; তিনি জোসেফিন্‌কে বিবাহ করিয়া প্রথমা-

বস্থায় নিজের সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, পরে সেই ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাট দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে "বড় খান দানের" মধ্যে তাঁহাকে ধরিবে; তিনি অপর জাতীয়দিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজের ভ্রাতাদিগকে তাহাদের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিপূর্ণ ফরাসী সৈন্যদিগকে তিনি "তোপের আহার" (ফুড্ ফর ক্যানন) অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি সেণ্ট হেলেনায় আবদ্ধ থাকার অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় মন দিতে পারেন নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভব করায় ডিউক অফ ওয়েলিংটনের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত ক্রোধ এত অধিক হইয়াছিল যে উহাঁকে যে ব্যক্তি গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল (নীচ প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া) তাহার জন্য নেপোলিয়ান তাঁহার উইলে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছিলেন! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি বিকারের ঘোরে "মার, কাট, এদিক দিয়ে ধাওয়া কর, ওদিকে তোপ বসাও"—এইরূপ হুকুম দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করেন!

১২৭। সতীর ধন সর্ব্বত্রই এক।

জর্ম্মন সম্রাট কনরাড ব্যাভেরিয়ার রাজার উইনিবার্গ দুর্গ অনেকদিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া থাকিয়া, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন জর্ম্মনিতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের "ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ" চলিতেছিল। এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলায় উভয় পক্ষেই এরূপ তীব্র বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল, যে দুর্গ জয়ে সম্রাট পক্ষীয়েরা একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছিল।

যখন আহার্য্যাভাবে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না তখন

ব্যাভারিয়ার রাজা দুর্গ সমর্পণ করিয়া বাহিরে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। সম্রাট কোন সর্ত্তেই—দুর্গ রক্ষী কাহারও জীবন দান করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন ব্যাভারিয়ার রাণী দুর্গাভ্যন্তর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বাহির হইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট নারী জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন; দুর্গ জয়ের সময় পাছে সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে তাঁহার ঐ একটা ভাবনা ছিল; তিনি রাণীর প্রস্তাবে সহজেই মত দিলেন এবং জানাইলেন যে স্ত্রীলোক মাত্রেই আপনাপন মূল্যবান দ্রব্যসহ—যে যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন তাহা লইয়া—বাহির হইয়া যাইতে পারেন; উহাঁদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না।

অল্প পরেই দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল এবং বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট দেখিলেন যে রাণী এবং দুর্গস্থ সকল স্ত্রীলোকেই স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া অতি কষ্টে দুর্গের ফটক পার হইতেছেন। সম্রাটের প্রশ্নে রাণী বলিলেন যে তাঁহারা 'তাঁহাদের সার সর্ব্বস্বধন' লইয়া যাইতেছেন। সম্রাট এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দুর্গরক্ষী সকলকেই হাঁটিয়া বাহির হইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

১২৮। সত্যবাদী বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থী।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সওদাগরি আফিসে একটী বাঙ্গালী যুবক চাকরী প্রার্থী হইয়া অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলি-লেন, "তুমি কঠোর পরিশ্রম করিতে ভালবাস কি?" যুবক সরলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাটিয়া খাইতেই আসিয়াছি বটে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম একটুও ভালবাসি না।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "তবে তোমার দ্বারা হইবে না। এই প্রদেশীয়

কয়েকজন লোক সানন্দে দিনরাত পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিয়াছে; তাহাদেরই এক জনকে বাছিয়া কাজ দিব; বিশেষ পরিশ্রমী লোকের দরকার।" যুবক উত্তর দিল "কঠোর পরিশ্রম ভালবাসে এরূপ লোক পাওয়া দুষ্কর। আমিও সেরূপ স্বীকৃতি দিতে পারিতাম; কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নহি। প্রয়োজন পড়িলে খুবই খাটিতে হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা আনন্দের সহিত করিতে পারিব এমন মনের বল আমার আছে বলিয়া বিশ্বাস নাই।"

অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১২৯। সত্যরক্ষা — রাজকিশোর চৌধুরি।

পাবনা জেলার রাউতাড়া গ্রামে রাজকিশোর চৌধুরি নামে একজন তিলি জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার নানাস্থানে কারবারী মোকাম ছিল। এক সময়ে তামাকের দর অত্যন্ত শস্তা হয়। জয়গঞ্জ মোকামের প্রধান কার্য্যকারক পঞ্চানন সেনগুপ্ত ঐ সময়ে তিন নৌকাপূর্ণ তামাকের বায়না করিয়া মনিবকে সম্বাদ দেন। মনিব চটিয়া উঠিয়া উত্তরে লেখেন, "তামাক অবিক্রেয় প্রায় হইয়াছে জানিয়াও যখন কিনিতেছ তখন লাভ লোকসান তোমার।" কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই দেখেন যে মনিবে ঐরূপ বলেন বটে কিন্তু শেষে লাভ হইলে তুষ্টই হইয়া থাকেন; সুতরাং সে তামাক খরিদ হইল। কিছুদিন পরে দর চড়িয়া উঠে। তখন ঐ তামাকে বহু সহস্র টাকা লাভ হয়। তখন চৌধুরি বাবু ঐ সমস্ত লাভের টাকা কর্ম্মচারীকে দিলেন। "আপনার জন্য আপনার টাকাতেই খরিদ" প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার একমাত্র উত্তর "লাভ তোমার যখন বলিয়াছিলাম তখনই লাভ তোমার হইয়া গিয়াছে। লোকসান তোমার এ কথাও বলিয়াছিলাম

সত্য, কিন্তু লোকসান হইলে তোমার বহুদিন ধরিয়া বিশ্বস্ততার কার্য্য স্মরণে তাহা মাপ করার অধিকার আমার থাকিত; আমি সত্যভ্রষ্ট হইব না এবং দান গ্রহণও করিব না।"

১৩০। সত্যাচরণ / ব্রাহ্মণ কুমার।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। তিনি পুত্রটীকে কোন পরিচিত বন্ধুর নিকট কাপড়ের দোকানে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। একদিন কোন খরিদদার সেই দোকানে একখানি কাপড় কিনিয়া তাহার দাম দিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ব্রাহ্মণ পুত্রটী বলিল "মহাশয়! কাপড়খানি ভাল করিয়া দেখিয়া লউন।" খরিদদার তখন কাপড় খানি আবার খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার একস্থান অল্প কাটা আছে; তিনি উহা লইলেন না। বস্ত্র বিক্রেতা ব্রাহ্মণ কুমারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, "ইহার মত সত্য কথা বলিতে গেলে ব্যবসায় চলে না; আমি আর উহাকে দোকানে রাখিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! আমার পুত্র যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহা জগন্মাতারই কৃপা! যিনি পাপ হইতে বাঁচাইলেন, তিনিই অন্ন কষ্ট হইতে বাঁচাইবেন।"

১৩১। সদভ্যাস ৺ শিবশঙ্কর সিংহের।

পাটনা বাকিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছত্রিসন্তান বাবু শিবশঙ্কর সিংহের যখন (২।১।১৯১১) দেহান্ত হয় তখন তাঁহার ৫৭ বৎসর বয়স। তিনি সমস্ত জীবন, অতি সুন্দর নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে যাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যহই "সীতারাম! সীতারাম!" উচ্চারণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কোন বাঙ্গালী বন্ধু তাঁহার এই

সুন্দর অভ্যাসটী রাজগিরে একই ঘরে অবস্থানকালে কয়েক রাত্রিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে এই সদভ্যাসের গুণে বাবু শিবশঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইয়া পুত্রকে বলেন "আমার নিদ্রা আসিতেছে।" তাহার পর ক্ষীণস্বরে "সীতারাম! সীতারাম" বলিতে বলিতেই মহানিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন!

তাঁহার মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে রাজগিরে তিনি বলিয়াছিলেন "ভাই! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী সাধুকে সযত্নে আহার করাইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "বেটা! যখন সমাধিস্থ হইয়া তোমার মৃত্যু হইবে না, তখন শুধু বসিয়া ধ্যান করিলে চলিবে না। যেমন বিছানায় শুইয়া মরিতে হইবে, সেইভাবে নিদ্রার পূর্ব্বে ভগবানের স্মরণ অভ্যাস করাই ভাল—প্রাত্যহিক নিদ্রার ন্যায় ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে মহানিদ্রা-গ্রস্ত হইবে।"—আমি তদবধি প্রত্যহ সেই অভ্যাস করিতেছি। তবে সেভাবে মৃত্যু ঘটা রামজীর কৃপা সাপেক্ষ!"

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই লিখিয়া ছিলেন:—

মরণ ভয়েতে ভীত কেনরে অবোধ মন।
নিশাগমে নিদ্রা এলে কর কি তারে বারণ॥
নহে সে ভয়ের দিন, যবে দেহ হবে লীন,
অস্বপ্ন অভগ্ন ঘুমে, করে এত জাগরণ।

১৩২। সন্তানের শিক্ষা ইংলণ্ডের রাজ সংসারে।

(১) মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁহার পতি প্রিন্স অ্যালবার্ট পুত্রের শিক্ষার বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করিতেন।

এক সময়ে সমুদ্রতীরে বেড়াইবার সময় রাজকুমার (পরে সম্রাট

সপ্তম এডোয়ার্ড) দেখেন এক ধীবরের ছেলে চুপড়ি করিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে। বাল্য চাপল্য বশতঃ রাজকুমার তাহার চুপড়ীটা কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সমবয়স্ক ধীবরপুত্র রাজকুমারকে এক ঘুসি মারে। প্রিন্স এলবার্ট এক্ষেত্রে পুত্রকেই তিরস্কার করিয়াছিলেন।

এডোয়ার্ডের যখন সাত বৎসর বয়স তখন পিতা মাতা উহাঁর জন্য অসবর্ন প্রাসাদের নিকট একটী ছোট উদ্যানের জন্য খালি জমি পরিষ্কার করিয়া দেন এবং একটী কারখানা স্থাপন করেন। ঐ উদ্যানে বালক আপন হস্তে ভূমি খনন ও পরিষ্কার করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে এবং ফল ফুল উৎপাদন করিতে শিখিতেন। আপন হস্তে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ঘর গাঁথিতেন, কাঠ চিরিয়া টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিতেন। পুত্রকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা শিখাইবার জন্য প্রাসাদের নিকট একটি ছোট যাদুঘরও নির্ম্মিত করা হইয়াছিল।

(২) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্রদিগেরও শিক্ষা ঐ ধরণে দেওয়া হইয়াছিল। কাহাকেও বিলাসী হইতে দেওয়া হয় নাই।

রাজকুমারদিগের পড়া হইয়া গেলে প্রত্যহ নিজেদেরই বই খাতা কলম দোয়াত সমস্ত গুছাইয়া স্বহস্তে যথাস্থানে রাখিতে হইত। কেবল একদিন মাত্র পড়াশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পড়ার ঘরে আসিলে জর্জ্জ (পরে পঞ্চম জর্জ্জ) বলিয়াছিলেন "ঠাকুর মা! তুমি আজ এগুলি গুছাইয়া রাখিয়া দাও না!" মহারাণী হাসিয়া আদর করিয়া শিশু পৌত্রের ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

পারিস নগরে লৌহ নির্ম্মিত ইফেল টাউয়ার ১৮৮৯ অব্দের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়। উহা ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মনুষ্য নির্ম্মিত বস্তু এবং ৯৮৪ ফুট উচ্চ। তাহার উপরে একটা ধ্বজার মাস্তুল আছে।

রাজকুমার জর্জ্জ উহা দেখিতে গিয়া সেই মাস্তুল বহিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানেই উঠিয়াছিলেন! কেহ ঐ দুঃসাহসের কার্য্যে নিষেধ করে নাই বা অনুচিত কার্য্য মনে করে নাই।

যখন ১২ বৎসর মাত্র বয়স তখন রাজকুমার জর্জ্জ একটা যুদ্ধ জাহাজে শিক্ষানবীশ রূপে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহার পৃথক একটী শয়নের ঘর ছিল; নচেৎ অপর সকল নাবিকের মত খাওয়া, পরা, বসা ঠিক এক ভাবের। তিনি তাঁহাকে "রাজকুমার" বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজকুমার জর্জ্জের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠের বিশেষ ভালবাসা ছিল। জর্জ্জ তাঁহার দাদাকে বলিতেন "তোমাকে রাজ্য লইয়া বিব্রত থাকিতে হইবে! আমি তোমার ছায়ায় পরমানন্দে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও সম্মানজনক কার্য্যে—ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল হইয়া—সমুদ্রের উন্মুক্ত বায়ুতে জীবন কাটাইব।"

রাজকুমার জর্জ্জ ক্রমশঃ নৌবিভাগে ড্রেডনট জাহাজের লেপ্টনেণ্ট; টরপিডো বোটের কাপ্তেন; গনবোট থ্রসের কাপ্তেন এবং (১৮৯১) নৌবিভাগের কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র বলিয়া তাঁহাকে অযথা পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে সকল কার্য্যই উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজের শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। কোথাও কোন কাজ সুশৃঙ্খলায়, নীরবে এবং অবিলম্বে হইতে দেখিলে ইংরাজের সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাবাদ—"যেন মানোয়ারি জাহাজের কার্য্য!"

এদেশের চলিত কথা "ওর খাবার সংস্থান আছে, কোন কাজ করিতে হয় না।"—যেন পেটের দায়ে পড়িয়া মজুরি ভিন্ন মনুষ্য জন্মে আর কোন কর্ম্ম করিতে নাই! যেন সখের যাত্রায় এবং কনসার্টে লজ্জার কথা নাই; কেবল সৎকার্য্যে এবং উদ্যমেই যাহা কিছু লজ্জা! রাজ-

কুমার জর্জ্জের শিক্ষার ন্যায় শিক্ষা সকল ইউরোপীয় রাজবাড়ীতেই দেওয়া হয়। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম সূচ প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইউরোপ অকেজো লোকের অনুমাত্রও আদর করেন না।

(৩) সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সন্তানপালনও ঐ ভাবের। বড় ছেলের নাম এডোয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ্জ অ্যাণ্ড্ প্যাট্রিক ডেভিড। কিন্তু তাঁহার ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পকেট খরচ জন্য সপ্তাহে ।০ আনা মাত্র বরাদ্দ ছিল এবং তাহার হিসাব রাখিতে হইত।

পাটনার নবাব গোষ্ঠীয় কোন যুবক এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমি যে খারাপ হইয়া গিয়াছিলাম আমার পিতা মাতার অযথা আদরই তাহার কারণ! ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইতে আমাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা পকেট খরচ জন্য দিতেন এবং আমি তাহা লইয়া কি করিতেছি তাহার কোন সম্বাদ লইতেন না।"

কয়েক বৎসর হইল একদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে পত্র লিখেন "কালেজের অধ্যক্ষ বৈকালের একটা গার্ডেন পার্টিতে যাওয়ার জন্য ছুটী দিতেছেন না। একটু লিখিয়া দিলেই ছুটী হয়।" উত্তরে পিতা লিখেন, "প্রিয় জর্জ্জ! কিরূপে অধ্যক্ষদিগের সর্ব্ব প্রকার হুকুমই সানন্দে পালন করিতে হয়, সকল ছেলেকেই উদাহরণ দ্বারা সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তুমি সাধারণ স্কুলে প্রেরিত হইয়াছ! দেশের প্রতি রাজবংশের ঐ কর্ত্তব্য এখন তোমার হস্তে ন্যস্ত।"

ইংরাজ কিসে বড় তাহা এই রাজসংসারের তিন পুরুষের উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়।

১৩৩। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কপোত এবং উদাসীন।

একদা কোন রাজা এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, "সন্ন্যাসী হওয়া

ভাল কি গৃহী থাকা ভাল?" সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "দুইই ভাল।" ঐ সময়ে রাজার একটু বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল, সুতরাং উত্তরটি রাজার মনঃপূত হইল না। ইহা বুঝিয়া সিদ্ধ পুরুষ রাজাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেশ ভাবিয়া দেখ।"

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন আরম্ভ করিলেন। রাজা দেখিলেন এক মহতী রাজসভায় স্বয়ম্বর হইতেছে। পরমাসুন্দরী নানালঙ্কার ভূষিতা রাজকন্যা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভার বাহিরে দণ্ডায়মান কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসীর গলে মালা দিতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে নিবারণ করিয়া ত্বরিতপদে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজাও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে ঐ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ক্রমে এক বিজন অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরিশ্রান্ত এবং শীতে অবসন্ন রাজা রাত্রি সমাগত দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরে কটিস্থিত অস্ত্রের আঘাত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। কিন্তু খাইবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন বৃক্ষের উপরে কপোত এবং কপোতী কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কপোত বলিতেছে, "এই বৃক্ষই আমাদের গৃহ। পরিশ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসাতুর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রাজা আমাদের অতিথি। অতিথি সৎকার জন্য দেহ ত্যাগ করিব।" এই বলিয়াই কপোত বৃক্ষের ডাল হইতে অগ্নিমধ্যে পতিত হইল। কপোতীও "স্বামীর অনুগমন করিব" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে পড়িল।

রাজার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান—স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দুই আশ্রমই ভাল হইতে পারে না কি?" রাজা বলিলেন, "কৃপানিধান! আমার সংশয়

ছেদিত হইয়াছে। ঐ সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসী এবং ঐ কপোত দম্পতীর মত গৃহী দুইই ভাল। বুঝিলাম যে, আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে বা অপালনেই মানুষে ভাল বা মন্দ নামে অভিহিত হয়।"

১৩৪। সরল বিশ্বাস — বালকের পত্র।

জনৈক শিক্ষিতা পতিব্রতা রমণীর হঠাৎ পতিবিয়োগ হইলে তিনি শিশু সন্তান লইয়া বড়ই দারিদ্র্য দুঃখে পড়িয়াছিলেন। বিধবা সমস্ত জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া এবং সেলাইএর কাজ করিয়া দুই বৎসর মহা কষ্টে যাপন করিলেন। তিনি নিজেই পুত্রটীকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন; এবং সর্ব্বদা বুঝাইতেন যে পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহাদের এক মাত্র বন্ধু; সেই দীন-নাথকে ভিন্ন অপর কাহাকেও দুঃখ জানান বিফল। কিন্তু বালকের বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন বিধবা রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িলে, এমন হইয়া দাঁড়াইল, যে একদিন দুজনেরই অনাহার! ঐ দিন বালক একখানি পত্র লিখিয়া ডাকঘরে দিতে গেল। ডাক বাক্সটী একটু উচ্চে বসান ছিল বলিয়া ক্ষুদ্রকায় বালক পত্রখানি তাহাতে ফেলিতে পারিতেছিল না। একজন ভদ্রলোক উহা দেখিয়া সাহায্যার্থ নিকটে গেলেন। বালক পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলে, ভদ্রলোকটী দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা আছে, "পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন, পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীচরণ কমলেষু। ঠিকানা—স্বর্গধাম।" পত্রের শিরোনামা দেখিয়া ভদ্রলোকটী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা সেই পত্রখানির ভাঁজ খুলিয়া পাঠ করিলেন,—"পরম পিতা পরমেশ্বর! আমি শুনিয়াছি, তুমি আমাদের পরম বন্ধু! তোমার নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আমরা বড়ই দরিদ্র; তাহাতে আমার মায়ের জ্বর হইয়াছে। তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছু পয়সা পাঠাইয়া দাও, তবেই আমাদের আজ খাওয়া হইবে।"

ভদ্রলোকটী শিশুর সরল বিশ্বাস দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখনই তিনি কয়েকটী মুদ্রা বালকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি ঈশ্বরের গোলামের গোলাম। এক্ষণে এই টাকা তাঁহার নামে লইয়া যাও; তোমার পত্র আমি তাঁহার দরবারে পৌঁছাইয়া দিব; তথায় যে ব্যবস্থা হয় তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

সেই দিন ভদ্রলোকটী তত্রত্য উপাসক সংঘের নিকট শিশুর পত্রখানি পড়িলে উপাসকমণ্ডলীর অনেকেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাঁহার নিকট যাহা কিছু তখন ছিল, বালকের সাহায্যার্থে দান করিলেন এবং সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে ঈশ্বর! আমরাও যেন ঐ বালকের মত তোমার করুণায় বিশ্বাসী হই।"

বালকের পড়া শুনার এবং ভরণপোষণের বিষয়ে সেই ধর্ম্মসংস্কার দানভাণ্ডার হইতেই ব্যবস্থা হইল।

১৩৫। সহধর্ম্মিণী স্কুলের পণ্ডিতের।

একদিন একটী পল্লীগ্রামের স্কুলের পণ্ডিত একান্ত বিমর্ষভাবে ক্রোশৈক দূরবর্ত্তী স্বগৃহে আসিয়া বলিলেন, "আর পারি না। একটাও ভাল ছেলে ক্লাসে নাই যে পড়াইয়া একটু সুখ হয়। যতগুলা মূর্খ এসে জড় হইয়াছে। এবারে একটাও পাস হবে না। আমি কাজ ছেড়ে দিব!" তাঁহার পত্নী মুখে হাতে জল দেওয়াইয়া একটু শ্রান্তিদূর করাইয়া বলিলেন "ছেলেগুলা কি একটুও শিখিতেছে না? এ ছমাসে কি একটুও এগোয় নাই?" পণ্ডিত বলিলেন "অল্প একটু একটু শিখিতেছে বই কি! কিন্তু বড় বোকা।" পত্নী বলিলেন "তোমার ইচ্ছা যে ছেলেরা সব সুশিক্ষিত হয়?" পণ্ডিত বলিলেন, "তাহা ছাড়া আমি আর ত কিছুই চাহি না!" পত্নী বলিলেন "উহারা এইরূপে অল্পে অল্পে

সুশিক্ষিত হইয়া গেলে, তখন বরং চাকরী ছাড়িও; তখন আর উহাদের তোমাকে দরকার থাকিবে না। এখন কাজ ছাড়িবে কার উপকারের জন্য ?"

পতিব্রতা পত্নীর কথায় শিক্ষক কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩৬। সময়ের মূল্য ওয়েলিংটনের উক্তি।

একদিন ডিউক অফ ওয়েলিংটন লণ্ডন সহরের কোন ধনী মহাজনের সহিত দেখা করিবার সময় নির্দ্ধারিত করেন। মহাজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে ডিউক ঘড়ি খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মহাজন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইয়াছে।" ডিউক উত্তর দেন "পাঁচ মিনিট মাত্র!! যদি আমার ওটারলু যুদ্ধ ক্ষেত্রে শেষ আক্রমণ করার হুকুম দিতে এবং সমস্ত ইংরাজ দলের সেই আক্রমণ করিতে পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইত তাহা হইলে আজ ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের অবস্থা কি দাঁড়াইত ?"

১৩৭। সময়ের মূল্য বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বইয়ের দোকান এবং তাহার সংলগ্ন ছাপাখানা ছিল। একদিন কোন ভদ্রলোক বই কিনিতে আসিয়া এ বই সে বই অনেক দেখিয়া শেষে একখানি বইয়ের দাম জিজ্ঞাসা করেন। দোকানে তখন একটী যুবক কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন; ফ্রাঙ্কলিন ছাপাখানায় ছিলেন। কর্ম্মচারী বলিলেন পুস্তকের মূল্য এক ডলার। ক্রেতা বলিলেন, "দোকানের মালিককে ডাক।" ডাকিবামাত্র ফ্রাঙ্কলিন উপস্থিত হইয়া ক্রেতাকে সবিনয়ে সেলাম করিলেন এবং পুস্তকের মূল্য জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "সওয়া ডলার।" ক্রেতা বলিলেন, "বলেন

কি, আপনার লোক বলিল, এক ডলার।" ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন "হাঁ! তখন ঐ মূল্যেই আমার লাভ থাকিত।" ক্রেতা বলিলেন "এইবার ঠিক বলিয়া দিন কত কম মূল্যে আপনি পুস্তকখানি দিতে পারেন।" হাসি-মুখে এবং বিনীত ভাবেই ফ্রাঙ্কলিন উত্তর করিলেন "দেড় ডলার। আমি অন্য দরকারী কাজ ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি; এখন ইহার দেড় ডলার মূল্য।" ক্রেতা তখন বুঝিলেন যে অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্য ফ্রাঙ্কলিন সময়ের মূল্য ধরিতেছেন। তিনি লজ্জিত হইয়া দেড় ডলার দাম দিয়াই পুস্তকখানি লইয়া গেলেন।

অপরের সময়ের মূল্য আছে ইহা অনেকেরই স্মরণে থাকে না।

১৩৮। সাহস ও বিশ্বাস ভক্তের।

মহাত্মা মহম্মদ মদিনায় পলায়ন করার পর যখন মদিনাবাসীরা দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জ্ঞাতি কোরেশীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মদিনায় আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন কোন সশস্ত্র কোরেশীয় যোদ্ধা মদিনার আসে পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাত্মা মহম্মদকে নির্জ্জনে নিরস্ত্র পাইয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক বলে "এখন তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে?" মহম্মদ তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠেন "আল্লা।" তাঁহার মুখে বিশ্বাসের জ্যোতিতে এবং গম্ভীর শব্দে হঠাৎ অভিভূত ঐ ব্যক্তির শ্লথ মুষ্টি হইতে অসি পতিত হইয়া গেলে, মহাত্মা উহা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করেন "এবারে তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে?" ভীত যোদ্ধা বলে "কেহই না!" মহাত্মা বলেন "এবারেও সেই আল্লা। তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা হইতে তিনি দিলেন না!" সে ব্যক্তি এই ব্যাপারে একান্ত বিস্মিত হইয়া তখনই মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

১৩৯। সংযম এবং স্বাবলম্বন মার্কিন যুবকের।

মার্কিন দেশে কোন যুবক একজন ধনীর নিকট শিক্ষকের সুপারিস চিঠি লইয়া সাহায্যের প্রার্থনায় গিয়াছিল। "ভাল ছেলে, উহার মা আর পড়াইতে পারে না কিছু সাহায্য পাইলেই পড়া শেষ হয়।" এই ভাবের সুপারিস ছিল। ধনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চা চুরুট জলখাবার ব্যবহার কর কি?" যুবক বলিল, "হাঁ! সময়ে সময়ে কম পরিমাণে করি।" ধনী বলিল "তবে তাহা বন্ধ কর, এবং এক বৎসর পরে আসিও।" যুবক বাড়ী গিয়া মাতাকে এই কথা বলিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া আহার বস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক টানাটানি করিতে লাগিলেন। মন দৃঢ় হইল এবং একাগ্রতার বৃদ্ধি হইল। বড় স্কুলে পড়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়া যুবক ঘরেই কিছু কিছু পড়া এবং একটা দোকানে সামান্য চাকরী আরম্ভ করিলেন। এক বৎসর পরে যুবক দেখিলেন যে সাংসারিক অসুবিধা তত বোধ হয় না, এবং পড়া-শুনাও যাহা হইয়াছিল ততটা পূর্ব্বে কোন এক বৎসরে তিনি করিতে পারেন নাই। অভাব কমাইয়া ফেলিলেই অভিযোগ কমে।

তখন যুবক ধনীর নিকট গিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, "সেদিনকার উপদেশের সাহায্য পাইয়া আমার আর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন নাই।" ধনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অণুমাত্রও বিলাসবুদ্ধি থাকিতে অপরের অর্থ সাহায্য চাওয়া অসঙ্গত। ঐ সকল ত্যাগ করাতে এবং আকাশে কেল্লা প্রস্তুত করা ছাড়িয়া কার্য্যকরী বুদ্ধি গ্রহণ করাতে এবং যে সামান্য কাজ প্রথমে হাতে পড়িল তাহাই সন্তুষ্ট মনে একাগ্রভাবে করিতে আরম্ভ করাতে, এখন আর কোনরূপ অভাব বোধ নাই।" যুবক তাঁহার উপদেশের প্রকৃত

মশ্ম গ্রহণ করার জন্য ঐ ধনী ব্যক্তি আদর করিয়া তাঁহার কারখানার অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যুবককে দিলেন। কৃতজ্ঞ যুবক ঐ কারখানায় ভর্ত্তি হইয়া এরূপ যত্নের সহিত কাজ করিয়াছিলেন যে শেষে তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষের পদ লইয়াছিলেন।

১৪০। সংযমে সাহায্য নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা।

কোন মিতব্যয়ী সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের একটি সূত্রধর প্রতিবেশী ছিল। সূত্রধর "দিন আনে দিন খায়"; কিছুমাত্র সঞ্চয় করে না। সময়ে সময়ে আগাম মজুরী পাইলে সূত্রধর আহারের এরূপ আয়োজন করে যে, ধনশালী ব্রাহ্মণেরও সেরূপ ঘটে না। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া একান্তই দুর্দ্দশা হয়। ব্রাহ্মণ পত্নী উহার সাংসারিক অবস্থার কথা জানাইয়া স্বামীকে বলিলেন, "উহার ছেলেপিলে অনেকগুলি; কিছুই রাখে না, একটু বুঝাইয়া বল।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "শুধু কথায় হইবে না; কাজে সাহায্য করা চাই। এই থলিটীতে ৯৯টি টাকা রাখিয়া দিলাম, চুপি চুপি উহার ঘরে রাখিয়া দিয়া আইস।" গৃহিণী বলিলেন, "অত টাকা দিবার প্রয়োজন নাই—ঐ টাকা পাইলে আরও বেশী করিয়া দুদিন নবাবী করিবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার কথামত কাজ করিয়া দেখ, লোকটার প্রকৃতপক্ষেই উপকার হইবে।" ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকার থলিটী কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে সূত্রধরের উঠানে অলক্ষ্যে রাখিয়া আসিলেন। সূত্রধর যখন ঐ থলিটী পাইয়া টাকা গণিয়া দেখিল যে ৯৯টী আছে তখন উহার একশত পূর্ণ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। সে খরচের বাড়াবাড়ি কমাইয়া একটী টাকা কয়েকদিন মধ্যেই জমাইল। তখন আবার সঞ্চিত ধনকে

১০১ করিতে ইচ্ছা হইল। এইরূপে মিতব্যয়িতা অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় সূত্রধর মদ্যপান ত্যাগ করিল; ছেলেপিলের জন্য সঞ্চয় আরম্ভ করায় তাহাদের উপরও যত্ন বাড়িল। উহারা যাহাতে পৈতৃক ব্যবসায় ভাল করিয়া শিখে অল্প বয়স হইতেই তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল; এবং লোকটা অধিক মজুরী পাইবার চেষ্টায় নিজেও দিন দিন ভাল কারিগর হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুকাল পরে উহার প্রায় ৪০০ টাকা জমিলে ধনী ব্রাহ্মণ উহাকে সেই ৯৯টী টাকা দেওয়ার কথা জানাইলেন। কৃতজ্ঞ সূত্রধর বলিল "দেবতা এবং ব্রাহ্মণেই অহৈতুকী কৃপায় এরূপ দূরদৃষ্টির সহিত বুদ্ধিহীন দরিদ্রের স্থায়ী উপকার করিতে পারেন!" সপরিবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সূত্রধর ৯৯টী টাকা ফেরত দিলে ব্রাহ্মণ ঐ টাকা গ্রামের দীর্ঘিকার পঙ্কোদ্ধারের জন্য চাঁদা দিলেন এবং সূত্রধরকে দিয়া তাহার নিজের সঞ্চিত ধন হইতেও ঐ কার্য্যে কিছু দেওয়াইয়া বলিলেন—"মিতব্যয়ের সহিত সদ্ব্যয়ের যোগ রাখিলেই গৃহস্থের মঙ্গল। কার্পণ্যেও মঙ্গল নাই এবং অমিতব্যয়েও মঙ্গল নাই।"

১৪১। সহানুভূতি — আব্রাহাম লিনকনের।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতি আব্রাহাম লিনকন যখন একটী দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন এবং অপরের পুস্তক চাহিয়া লইয়া তাহা রাত্রে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি একদিন এবটেণ্ট নামক একব্যক্তিকে দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাষ্ঠ ছেদন করিতে দেখেন। লোকটীকে একান্ত শ্রান্ত দেখিয়া দয়ালু ও সবলশরীর আব্রাহাম উহার হাত হইতে কুঠারি গ্রহণ করিয়া কাঠগুলি স্বহস্তে কাটিয়া দিলে ঐ দরিদ্র শ্রমজীবীর তাহাতে দুই দিনের মত আহার্য্যের পয়সা হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় সরস হইয়াছিল।

১৪২। সহানুভূতি কেরাণী পদ্মলোচন।

পদ্মলোচনের নিবাস বালী গ্রামে। তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বোর্ড-অব-রেভিনিউ আফিসে চাকরী করিতেন। সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসায় আফিসে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; অনেকে তাঁহাকে "লাট পদ্মলোচন" বলিয়া ডাকিত।

একবার আফিসের বড়সাহেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু পদ্মলোচন বলেন, "সাহেব! আমি যে বেতন পাই তাহাতে আমার বেশ চলে। আপনি আমার বেতন না বাড়াইয়া আমার নিম্নস্থ অল্প বেতনভোগী কেরাণীদের মাহিনা কিছু কিছু বাড়াইয়া দিন।" সাহেব তাঁহার এই স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার কথামতই কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪৩। সহানুভূতি মহাত্মা মহম্মদের।

একদিন মহাত্মা মহম্মদ দেখিলেন একজন দাসী আটার মোট মাথায় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে সে কোন ইহুদীর দাসী; ভারী মোট লইয়া যাইতে দেরী হওয়ায় প্রহারের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কষ্টে যাইতেছে। মহাত্মা তাহার মোট মাথায় লইয়া তাহার মনিবের নিকট সুপারিস করিতে গেলে, ইহুদী মহাত্মা মহম্মদের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

১৪৪। সহানুভূতির নির্ভীকতা বালকের।

ক্রীমিয়ায় রুসীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় দশ বৎসর মাত্র বয়সের টমাস কিপ নামক এক বালক গ্রেণেডিয়ার দলের বংশী বাদক ছিল।

যখন ই নক্যারম্যানের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে তখন "ফিপ" পার্শ্ববর্ত্তী এক-জন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত সেনাকে বলিতে শুনিল "এ সময়ে যদি এক পেয়ালা চা পান করিতে পাইতাম!" বালকের করুণ অন্তঃকরণ ঐ সৈনিকের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সৈনিক-দিগের ঝোলার মধ্যেই চা, জলের বোতল কেটলি প্রভৃতি থাকে। বালক অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া টুকরা টুকরা কাঠ সংগ্রহ করিয়া জল গরম ও চা প্রস্তুত করিল। একবার একটা গুলি তাহার টুপির উপরটা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; আর একটা গুলি তাহার কোটের আস্তিন ছিন্ন করিয়া দিয়া গেল—একবার তাহার স্কন্ধে অল্প আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু অনন্যমনা করুণহৃদয় বালক কিছু-তেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আহত তৃষিত সৈনিকদিগকে উষ্ণ চা পান করাইয়া তৃপ্ত করিতে লাগিল। অনেক আহত সৈনিক তাহাদের আসন্ন মৃত্যুকালে বালকের এইরূপ যত্ন দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার মুখচুম্বন করিয়া অন্তরের সহিত তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিল।

১৪৫। সহানুভূতির সুখ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা।

কোন সময়ে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক শীতের সন্ধ্যায় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার নিকট ছিন্নবস্ত্রাবৃত শিশু সন্তানকে দেখাইয়া একখানি ছিন্নবস্ত্র প্রার্থনা করিয়া বলে—"এই শীতে ইহার গায়ে দিবার কিছুই নাই।" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জননী তখনই নিজের ব্যবহা-রের লেপখানি আনিয়া দরিদ্রাকে দিলেন এবং বলিলেন "এ শীতে কচি-ছেলের ছেঁড়া কাপড়ে শীত ভাঙ্গিবে না এবং প্রাণ থাকিবে না।" দরিদ্রা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগরের জননী লেপ বিলাইয়া দেওয়ার কথা কাহাকেও না বলিয়া সে রাত্রিটা রন্ধই ঘরে

উনানের নিকটে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। পরদিন বিবরণ শুনিয়া তাঁহার জন্য শীতবস্ত্র সংগৃহীত হইল।

১৪৬। সাধারণের কার্য্য ও বন্ধুত্ব ওয়াশিংটন।

মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন যখন মার্কিণ যুক্ত রাজ্যে প্রথম প্রেসিডেণ্ট তখন একটী সরকারী চাকরী খালি হয়। তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র ও ভক্ত কোন ব্যক্তি ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধকালে এবং তাহার পরও, সর্ব্বদাই ওয়াশিংটনের নিকট থাকিতেন এবং সকল বিষয়ে যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থীগণ মধ্যে একজন ওয়াশিংটনের বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। উঁহার রাজনৈতিক মতবাদ এক সময়ে ওয়াশিংটনের ঠিক বিপরীতছিল; কিন্তু তিনিও খাঁটি মানুষ ছিলেন। পদটী ওয়াশিংটনের শত্রুই পাইলেন, তাঁহার বন্ধু পাইলেন না।

কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা ওয়াশিংটন বলিয়াছিলেন "যাহাকে কাজটী দিলাম তিনি যে খুব কাজের লোক তাহা আমার সহিত উঁহার বিরোধের সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শৃঙ্খলার সহিত সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিতে উনিই অনেক ভাল পারিবেন। আমার বন্ধু মানুষ ভাল; কিন্তু কাজের লোক হিসাবে উঁহার অপেক্ষা অনেক নিরেশ। আমার বাড়ীতে আমার বন্ধু সর্ব্বেসর্ব্বা; কিন্তু যে সাধারণের কার্য্য ভাল করিতে পারিবে, সেই আফিসে অধিকতর আদরণীয়।"

১৪৭। সাধুর কার্য্য ধর্ম্মোপদেশ দান।

কোন সাধু প্রত্যহই কোন গ্রামে মাধুকরী জন্য যাইতেন। তথায় এক বাড়ীর গৃহিণী কখন কাহাকেও ভিক্ষা দিত না। গ্রামের লোকেরা

বলিত "ওখানে কেন যান? ও কখন কাহাকেও কিছু দিবে না।" সাধু শুধু হাসিতেন; যাওয়া ছাড়িতেন না। একদিন ঐ স্ত্রীলোক ঘর লেপিতে ছিল। সাধু গেলে ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের ন্যাতা ছুঁড়িয়া সাধুকে মারিল! লোকে বলিল "আমরা কত বারণ করিলাম—আপনি শুনিলেন না; আজ তাহার ফল ফলিল।" সাধু সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন "হাঁ, আজ থেকে ওঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, দান আরম্ভ হইল; উনি উপুড় হস্ত করিতে শিখিলেন!" সাধু ন্যাতাটী ভাল করিয়া ধুইয়া স্ত্রীলোকটিকে পরদিন দিয়া বলিলেন "মা! আমার এ কাপড়ে প্রয়োজন ছিল না; তাই ফিরিয়া আনিয়াছি। যে দিন সুবিধা হইবে মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন।" স্ত্রীলোকটী সাধুর মাহাত্ম্যে কাঁদিয়া ফেলিল এবং তদবধি মুষ্টি ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। তখন সাধু অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।

১৪৮। সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী মেরী।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পত্নী রাজ্ঞী মেরীর পূর্ব্ব নাম ছিল প্রিন্‌সেস মে। ইহাঁকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড়ই ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পৌত্রবধূরূপে ঐ কন্যা একদিন রাজরাণী হন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের সহিতই বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পৌত্র জর্জ্জের সহিত বিবাহ হয়। এই সময়ে (মেডইন জর্ম্মণি) জর্ম্মণিতে প্রস্তুত শিল্পজাত ইংরাজী শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় জর্ম্মণিতে উৎপন্ন সকল বস্তুর উপরই ইংরাজ সাধারণের একটু অপ্রীতি হইতে থাকে। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বোয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে ডাঃ জেমিসনের পরাজয়ে যে হর্ষ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে এবং জর্ম্মণির ক্রমাগত রণপোত বৃদ্ধিতে জর্ম্মণিকে ইংরাজ প্রাধান্যের বিদ্বেষ্টা বলিয়া অনেকেই

বুঝিতে পারেন। এজন্য কোন বৈদেশিক রাজকুমারী ইংলণ্ডের মহারাণী হন, ইংরাজ সাধারণের আর এরূপ ইচ্ছা ছিলনা। এদিকে বাছিয়া লওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে রাজবংশীয়া কন্যা ইয়ুরোপের কুলীন—নিবাস জর্ম্মণি ব্যতীত আর কোথাও নাই। যাহা হউক এবারে ইংরাজেরা তাঁহাদের যুবরাজের জন্য স্বদেশীয়া কন্যাই পাইলেন। জুলাই ১৮৯৩ রাজকুমার জর্জ্জ প্রিন্সেস মেরীকে বিবাহ করেন।

সাধারণের ঐ সময়ের মনোভাব বুঝিয়া সকলকেই প্রীত করিবার জন্য স্বদেশভক্ত ব্রিটিস রাজবংশের এই বিবাহে কোন প্রকার বৈদেশিক বস্ত্রই ব্যবহৃত হয় নাই! ইংলণ্ডের সিল্ক, ওয়েলসের ফ্ল্যানেল, স্কটলণ্ডের টুইড এবং আয়র্লণ্ডের লেস ব্যবহৃত হয়।

রাজ্ঞী মেরী বাল্যের সুশিক্ষায় প্রত্যহ বাইবেলের এক অধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ করিতে অভ্যস্ত। তিনি সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন ও করান; অনেক গুলি ভাষা এবং চিত্রবিদ্যা ও সংগীত ভালই জানেন। নিজের ছেলেদের শিক্ষা বিধানেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। সার ল্যাণ্ডলে টোষ্টি তাঁহাকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছেন। ভজন গীতেই তিনি আনন্দ বোধ করেন। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা রাজ্ঞী মেরী স্ত্রীলোকের মধ্যে নূতন ধরণের বিরোধী। তাঁহার জামার হাতা কব্জা পর্য্যন্ত আইসে। তিনি বুককাটা পোষাক পরেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যান না।

রাজ্ঞী মেরী ও তাঁহার মাতা একবার কোন ভদ্রলোকের দাসীর সাহায্য জন্য তারের বেড়া টানিয়া তুলিয়া ঠেলাগাড়ি স্বহস্তে পার করিয়া দিয়াছিলেন। এক সময়ে একটী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বালককে রাজ্ঞী মেরী স্বহস্তে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী মেরী অধিক গহনা পরেন না। তাঁহার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইলে রাজকুমার জর্জ্জ যে হীরার আংটী দিয়াছিলেন এবং বিবাহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে হীরার মালা দিয়াছিলেন তাহাই অধিক সময়ে পরিধান করিয়া বাহির হন। তাঁহার বিবাহের সময় তেইশটী ইংলণ্ডীয় কাউন্টীর (জিলার) স্ত্রীলোকেরা একত্রে চাঁদা তুলিয়া যে ৭ হাজার গিনি মূল্যের একটী মুক্তার মালা প্রীতি উপহার দিয়াছিলেন—তাহা এবং তাঁহার কলিকাতায় আগমন হইলে (১৯০৫) ভারতমহিলাদের উপহার স্বরূপে প্রাপ্ত মতির মালাটী তাহার বিশেষ আদরের সামগ্রী।

রাজ্ঞীর বড় ছেলেটীর জন্ম হয় ২৩।৬।১৮৯৪। ছেলেদের সাধারণরূপ ইংলণ্ডে প্রস্তুত বেশভূষা। উহারা চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিতে গেলে সাধারণ লোকের ন্যায় টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়। শৈশব হইতে কোনরূপ অযথা আদর ও সম্মান দেখাইয়া উহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না।

রাজ্ঞীর কন্যা রাজকুমারী জুবিলি (জন্ম ১৮৯৭) শৈশবে একদিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন "মা! তুমি পুতুল লইয়া খেলনা কেন?" রাজ্ঞী হাসিয়া উত্তর দেন "আমার পুতুলেরা চলে ফিরে, কথা কয়, ও তাদের মাকে খুব আদর করে! তোমরাই যে আমার পুতুল।" রাজ্ঞী মেরী যখন রাজ্যাভিষেকোৎসবের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত এক গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন সেই জয়ধ্বনিকারী জনসংঘকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কোচ-বাক্স হইতেই সব ভাল দেখা যায়! এইরূপ দাঁড়ান রাজকীয় আদব কায়দার বহির্ভূত, কিন্তু উহাতে জনসংঘের সহানুভূতি তাহাদের স্বদেশী রাণীর প্রতি আরও বিশিষ্ট ভাবে আকর্ষিত হয়।

১৪৯। সেবকের দাবী মোগল সৈনিক।

কোন সময়ে একজন মোগল সৈনিক আর্থিক বিপদগ্রস্ত হইয়া দিল্লীর সম্রাট বাবর সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে ঐ সৈনিকের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলে সৈনিকের মনে হইল যে অনেক সময়ে বাদসাহদিগের কর্ম্মচারীরা অপরের উপকারের জন্য আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করে না। সৈনিক বলিল "সম্রাট! যে পানিপথের যুদ্ধে আপনার সাম্রাজ্য লাভ হয়, তাহাতে আমি প্রতিনিধি দ্বারা যুদ্ধ করি নাই; অশ্বপৃষ্ঠে বর্ষাহস্তে সবেগে শত্রু-ব্যূহের উপর আপতিত হইয়া তাহা ভগ্ন করিয়াছি এবং নিজের স্কন্ধে খড়্গাঘাত সহ্য করিয়াছি।" সরল হৃদয় উদারমনা সম্রাট এই কথায় হাসিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ সৈনিকের জন্য ব্যবস্থা নিজের হস্তেই লইলেন।

১৫০। সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার রাজপুত্রের।

এক রাজপুত্র অতীব সুশ্রী ছিলেন। সকলের নিকট সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহার মতন সুন্দর আর কেহ নাই।

একদিন রাজপুত্র হরিণ শিকার করিবার জন্য বনে গমন করেন। বন হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক সন্ন্যাসী একটা মড়ার মাথা লইয়া অনবরত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছেন। রাজপুত্র একটু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর! মাথাটায় কি দেখ্‌লেন?"

সন্ন্যাসী রাজপুত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মাথাটা রাজার কি ভিখারীর এবং সুশ্রীর কি কুৎসিতের তাহাই স্থির করিবার

জন্য দেখিতেছিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।" রাজপুত্রের অহঙ্কার দূর হইল।

১৫১। সৌভ্রাত্র রঘুমণি বিদ্যারত্ন।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির ভ্রাতা রঘুমণি বিদ্যারত্ন উৎকৃষ্ট স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। দুজনেই যেমন সুপণ্ডিত তেমনি ভাল লোক ছিলেন। বিদায় আদায়ে উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইত। শ্রীরাম শিরোমণির চারি পুত্র। রঘুমণির এক পুত্র। একদিন শ্রীরাম রঘুমণিকে বলিলেন "ভাই, আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইবে।" রঘুমণি কহিলেন, "সে কি দাদা? ভাইয়েতে ভাইয়েতে পৃথক! অন্য গৃহে যাহা হয় হউক, তুমি আমি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত; লোকে কি বলিবে?" শ্রীরাম বলিলেন "তোমায় আমায় পৃথক্ হইতে বলি না। ছেলেদের বিষয় ভাগ করিয়া রাখা ভাল; নচেৎ ভবিষ্যতে উহাদের বিবাদ ঘটিতেও পারে।"

রঘুমণি বলিলেন "দাদা! তুমি যে যুক্তি দেখাইলে উহার উপর আমার কোন কথা চলে না। তুমি ছেলেদের ধন বিভাগ করিয়া দাও।"

শ্রীরাম শিরোমণি সমস্ত সম্পত্তি দায়ভাগ মতে দুই ভাগ করিয়া বিভক্ত সম্পত্তির দুইটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং দেখিবার জন্য তাহার একখানি রঘুমণির হস্তে দিলেন। রঘুমণি তালিকা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "দাদা একি! তোমায় আমায় পৃথক্ হইলে, এইরূপ বিভাগ হইত বটে; কিন্তু আমরাত পৃথক্ হইতেছি না। বিষয় বিভাগ হইতেছে ছেলেদের জন্য।" শ্রীরাম বলিলেন "তবে তুমিই ভাগ কর।" রঘুমণি সমস্ত সম্পত্তি চারি অংশ করিয়া তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিন অংশ এবং পুত্রকে এক অংশ দিলেন।

১৫২। স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত।

ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার কন্যার গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন "সে ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে।" রাজা উত্তর দেন "এ সকল শিক্ষা অসাধারণ বটে, কিন্তু সূতা কাটিতে শিখিয়াছে কি?"

এক সময়ে অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই। হিন্দুশাস্ত্র কিন্তু কন্যাদিগকে সযত্নে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত পথ ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে, সন্তানের শৈশবে এবং বাল্যে সুশিক্ষা ও সুপালন জন্য এবং গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা জন্য কতকটা সাধারণ শিক্ষা স্ত্রীলোক মাত্রেরই থাকা উচিত এবং পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম সাধন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমান পরিমাণে আবশ্যক।—নচেৎ মানব জন্মই যে বিফল হয়!

১৫৩। স্বজাতিপালনেচ্ছা ইংরাজের।

সিংহলের গবর্ণর সার ওয়েষ্ট রিজওয়ে একখানি জর্ম্মাণ ষ্টীমারে বিলাত হইতে একবার কলম্বো যাতায়াত করিয়াছিলেন। ১৯১০। এই সংবাদ শুনিয়া মিঃ ওয়ানক্লিন নামক পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য উপনিবেশ সংক্রান্ত সচিবকে মহাসভায় প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কলম্বো দিয়া যে সকল ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ যাতায়াত করে, বারান্তরে বিলাতে যাতায়াত সময় গবর্ণর বাহাদুরকে তাহার কোন একখানি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইবে কিনা?" উত্তরে সচিব বলিয়াছেন যে, "এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অনুরোধ করিবার

প্রয়োজন দেখিতেছেন না; তবে কোন ইংরাজী ষ্টীমারাধ্যক্ষ গবর্ণর বাহাদুরের একটী প্রিয় কুকুরকে তাঁহার সঙ্গে রাখিতে দিতে না চাহাতেই এরূপ কথা উঠার কারণ ঘটিয়াছিল।”

মিসেস অ্যাসকুইথ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করায় তাঁহার স্বামী প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাসকুইথকে স্বজনের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ১৯১০।

১৫৪। স্বজাতি প্রেম — শ্রীরামপুরে দিনেমার।

শ্রীরামপুর সহর পূর্ব্বে দিনেমারদিগের অধীন ছিল। ডেনমার্ক-উহা ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিলে পর, সমুদয় সঙ্গতি-সম্পন্ন শ্রীরামপুর-বাসী দিনেমার বাটীঘর বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। কিন্তু দরিদ্র দিনেমারগণ তাঁহাদের সহিত চলিয়া যাইতে সক্ষম না হওয়ায়, স্বজাতি-প্রেমিক দিনেমারগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে কতক সম্পত্তি রাখিয়া যান এবং বলিয়া যান, যে যদি কখন কোন দিনেমার অর্থাভাবে একান্ত কষ্ট পায়, তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেন সেই অর্থের সুদ হইতে তাহা-দিগকে সাহায্য করেন। অদ্যাপি হুগলীর কালেক্টরী হইতে শ্রীরামপুরের দরিদ্র ফিরিঙ্গিগণ সেই ধনভাণ্ডারের সাহায্য পাইয়া থাকেন।

১৫৫। স্বদেশভক্তি — বৃদ্ধ ইংরাজের।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ইংরাজ মাদক নিবারিণী সভায় বক্তৃতা শুনিতে ছিলেন। মদ্য-পানের বাহুল্যে ইংলণ্ডের কত ক্ষতি হইতেছে—তাহার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সকল ইংরাজেরই মদ্যপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করা উচিত। তিনি বক্তৃতা শেষে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা

এবং তাঁহার ডাক্তার নিষেধ করিয়া বলিলেন "যেরূপ অতি অল্প পরিমাণ মদ্য আপনি আহারের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অভ্যাস ও স্বাস্থ্য হিসাবে অন্যায্য নহে। এখন হঠাৎ একেবারে উহা ছাড়িয়া দিলে শরীর রক্ষা হইবে না।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "যে কার্য্য করায় দেশের মঙ্গল তাহা সকলকেই করিতে হইবে। অন্ততঃ আমি তাহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিব না।" ডাক্তার বলিলেন "তাহা হইলে আপনার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "দেশের উপকারী কোন সংকল্পে আমার মরিতে ভয় করা উচিত ?"

১৫৬। স্বধর্ম্মীপ্রেম পারেল বিদ্যালয়।

শ্রীযুক্ত জষ্টিস নারায়ণচন্দ্র ভারকর নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী (ডিপ্রেসড ক্লাসেস্ মিশন সোসাইটী অফ ইণ্ডিয়া) সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ১৯১১। আফিসের ঠিকানা গিরগাও বোম্বাই। এই সভা ১৯০৬ অব্দে শ্রীযুক্ত ভি, আর, শিণ্ডে নামক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিরূপ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক খৃষ্টীয় মিসনরিগণ লণ্ডনের অপরিসর গলির মধ্যে পশুবৎ দুষ্ট প্রকৃতিক অশিক্ষিত দরিদ্রদিগের সুশিক্ষা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন শ্রীযুক্ত শিণ্ডে ইংলণ্ডে মিশনরি কলেজে অধ্যয়ন করার সময় তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এদেশীয় অন্ত্যজদিগের সুশিক্ষা ও উন্নতি জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

সমগ্র ভারতে আদিমের এবং অন্ত্যজের সংখ্যা পাঁচ কোটির অধিক। বর্ত্তমানকালে উচ্চশ্রেণীর সকল ভারতবাসীর কায়, মন, ধন, বাক্য ও ব্যবহারে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ও গোস্বামীরা পূর্ব্বে অন্ত্যজের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া দিয়াছেন। এখন

শৃঙ্খলাসহ সকলেরই উহাতে কোন না কোন রূপে লিপ্ত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিণ্ডে যখন প্রথম এই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন তখন উহারা মনেও স্থান দিতে পারে নাই যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কেহ উহাদের সংস্পর্শে স্বেচ্ছায় আসিতেছেন। উহারা মনে করিয়াছিল যে নিশ্চয়ই উনি কোন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান মিসনরি হইবেন এবং সেজন্য উহারা তাঁহার সহিত মিশিতেই চাহে নাই। কতটা অবজ্ঞা ও ঘৃণা নীরবে সহ্য করিয়া যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর "অস্পৃশ্য অন্ত্যজ" নামধেয় হিন্দুভ্রাতাগণ পরধর্ম্ম গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছেন তাহা এই ঘটনায় অনুভূত হইয়া সকলেরই চক্ষে জল আসা উচিত!

বোম্বাই সহরের পারেল নামক বিভাগে শ্রীযুক্ত শিণ্ডে একটী বিদ্যালয় খুলিয়া অন্ত্যজদিগকে সেলাই, পুস্তক বাঁধাই, ছবি আঁকা, কুস্তি, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন। তিনি ছাত্রদের নাম কীট, বিড়াল, শূকর, কেন্নাই, মাছ প্রভৃতি হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ হিন্দুর ন্যায় নামকরণ করিতেছেন।

১৫৭। স্বাবলম্বনের উপদেশ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একদিন কর্ম্মাটাঁড় রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু একটী ছোট ব্যাগ লইয়া ট্রেণ হইতে নামিবার সময় "কুলি কুলি" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তি বাবুর ব্যাগটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে বাবুটীর জন্য রক্ষিত পাল্কীতে তুলিয়া দিলে বাবু দুইটী পয়সা দিতে গেলেন। তখন ঐ ব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিলেন "ক্ষুদ্র ব্যাগটী লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন বলিয়া একটু সাহায্য করিলাম; পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর।" বাবুটী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, "লোকোপকার আপনার জীবনের ব্রত; আপনি দয়ার সাগর। আমার যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাহাই আজ আমাকে দিলেন; স্বহস্তে কার্য্য করিতে আর কখন সঙ্কুচিত হইব না।"

১৫৮। হিন্দুর রাজভক্তি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে।

সম্রাট আরঞ্জিব কোন সময়ে বিক্রমসিংহ নামক একজন রাজপুত সর্দ্দারের বীরত্বে এবং বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমার মত লোকের হিন্দু থাকিতে নাই; মুসলমান হইলেই আমি তোমাকে একবারে একটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব দিব।" রাজপুত বীর বিনীতভাবে উত্তর করেন "শাহেন শা! আমার রাজভক্তি হিন্দুধর্ম্ম প্রসূত; হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলে আমার আর আপনার শরীরে অষ্ট দিক্‌পালের সমাবেশে বিশ্বাস থাকিবে না; তখন আপনি কেমন লোক, আপনার কার্য্য কলাপ কিরূপ, এ সকল কথা আমার মনে উঠিতে পারিবে। আরও দেখুন, আমি যদি একটা উচ্চপদের জন্য আমার ইষ্টদেবতার সেবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হই, তবে আরও কম লোভের কারণে পার্থিব প্রভু আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব নাকি?"

১৫৯। ক্ষমা সার ওয়াল্টার র‍্যালে।

একদা একজন হঠকারী যুবক বাহাদুরীর জন্য একটা ছুতা ধরিয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমাদৃত মহাবীর সার ওয়াল্টার র‍্যালেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা সর্ব্বদাই তরবারি বাঁধিয়া বেড়াইতেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ অস্বীকার করা তখন ঘোর কাপুরুষতার

লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সার ওয়াল্টার র‍্যালে ঐ যুদ্ধে অস্বীকৃত হইলে সেই অভদ্রাচারী যুবক "কাপুরুষ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার মুখে থুৎকার দিল। তরবারি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত র‍্যালে এ প্রকারে অবমানিত হইয়াও ধীরভাবে বলিয়াছিলেন "আমি যেমন রুমাল দিয়া অনায়াসে তোমার এই থুৎকার পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, সেইরূপ অম্লানচিত্তে যদি আমার হৃদয় হইতে তোমার শোণিত মুছিয়া ফেলার এবং অকারণ নরহত্যার পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনই তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম।

১৬০। ক্ষিপ্রকারিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত; নদীয়ার পাকা টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন; বয়স ৩৫ বৎসর। (১৪।১১।১৯১০)। রাত্রি আটটার সময় স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকা কালে গ্রামের প্রান্তস্থ এক গোয়ালিনীর বাটী হইতে উচ্চ আর্ত্তনাদ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় গিয়া দেখিলেন, একটা চিতাবাঘ গোয়ালিনীর একটা বাছুরকে ধরিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি একটা বংশখণ্ড তুলিয়া লইয়া এবং উহা দুই হস্তে ধরিয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিলে বাঁশটা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আহত ব্যাঘ্রটাও পলায়ন করে। পণ্ডিত মহাশয় অনেকটা দূর হইতে গিয়াছিলেন; নিকটবর্ত্তী লোকেরা যেন কতকটা হাত পা হারা হইয়া চীৎকার মাত্র করিতেছিল।